বিজ্ঞাপন।

মহাকবি-বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ নানাবিধ সদুপদেশে পরিপূর্ণ ও আদিকাব্য বলিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সুবিখ্যাত। যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ মহাত্মারা এই মনোহর রত্ন রামায়ণের সুললিত-সুধাময়ী রচনাবলী এক বার পান করিয়াছেন, তাঁহারা উহার চমৎকারিতা, মনোহারিতা ও ভাবগুরুতা প্রভৃতি নানাবিধ সুরস-গুণ-পরম্পরা অনুভব করিয়া, বোধ করি, ত্রিলোক-দুর্লভ সুধাকেও নীরস বলিয়া তিরস্কার করিয়াথাকেন। এমন কি, ইহার সুমধুর সদ্ভাব-গর্ভ বচন বিন্যাস এক বার অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিলে, মুমূর্ষু ব্যক্তির অন্তরে জীবিতাশা, শোক-সন্তপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ে শান্তি ও মহাপাতকী ব্যক্তির অন্তঃকরণে পবিত্র সুখ সঞ্চার হয়। এই রামায়ণরূপ রত্নাকরে নানাপ্রকার রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি অমূল্য রত্ন সকল বিরাজিত রহিয়াছে। পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃবৎসলতা ও পতিপরায়ণতা রূপ সুরূপা তিনটী কামিনী যেন কেবল এই রত্নাকর-দত্ত মনোহর অলঙ্কারেই অলঙ্কৃত হইয়া দিক্‌সুন্দরীদিগের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। পরন্তু এই সুবিস্তীর্ণ সদুপদেশ-পরিপূর্ণ প্রাচীন গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়ায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই উহার সুমধুর-বচন-বিন্যাস-রূপ সুধাময় রসাস্বাদনে সর্ব্বথা বঞ্চিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে কবিবর কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত বঙ্গভাষায় বিবিধ ছন্দে এই রমণীয় রামচরিত অনুবাদিত করেন। ঐ অনুবাদিত গ্রন্থ, কি বাল্মীকি-

কি অধ্যাত্ম-রামায়ণ, কি [illegible]প্রণীত রামায়[illegible]

রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক, এত দিন তৎ-প্রণীত গ্রন্থই সহৃদয় ব্যক্তিগণের হৃদয় আনন্দ-রসে অভিষিক্ত করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু অধুনা যবন-কর-নির্মুক্ত এই বঙ্গ-ভূমিতে বঙ্গভাষা শুক্লপক্ষীয়-শশাঙ্ক-রেখার ন্যায় দিন দিন গুরুতর শরীর ধারণ করিয়া প্রিয়সহচরী সুন্দরী রচনাবলী সমভিব্যাহারে সর্ব্বত্র সকলের রসনাগ্রে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার বিমল কিরণে গৌড়ীয় সাহিত্য-সংসার উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে। অতএব এরূপ উন্নত সময়ে কীর্ত্তিবাস-প্রণীত রামায়ণ গ্রন্থ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিয়া আমাদের বঙ্গবাসী মহানুভবগণ, বোধ করি, যথোচিত প্রীতি লাভ করিতে পারেন না।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গদেশে নানা স্থানে নানাবিদ্যোৎসাহী ও স্বদেশ-হিতানুরাগী মহাত্মাগণ সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সমুদায় বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বদেশের হিত-সাধনে তৎপর হইয়াছেন, দেখিয়া আমারও কিঞ্চিৎ অভিলাষ সঞ্চারিত হইল। কিন্তু আমার পক্ষে এ অভিলাষ অবিকল, উন্মত্তের রাজা হওয়ার অভিলাষ জানিয়াও আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলাম না, প্রত্যুত চপলের ন্যায় কার্য্যাকার্য্য-বিবেচনা-বিমূঢ় হইয়া এই দুরূহ কার্য্য রামায়ণানুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমি, যৎসামান্য বুদ্ধিশক্তি দ্বারা এই সুবিস্তীর্ণ রামায়ণ গ্রন্থ সুচারু রূপে অনুবাদ করিয়া বিদ্যোৎসাহী জন-সমাজে যশস্বী হইব বা তাঁহারা আমার অনুবাদিত গ্রন্থ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করি যথোচিত প্রীতি লাভ করিবেন, এ বিষয়ে আমার অনুমা আশা নাই। আমি কেবল এইমাত্র সাহসের উপর নির্ভর ক

...র্য্যে সাহসী হইয়াছি যে, নূতন পুস্তক...

হইলে অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক এক বার কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন।

এই সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সমুদায় একত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা বহু সময়, অর্থ ও প্রয়াস সাধ্য এবং বহু মূল্যে এক কালে সংপূর্ণ পুস্তক ক্রয় করাও সহজ ব্যাপার নহে। অতএব ইহা ক্রমশঃ খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রচারিত করাই উপযুক্ত বিবেচনায় সাধুগণ-সমীপে ইহার প্রথম খণ্ড (দশ ফরমা) প্রচারিত করিলাম।

পরিশেষে সাধারণ-সমীপে সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি যে, গ্রাহক-সংখ্যা কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইলেই আমি, মূল্যবৃদ্ধি না করিয়া পুস্তকের আকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে থাকিব ইতি।

গোপাল-নগর
সন ১২৭৯ সাল

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ-ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীরামঃ

শরণম্ ।

অশেষগুণাকর ধন্য মান্য গুণিগণাগ্রগণ্য মহামহিম

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়

মহিমার্ণবেষু

সবহুসম্মানং নিবেদনম্

মহাশয় ! আমি, আপনার পরোপকারিতা, স্বদেশ-ভাষানুরাগিতা, গুণগ্রাহিতা, নির্ব্বিরোধিতা, অপক্ষ-পাতিতা, সত্যভাষিতা, দুষ্টদমনকারিতা, স্বদেশহিতৈ-ষিতা, বিমৃষ্যকারিতা, আশ্রিতবৎসলতা, অসামান্যদান-শীলতা, স্বধর্ম্মপরায়ণতা, সৎকার্য্যানুষ্ঠানতৎপরতা, অসৎকার্য্যপরাঙ্মুখতা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা, অকপটতা, অধর্ম্মভীরুতা, পরদুঃখকাতরতা, নিরপেক্ষতা, কৃপাপর-তন্ত্রতা, নম্রতা, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি বহুবিধ স্বভাবসিদ্ধ সদগুণে একান্ত বশীভূত হইয়া উৎসাহ-সলিল-সেক ... শায় এই মদীয় রামায়ণরূপ পবিত্র কল্প...র রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভবদীয় সুকোমল কর-কমলে অর্পণ করিলাম । প্রার্থনা, যেন ভাবিবিঘ্নরূপ প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-করে বা নিরাশারূপ প্রবলবাত্যায় আমার এই নবাঙ্কুরিত বৃক্ষের কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত না করে ইতি ।

বশংবদস্য

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ-ভট্টাচার্য্যস্য

আদিকাণ্ডের

নির্ঘণ্ট।

প্রস্তাব	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা	১	১
বাল্মীকির রামায়ণ প্রণয়নে অভিলাষ।	২	১৪
রামায়ণ সংক্রান্ত সমুদায় প্রস্তাবের সঙ্কলন।	৩	১৯
রামায়ণের প্রণয়ন	৪	২২
অযোধ্যার বর্ণনা	৫	২৭
রাজা দশরথের গুণ বর্ণন।	৬	৩
পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পরামর্শ।	৮	৩৭
সুমন্ত্রের সনৎকুমার কথিত বিষয় বর্ণন।	৯	৪১
ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করিবার কৌশল শ্রবণ।	১০	৪৩

প্রস্তাব।	অধ্যায়।	পৃষ্ঠা।
দশরথের রোমপাদ রাজ্যে গমন ও ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় আনয়ন।	১১	৫১
যজ্ঞার্থ তাঁহাকে বরণ।	১২	৫৮
যজ্ঞের আয়োজন।	১৩	৬১
যজ্ঞারম্ভ।	১৪	৬৭
দেবগণের রাবণ বধের মন্ত্রণা।	১৫	৭৪
পায়সোৎপত্তি ও কৌশল্যাদির গর্ব্ভ বিবরণ।	১৬	৭৯
বানরোৎপত্তি।	১৭	৮৪
রামাদির জন্ম বৃত্তান্ত নামকরণ গুণ বর্ণন ও বিশ্বামিত্রের আগমন।	১৮	৮৭
বিশ্বামিত্রের সহিত দশরথের কথোপকথন।	১৯	৯৫
বিশ্বামিত্র রামকে প্রার্থনা করায় দশরথের বিলাপ।	২০	৯৮
বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক দশরথকে আশ্বাস প্রদান।	২১	১০২
বিশ্বামিত্রের সহিত রাম ও লক্ষ্মণের গমন এবং তাঁহার নিকট হইতে বলা ও অতিবলা নামে দুই বিদ্যা গ্রহণ।	২২	১০৬

প্রস্তাব	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
মদন ভস্ম বৃত্তান্ত কথন।	২৩	১০৯
মলদ ও কারুষ নামক জনপদ দ্বয়ের বিবরণ।	২৪	১১৩
তাড়কা বৃত্তান্ত বর্ণন	২৫	১১৭
তাড়কা বধ	২৬	১২০
রামের দিব্যাস্ত্র লাভ।	২৭	১২৫
বলিরাজার বৃত্তান্ত কথন।	২৮	১ ।২
ভগবানের বামনরূপে জন্ম গ্রহণ।	২৯	১৩৭
ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ও তৎকর্ত্তৃক পিতৃগণের উদ্ধার।	৪১	১৮৪
ভগীরথকে ব্রহ্মার বরদান।	৪৪	১৮৯
সমুদ্রমন্থন	৪৬	১৯৩
দিতির তপস্যা ও পুত্রোৎপত্তি।	৪৬	১৯৯
অহল্যা বৃত্তান্ত	৪৮	২০৫
রাম ও লক্ষ্মণের মিথিলায় গমন।	৫০	২১৪
বিশ্বামিত্রের প্রভাব কীর্ত্তন।	৫১	২১৭
বশিষ্ঠের নিকট বিশ্বামিত্রের অতিথি সৎকার।	৫২	২২১

প্রস্তাব	অধ্যায়	পৃষ্ঠা।
ঐ শ্বামিত্র কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের ধেনু অপহরণোদ্যোগ এবং বশিষ্ঠের সৈন্য সৃষ্টি ও যুদ্ধ।	... ৫৪	২২৬
বিশ্বামিত্রের সন্তানগণের নিধন তাঁহার তপস্যা ও অস্ত্র প্রাপ্তি।	... ৫৫	২২৯
বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের যুদ্ধ। ...	৫৬	২৩৩
বিশ্বামিত্রের তপস্যা ও ত্রিশঙ্কু চরিত।	৫৭	২৩৬
ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণ।	৬০	২৪৫
অম্বরীষের যজ্ঞ।	৬১	২৫০
শুনঃ শেফের জীবন রক্ষা।	৬২	২৫৩
মেনকা দর্শনে বিশ্বামিত্রের তপো-ভঙ্গ, তাঁহার মহর্ষিত্ব লাভ ও পুনর্ব্বার তপস্যা।	৬৩	২৫৭
রম্ভা কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ, তাহার প্রতি শাপপ্রদান ও পুনর্ব্বার তপস্যা।	৬৪	২৬১
বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ ও বশি-ষ্ঠের সহিত মিত্রতা	৬৫	২৬৪
হরধনু বৃত্তান্ত	৬৬	২৬৯
বিশ্বামিত্রের আদেশে রামকে হর-ধনু প্রদর্শন ও ধনুর্ভঙ্গ।	৬৭	২৭৪
দশরথকে আনয়ন করিবার জন্য অযোধ্যায় দূত প্রেরণ।	৬৮	২৭৯

প্রস্তাব।	অধ্যায়।	পৃষ্ঠা।
দশরথের মিথিলায় আগমন	৬৯	২৮২
বিবাহের উদ্‌যোগ ও ইক্ষ্বাকুকুল বর্ণন।	৭০	২৮৫
জনকবংশ কীর্ত্তন।	৭১	২৯০
জনকের নম্রতা।	৭২	২৯৩
রামাদির বিবাহ।	৭৩	২৯৭
অযোধ্যা যাত্রা ও পথিমধ্যে পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎ।	৭৪	৩০১
পরশুরামের গর্ব্ব।	৭৫	৩০৫
পরশুরামের গর্ব্ব খর্ব্ব।	৭৬	৩০৯
অযোধ্যা প্রবেশ ও ভরতের মাতুলালয়ে গমন।	৭৭	৩১৩

সমাপ্ত।

রামায়ণ।

আদিকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

একদা কবিকুল-চূড়ামণি পরমতপস্বী মহর্ষি বাল্মীকি সর্ব্বোৎকৃষ্ট-বস্তু-নির্দ্দেশার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়া তপোনিরত ও স্বাধ্যায়-সম্পন্ন দেবর্ষি নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিনয়বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! সম্প্রতি এই পৃথিবী-মণ্ডলে যিনি সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, সত্যবাদী, বুদ্ধিবান্, জ্ঞানবান্, বিদ্বান্, বিনীত ও নীতিপরায়ণ। যিনি নিরন্তর সর্ব্বভূতের হিতসাধনে নিরত রহিয়াছেন। ...দ্যাস্ত্রবলে যিনি বলবান্‌দিগকেও অবলীলাক্রমে অভি-...রিয়া থাকেন। প্রজারঞ্জনাদি লৌকিক ব্যবহারে যিনি সুচতুর ও সচ্চরিত্র। যাঁহার অন্তঃকরণ ও কামাদি আন্তরিক শত্রুসমুদায় সর্ব্বদা বশীকৃত রহিয়াছে। রণস্থলে যাঁহার কোপানল উদ্দীপ্ত দেখিলে দেবতারাও ভীত হইয়া পলায়ন করেন। এইরূপ দৈবগুণ-সম্পন্ন কোন্ ব্যক্তি আপনার রূপলাবণ্যে এই সসাগরা বসুমতীকে সুশোভিত করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন; তাহা আপনি বিশেষ অবগত আছেন, যেহেতু, আপনি ত্রিলোক-

দর্শী, তপোবলে ত্রিলোকের যাবদীয় পদার্থ আ
করস্থিতের ন্যায় প্রতিভাত রহিয়াছে। মহর্ষে!
উহা সবিশেষ করিয়া কীর্ত্তন করুন; আমার
একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

অনন্তর, সেই ত্রিলোকদর্শী নারদ বাল্মীকির এই বাক্য শুনিয়া সহর্ষ চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন; মুনিব তুমি যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিলে, তৎসমু দেবতারও দুর্লভ, বিশেষতঃ সামান্য মনুষ্যে ত কে রূপেই সুলভ নহে। যাহা হউক, তোমার অনুরূপ প্র আমি সাতিশয় প্রীত হইলাম। এক্ষণে স্মরণ করি তত্তদ্‌গুণ-সম্পন্ন মনুষ্যের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্র কর।

ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্রিলোক-বিখ্যাত রাম নামে প্র প্রতাপ এক নরপতি আছেন। তিনি নাতিহ্রস্ব ও না দীর্ঘ। তাঁহার স্কন্ধদ্বয় উন্নত ও অতীব মাংসল; বা দ্বয় আজানুলম্বিত; গ্রীবাদেশ শঙ্খের ন্যায় রেখাত্র শোভিত; বর্ণ শ্যামল; বক্ষঃস্থল অতিবিশাল; লোচ যুগল আকর্ণ-চুম্বিত; ললাট ও মস্তকের গঠন অতি সুন্দর। তাঁহার অপরাপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় প্রমা সুরূপ ও সমভাগে বিভক্ত। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমা জ্ঞানবান্, বিনীত ও নীতি-পরায়ণ। তাঁহার চি বিপদে বা সম্পদে কখন বিচলিত হয় না। তাঁহার চরি সাধুসভা-সংস্কৃত ও পরমপবিত্র। সেই সর্ব্বসুলক্ষ

ন্ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিচক্ষণ রাম সমাধিবলে আন্তরিক রুসমুদায় বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অতি জস্বী ও যশস্বী। তিনি জীবলোকের প্রতিপালক এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মের পরিরক্ষক। তিনি দাসের ন্যায় গুরুজনেব সেবা ও পিতার ন্যায় দীনজনের প্রতিপালন করেন। তিনি বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রের পারদর্শী ও ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ। তিনি ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও প্রতিভা-সম্পন্ন। সেই সুপণ্ডিত শান্তস্বভাব রাম কি শত্রু কি মিত্র সকলের প্রতিই প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি সাধুদিগের অগ্রগণ্য, সদাশয় ও সুধীর। নদী সকলে যেমন মহাসাগরকে সেবা করে, সেইরূপ সাধুগণ প্রশান্তচিত্তে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। তিনি শত্রুমিত্রের প্রতি সমদর্শী ও প্রিয়দর্শন। সেই কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন শ্রীরাম গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায় ধৈর্য্যে হিমাচলের ন্যায়, বলবীর্য্যে বিষ্ণুর ন্যায়, সৌন্দর্য্যে চন্দ্রের ন্যায়, ক্রোধে কালাগ্নির ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায়। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা দেখিলে বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্মই মূর্ত্তিমান্ হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই মহাত্মা রাম রাজা দশরথের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণ-জ্যেষ্ঠ পুত্র। মহীপাল দশরথ আপনার বার্দ্ধক্যদশা সন্দর্শন করিয়া সেই সর্ব্বগুণাকর অমোঘপরাক্রম ও প্রজারঞ্জন আত্মজ রামকে প্রীত মনে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী

হইয়া নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী আহরণার্থ অভিপ্রায় করিয়াছিলেন।

অনন্তর তাঁহার ভার্য্যা কৈকেয়ী রামের অভিষেকার্থ সমস্ত দ্রব্যজাত আহৃত হইতেছে দেখিয়া, পূর্ব্ব অঙ্গীকার অনুসারে তাঁহার নিকট রামের বনবাস ও আত্মজ ভরতের রাজ্যাভিষেক এই দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ পূর্ব্বে কৈকেয়ীর নিকট সত্য-পাশে বদ্ধ ছিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রার্থনানুসারে সেই সর্ব্বগুণাকর প্রিয় পুত্র রামকে বনবাসী করিলেন। মহাবীর রামও পিতৃসত্য-পালন ও কৈকেয়ীর হিত-সাধনের নিমিত্ত পিতার আদেশানুসারে মহারণ্যে প্রস্থান করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ রামের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে বন-গমনে প্রবৃত্ত দেখিয়া সৌভ্রাত্র-প্রদর্শনপূর্ব্বক স্নেহভরে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তখন একান্ত পতিপ্রাণা সাক্ষাৎ ভগবানের মোহিনী মূর্ত্তির ন্যায় মনোহারিণী রমণীকুলের শিরোমণি জনকনন্দিনী জানকীও, রোহিণী যেমন চন্দ্রের অনুগমন করেন, সেইরূপ তাঁহার অনু-সরণ করিলেন। তৎকালে পুরবাসিগণ ও রাজা দশ-রথ সকলেই শোকে একান্ত অধীর হইয়া কিয়দ্দূর রামের অনুগমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর, ধর্ম্মপরায়ণ রাম, নিষাদপতি প্রিয় সুহৃৎ গুহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জাহ্নবী-তীরস্থিত শৃঙ্গবের

পুরে সারথি সুমন্ত্রকে বিদায় করিলেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে বনান্তরে প্রবেশপূর্ব্বক অগাধসলিলা গভীরনদী সমুদায় পার হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং ভরদ্বাজের আদেশক্রমে তাঁহারা চিত্রকূট পর্ব্বতে প্রবেশপূর্ব্বক একটী সুরম্য পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেব ও গন্ধর্ব্বের ন্যায় স্বেচ্ছাবিহার করত তথায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, রাম বনগামী হইলে, রাজা দশরথ পুত্রশোকে একান্ত অধীর হইয়া তনয়ের প্রতি বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তাহার দেহান্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি আর্য্যগণ মহাবল ভরতকে রাজ্যভার-বহনে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু, ভ্রাতৃবৎসল ভরত কোন রূপে তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইলেন না; প্রত্যুত ভ্রাতার উদ্দেশে সেই মহারণ্যেই যাত্রা করিলেন এবং সেই বিনীতস্বভাব সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে ও কাতর বচনে তাঁহাকে কহিলেন, আর্য্য! সর্ব্বগুণাকর জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠ কখনই রাজ্যভারগ্রহণের যোগ্য নহে। ধর্ম্মতঃ ও শাস্ত্রতঃ আপনিই রাজা, আপনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পিতৃপরম্পরাগত রাজ্যভার গ্রহণ করুন। ভরত একান্ত দীন বচনে এইরূপ প্রার্থনা করিলে উদারস্বভাব রাম পিতার নিয়োগরক্ষার্থ তাহাতে সম্মত হইলেন না।

অনন্তর, রাম ভরতের নির্ব্বন্ধাতিশয় জানিয়া রাজ্যপালনার্থ আপনার পাদুকাযুগল ন্যাসস্বরূপ দান করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন ভরত আপনার প্রার্থনা সিদ্ধি বিষয়ে নিরাশ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বারংবার রামের চরণে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন; পরে, অতিকষ্টে অপেক্ষাকৃত শোক সংবরণপূর্ব্বক নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইয়া রামের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। এ দিকে, ভরত প্রতিনিবৃত্ত হইলে সত্যপ্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় রামও পুরবাসিগণের পুনরাগমন আশঙ্কা করিয়া তথা হইতে সাবধানে দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, রাজীবলোচন রাম, সেই মহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তত্রত্য বিরাধ-নামক রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্য-ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় তিনি অগস্ত্য-মুনির উপদেশে ইন্দ্র-শরাসন, অক্ষয় শর, তূণীর ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন।

রাম যৎকালে বানপ্রস্থদিগের সহিত ঐ বনে অবস্থান করেন, সেই সময়ে তত্রত্য ঋষিগণ তপোবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগের বিনাশার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাম, দণ্ডকারণ্যবাসী অগ্নিকল্প সেই সকল ঋষিগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া রণক্ষেত্রে রাক্ষসকুল সমূলে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

অনন্তর, একদা তিনি জনস্থান-নিবাসিনী মায়াবিনী শূর্পণখা রাক্ষসীর নাসিকা কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। তৎপরে সেই শূর্পণখার উত্তেজনায় তত্রত্য রাক্ষসেরা সংগ্রামার্থ সজ্জীভূত হইলে, রাম একাকী ত্রিশিরা, খর ও দূষণকে অনুচরবর্গের সহিত সেই সংগ্রামে বিনাশ করিলেন। অনন্তর ক্রমে জনস্থাননিবাসী চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস তাঁহার শত্রুসংহারক হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর, রাক্ষসরাজ রাবণ শূর্পণখামুখে এই সমস্ত জ্ঞাতিবধ-বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া মারীচনামক রাক্ষসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। মারীচ তাহাকে এইরূপ বিষম সাহসের কার্য্যে উদ্যুক্ত দেখিয়া বার বার নিবারণ করিয়া কহিল, রাবণ! রাম অতি বলবান্, তাঁহার সহিত বিরোধ করা কোন রূপেই সঙ্গত নহে। কিন্তু রাবণ, কাল-প্রেরিত হইয়া হিতবাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার সহিত রামের আশ্রমে গমন করিল এবং সেই মায়াবী মারীচের মায়ায় রাম ও লক্ষ্মণকে বিমোহিত ও সুদূরে অপসারিত করিয়া জনক-নন্দিনী জানকীরে হরণ ও পথিমধ্যে গৃধ্ররাজ জটায়ুর প্রাণ সংহার করিয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল।

এদিকে রাম, প্রাণাধিকা সীতারে অপহৃত ও পক্ষিরাজ জটায়ুকে নিহত দেখিয়া শোকাকুলিত চিত্তে ও বিষণ্ণ বদনে নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, জটায়ুর অগ্নিসংস্কার করিয়া শোক-

সন্তপ্ত হৃদয়ে ও গলদশ্রু লোচনে বনে বনে সীতার অন্বেষণ করিতেছেন, এমত সময়ে, ঘোরদর্শন বিকটাকার কবন্ধ নামক এক রাক্ষস তাঁহার নেত্রগোচর হইল। তৎপরে মহাবাহু রাম সেই কবন্ধের প্রাণ সংহার করিয়া, চিতানলে তাহার মৃতদেহ দগ্ধ করিলে, সে তৎক্ষণাৎ দিব্য গন্ধর্ব্বরূপ লাভ করিয়া স্বর্গারোহণ করিল এবং স্বর্গারোহণসময়ে রামকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাম! এক্ষণে আপনি ধর্ম্মশীলা তাপসী শবরী-সন্নিধানে গমন করুন। রাম তাহার বাক্যানুসারে সেই শবরী সমীপে গমন করিলেন এবং তথায় শবরী কর্ত্তৃক বিবিধ উপচারে অর্চ্চিত হইয়া পরিশেষে পম্পাতীরে মহাবীর হনুমানের সহিত মিলিত হইলেন।

অনন্তর রাম, হনুমানের বাক্যে সুগ্রীব-সন্নিধানে সমাগত হইয়া তাহার নিটক আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত, বিশেষতঃ সীতার দুরবস্থার কথা সবিশেষ করিয়া কহিলেন। তখন সুগ্রীব রামের মুখে এই সকল দুঃখের কথা শুনিয়া অগ্নি-সমক্ষে তাঁহার সহিত সখ্যভাব করিলেন। পরে রাম, কপিরাজ বালীর সহিত তাহার বৈরভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সুগ্রীব বিষন্ন বদনে বান্ধবের নিকট সমস্ত বলিতে লাগিলেন। রাম সুহৃদের দুর্গতি দেখিয়া "আমি অবশ্যই বালীর প্রাণ সংহার করিব" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। পরে সুগ্রীব রামের নিকট বালীর বলবিক্রমের পরিচয় প্রদান করিয়া,

"রাম বলবীর্য্যে বালীর তুল্য হইবেন কি না" এই শঙ্কায় নিতান্ত সন্দিহান হইলেন এবং বালীর বলবীর্য্যে রামের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত বলিলেন, রাম! ঐ দেখ, তাঁহার বিক্রমের প্রমাণস্বরূপ পর্ব্বত-সন্নিভ দৈত্য দুন্দুভির শরীর পতিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে বানর-রাজ বালী এই ভীষণ দৈত্যকে বিনাশ করিয়া তাহার দেহটা এতদূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন মহাবাহু রাম, সেই দৈত্য দুন্দুভির অস্থি দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দশযোজন অন্তরে তৎ-সমুদায় ফেলিয়াদিলেন, এবং একমাত্র শরে সপ্ততাল, পর্ব্বত ও রসাতল ভেদ করিয়া সুগ্রীবের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিলেন। অনন্তর কপিবর সুগ্রীব রামের এইরূপ অপরূপ কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বস্ত মনে ও পরমানন্দে তাঁহার সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিলেন।

সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া ঘোরতর সিংহ-নাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপর মহাবল বালী সেই ভীষণ সিংহনাদ শুনিয়া সংগ্রামার্থ নির্গত ও সুগ্রী-বের নিকট সমাগত হইলে, রাম সুগ্রীবের আগ্রহে এক-মাত্র শরে সমরে বালীর প্রাণ সংহার ও সুগ্রীবকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

অনন্তর, কপিরাজ সুগ্রীব সমস্ত বানরগণকে আহ্বান করিয়া সীতার অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে পাঠাইয়া দিলেন।

তন্মধ্যে মহাবীর হনুমান্ পক্ষিরাজ সম্পাতির বাক্যে শতযোজন-বিস্তৃত লবণসমুদ্র পার হইয়া রাবণ-পালিত-লঙ্কাপুরী প্রবেশপূর্ব্বক অশোকবনে ধ্যানপরায়ণা একান্তপতিপ্রাণা জানকীরে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার নিকট শ্রীরামের সুগ্রীব-সহ সখ্যভাবাদি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন ও বিশ্বাসার্থ অভিজ্ঞান-স্বরূপ অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করিলেন। পরিশেষে তিনি নানাপ্রকার সন্তোষ-বাক্যে সীতারে আশ্বাসিত করিয়া ঐ বনের তোরণ ও বন একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

পবননন্দন সেই লঙ্কাপুরে পিঙ্গলনেত্র প্রভৃতি পাঁচ জন সেনাপতি, জম্বুমাল্যপ্রভৃতি সাত জন মন্ত্রি-তনয় এবং মহাবীর রাবণ-কুমার অক্ষের প্রাণসংহার করিয়া পরে ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি লোকপিতামহ ব্রহ্মার বরে সেই অস্ত্র হইতে আপনাকে অনায়াসে মুক্ত করিবেন জানিয়া যে সকল রাক্ষস তাঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্রে সংযত করিয়া লইয়া যাইতেছিল, রাবণকে নেত্রগোচর করিবার অভিলাষে তাহাদিগের প্রতি তৎকালে কোন হিংসাচরণ করেন নাই। পরে সেই মহাবীর হনুমান অশোকবন ব্যতীত সমস্ত লঙ্কা-পুরী দগ্ধ করিয়া পরম আহ্লাদে পুনরায় রামের নিকট প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সেই অসামান্য-বলবুদ্ধি-সম্পন্ন মহাবীর মারুতনন্দন রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে

সপ্ত বার প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, প্রভো। আমি যথার্থই জানকীরে দেখিয়া আসিলাম। তখন রাম হনুমানের মুখে সীতার উদ্দেশ পাইয়া প্রীতমনে সুগ্রী-বের সহিত সমুদ্রতীরে গমনপূর্ব্বক রবি-কিরণের ন্যায় খরতর শত শত শরজালে সমুদ্রকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। সমুদ্র রামশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আপনার বন্ধনে অনুমতি করিলেন। তখন রাম সমুদ্রের বাক্যানু-সারে নলের সহায়তায় সেতু বাঁধিয়া লইলেন এবং সেই সেতু দ্বারা লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিয়া সংগ্রামস্থলে রাক্ষস-রাজ রাবণের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে তদীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার এইরূপ সুমহৎ কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময় সহকারে তাঁহাকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রাম, রাবণের প্রাণসংহার করিয়া সীতার উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু অনেক দিন রাক্ষস গৃহে অবস্থান-নিবন্ধন লোকাপবাদভয়ে অতিশয় ভীত ও লজ্জিত হইয়া তৎকালে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না, প্রত্যুত সর্ব্ব-সমক্ষে তাঁহার প্রতি অতিশয় কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন একান্তপতিপ্রাণা জানকী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইলে, অগ্নি সচকিত হইয়া রামকে কহিলেন,

রাম। জানকী একান্তপতিপ্রাণা ও শুদ্ধচারিণী; আপনি নিঃসংশয় চিত্তে ইহাঁকে গ্রহণ করুন। রাম সেই অগ্নির বাক্যে সীতারে সাধ্বী ও নিষ্পাপা বোধ করিয়া প্রীত মনে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রামের এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ সকলেই তাঁহার প্রতি ভূরি ভূরি ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। ত্রিলোকের যাবদীয় লোক তখন আহ্লাদে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। রাম এইরূপে রাবণের প্রাণ সংহার করিয়া সীতার উদ্ধার ও বিভীষণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কৃতকার্য্য ও বিগতজ্বর হইয়াছিলেন।

অনন্তর, রঘুবীর রাম অমরগণের বরে সমর-শায়ী শাখামৃগ সকলকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া পুষ্পক রথে আরোহণ করত সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া প্রথমে হনুমানকে ভরতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন; পরে, সুগ্রীবপ্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমুদায় আন্দোলন করিতে করিতে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে রাম তথায় ভ্রাতৃগণের সহিত জটাভার পরিহার করিয়া সীতার অনুরূপ রূপ ধারণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

হে তপোধন! অযোধ্যাধিপতি রাম পিতার ন্যায় প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিতেছেন। ইহাঁর রাজ্যে

প্রজাগণ সকলেই হৃষ্টপুষ্ট আধি-ব্যাধি-বিবৰ্জ্জিত ও সুধার্ম্মিক হইবে। দুর্ভিক্ষভয় একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে। পিতাকে পুত্রের মরণ দেখিয়া কখন শোক করিতে হইবে না। নারী সকলে সধবা ও পতিব্রতা থাকিবে। এই রাজ্যে অগ্নিভয়, কি বায়ুভয়, কি চৌর-ভয়, সমস্তই তিরোহিত হইয়া যাইবে। কেহ জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইবে না। ক্ষুধা বা তৃষ্ণায় কেহই ব্যথিত হইবে না। নগর ও রাষ্ট্র সকল ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইবে। প্রজাগণ সত্যযুগের ন্যায় সর্ব্বদা সুখসন্তোষে দিনযামিনী যাপন করিবে। সেই রঘুবীর রাম, ভূরিদক্ষিণ শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কবিয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে বিধানানুসারে অযুত কোটি ধেনু এবং প্রভূত ধন দানপূর্ব্বক বহুসংখ্য রাজবংশ সংস্থাপন করিবেন। তিনি ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিয়া রাখিবেন। এইরূপে রাম একাদশ-সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া পরিশেষে ব্রহ্ম-লোকে গমন করিবেন।

যিনি একান্ত মনে এই বেদতুল্য পরমপবিত্র শ্রীরা-মের চরিত্রকথা পাঠ করিবেন, তিনি ইহলোকে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুত্র পৌত্র ও অনুচর বর্গের সহিত সুখসন্তোষে সময়াতিবাহিত করিবেন; পরি-ণামে সুরলোকে অবস্থানপূর্ব্বক অমরগণ কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া সুখী হইবেন। অবিচলিত ভক্তিসহকারে এই পুণ্য-

জনক উপাখ্যান পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের বাক্‌পটুতা, ক্ষত্রিয়ের রাজ্য, বণিকের বাণিজ্যে অর্থ ও শূদ্রের মহত্ত্ব লাভ হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাক্যবিশারদ বাল্মীকি নারদের মুখে রামচরিত শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে যথোচিত উপচারে তাঁহাকে পূজা করিলেন। নারদ বাল্মীকি কর্ত্তৃক যথাবিধানে অর্চ্চিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন।

অনন্তর, নারদ প্রস্থান করিলে, বাল্মীকি কিয়ৎকাল আশ্রমে অবস্থান করিয়া পরে স্নানার্থ ভাগীরথীর অদূরে স্বচ্ছসলিলা তমসা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় সমাগত হইয়া তমসার অবতরণ প্রদেশ কর্দ্দমশূন্য দেখিয়া পার্শ্বস্থিত শিষ্য ভরদ্বাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! দেখ, এই নদীর অবতরণ স্থান কেমন রমণীয় ও কর্দ্দমশূন্য। সচ্চরিত্র মনুষ্যের চিত্তের ন্যায় ইহার জল কেমন নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। এক্ষণে তুমি কলস রাখিয়া আমাকে বল্কল দাও, আমি এই নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিব। গুরু-সেবানুরাগী শিষ্য ভরদ্বাজ গুরুকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া

অবিলম্বে তাঁহাকে বল্কল প্রদান করিলেন। বাল্মীকিও শিষ্যহস্ত হইতে বল্কল লইয়া সেই তমসার তীরবর্ত্তী বিপিনের শোভা সন্দর্শন করত ইতস্ততো বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সেই কাননের সমীপে এক ক্রৌঞ্চমিথুন মনোহর স্বরে সুস্থ শরীরে গান করত বিহার করিতেছিল। ইত্যবসরে অকারণবৈরী পাপমতি এক নিষাদপতি আসিয়া সহসা তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চের প্রাণ বিনাশ করিল। তখন ক্রৌঞ্চী তাহাকে নিহত ও শোণিতাক্ত শরীরে ভূতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া "হায়! এই কামোন্মত্ত ও আয়ত পক্ষ প্রিয়সহচর ক্রৌঞ্চ বিরহে আমাকে এখন চির-বিরহিণী হইতে হইবে!" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। সহসা বাষ্পবারি আসিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলিল। লোচনযুগল হইতে দরদরিত বারিধারা পড়িতে লাগিল। বাল্মীকি চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সহসা সম্ভোগ-নিরত সেই বিহঙ্গমকে নিষাদ কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া একান্ত বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ক্রৌঞ্চীর করুণ স্বরে তদীয় অন্তরের করুণরস যেন একবারে উথলিয়াই উঠিল। তিনি, এই কার্য্য নিতান্ত অধর্ম্মজনক বিবেচনা করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে নিষাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, রে পাপাত্মন্ নিষাদ! তুই যে অকারণে ক্রৌঞ্চমিথুন হইতে কামমোহিত এই

ক্রৌঞ্চের প্রাণ সংহার করিয়াছিস, এজন্য চিরকাল কেথায়ও প্রশংসা পাইবি না।* মহর্ষি নিষাদকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া আমি এই শকুনির শোকে আকুল হইয়া কি কহিলাম, মনে মনে এই বিষয়ের আন্দোলন কবিতে লাগিলেন। তিনি কিছুকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে শিষ্য ভরদ্বাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! দেখ, আমার এই বাক্য চারি চরণে নিবদ্ধ, সমাক্ষরে গ্রথিত ও তন্ত্রীলয়ে গান করিবাব উপযুক্ত হইয়াছে। অতএব ইহা যখন শোক-প্রভাবে আমার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়াছে, তখন ইহা নিঃসংশয়ে শ্লোক রূপেই প্রথিত হউক। তখন ভরদ্বাজ গুরুদেবের এইরূপ বাক্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হৃদয়ে তাহাতে অনুমোদন করিলেন এবং বাল্মীকিও তাঁহার প্রতি যথোচিত প্রীতি প্রকাশ করলেন।

অনন্তর, বাল্মীকি সে ই তমসা-সলিলে বিধিপূর্ব্বক অবগাহন করিয়া ঐ শ্লোকোৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তদীয় শিষ্য ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলস পৃষ্ঠে লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

---

*শোকসন্তপ্ত বাল্মীকির মুখ হইতে হঠাৎ "মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥" এই কবিতাটী নির্গত হইয়াছিল। পরে, শোক-প্রভাবে কথিত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম শ্লোক হইল।

অনন্তর সেই মহর্ষি শিষ্য-সমভিব্যাহারে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক নানা কথার উত্থাপন করত এক এক বার সেই শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে অন্তর্যামী ব্রহ্মা তাঁহার দর্শনার্থ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। বাল্মীকি তাঁহাকে দেখিবামাত্র সহসা গাত্রোত্থান করত বিস্মিত চিত্তে ও বিনীত ভাবে নিস্তব্ধ হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে তিনি পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন ও বন্দন প্রভৃতি বিবিধ উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। ভগবান্ লোকপিতামহ মহর্ষিকে অনাময়-প্রশ্নপূর্ব্বক স্বয়ং পবিত্র আসনে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহাকেও আসনপরিগ্রহে আদেশ করিলেন। বাল্মীকি ব্রহ্মার আদেশানুসারে আসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই ক্রৌঞ্চ-বধ-সংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! পাপাত্মা নিষাদপতি সেই চারুনিস্বন বিহঙ্গমের প্রাণ সংহার করিয়া কি কুকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছে! কি সর্ব্বনাশের ব্যাপারই বিধান করিয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি পুনরায় সেই শকুনির শোকে একান্ত অধীর হইয়া মনে মনে সেই শ্লোকটীই বারংবার পাঠ করিতে লাগিলেন।

তখন অন্তর্যামী ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া সহাস্য আস্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তপোধন! তোমার মুখ হইতে যাহা

নির্গত হইয়াছে, উহা শ্লোক বলিয়াই প্রথিত হইবে, সন্দেহ নাই। মুনিবর! আমার সঙ্কল্প-প্রভাবেই তোমার কণ্ঠ হইতে ঐ বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি, নারদের মুখে যাহা শুনিয়াছ, তদনুসারে সেই ধর্ম্মশীল লোকাভিরাম শ্রীরামের তথা লক্ষ্মণ, জানকী ও রাক্ষসদিগের বিদিত বা অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া বর্ণন কর। নারদ যাহা বলেন নাই, কার্য্যকালে তাহাও তোমার স্ফূর্ত্তি পাইবে, আর এই কাব্যের কোন অংশই নিরর্থক হইবে না, আমার বাক্যে ইহার সর্ব্বাঙ্গই মনোহর হইবে। অতএব তুমি অবহিত চিত্তে এই রমণীয় রামচরিত শ্লোক-নিবদ্ধ করিয়া রচনা কর। ধরাতলে যাবৎ কাল গিরি নদী সমুদায় অবস্থিত রহিবে, তাবৎ ত্বৎকৃত এই রামচরিত প্রচারিত থাকিবে এবং তত দিন তোমার কীর্ত্তি অধঃ ও ঊর্দ্ধ লোকে স্থায়ী হইবে। ব্রহ্মা বাল্মীকির প্রতি এইরূপ উপদেশ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর, বাল্মীকি শিষ্যগণের সহিত এই ব্যাপার দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ সকলেই বারংবার ঐ শ্লোকটী গান করিয়া বিস্মিত চিত্তে ও প্রীত মনে পরস্পর বলিতে লাগিলেন, গুরুদেব, সমাক্ষর ও পাদ-চতুষ্টয়-সম্পন্ন যে পদাবলী গান করিয়াছিলেন, শোকপ্রভাবে উচ্চারিত হওয়ায় তাহা শ্লোক বলিয়াই প্রথিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই মহাত্মা

শ্লোক-নিবদ্ধ করিয়া সমগ্র রামচরিত রচনা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

উদারদর্শন মহর্ষি বাল্মীকি গভীরার্থযুক্ত মনোহর অসংখ্য শ্লোক দ্বারা দশরথতনয় শ্রীরামের রমণীয় চরিত রচনা করিয়াছেন। শ্রোতৃগণ! তোমরা এক্ষণে সমাস-ভূয়িষ্ঠ, সন্ধি-যুক্ত, প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগ-সম্পন্ন, দোষ-রহিত প্রসাদ-গুণোপেত ও সুমধুর-শ্লোক-সমূহে সঙ্ক-লিত বাল্মীকি-প্রণীত রামচরিত এবং রাবণবধ শ্রবণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহর্ষি বাল্মীকি, দেবর্ষি নারদের নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ত্রিবর্গের সাধক ও হিতজনক সমগ্র রামচরিত শ্রবণ করিয়া পুনরায় সেই শ্রীরামের রমণীয় ইতিবৃত্ত প্রকৃতরূপ অবগত হইবার অভিলাষী হইলেন। তিনি পূর্ব্বাভিমুখে কুশাসনে উপবেশন করিয়া বিধানানুসারে আচমনপূর্ব্বক অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সমাধিবলে সেই সমুদায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, দশরথ, কৌশল্যাদি তথা অমাত্যগণ এবং ইহাঁদিগের ক্রিয়াকলাপ, হাস্য, পরিহাস ও কথা বার্ত্তা সমস্তই যেন যোগবলে তাঁহার প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। সত্যসন্ধ

রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে বনে বিচরণ করত যে সকল দুর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা এবং তাঁহাদের অন্যান্য বৃত্তান্ত সমুদায় তিনি করস্থিত আমলক ফলের ন্যায় দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর, মহামুনি সেই মহর্ষি লোকাভিরাম রামের সমস্ত ইতিবৃত্ত সমাধিবলে সন্দর্শন করিয়া ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ-সাধক সমুদ্রের ন্যায় বহু রত্নের আকর সুললিত রামচরিত রচনা করিতে লাগিলেন। এই গ্রন্থে শ্রীরামের জন্ম, তাঁহার অলৌকিক বল, ক্ষমা, লোকানুরাগিতা, সত্যশীলতা, প্রিয়তা, সৌম্যতা এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমনকালে সভামধ্যে তথা গমনকালে পথিমধ্যে পরস্পরের যে সকল অত্যাশ্চর্য্য কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুদায় বর্ণিত হইয়াছে। তৎপর ধনুর্ভঙ্গ, জানকী ও ঊর্ম্মিলা প্রভৃতির বিবাহ, পরশুরাম ও রামের বিবাদ, রামচন্দ্রের গুণ-ব্যাখ্যা ও রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়ীর দুষ্ট ভাব, তৎকৃত রাজ্যাভিষেক-ব্যাঘাত, রামের বনবাস, রাজা দশরথের শোক, বিলাপ ও পরলোকপ্রাপ্তি, প্রজাগণের বিষাদ ও অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, নিষাদপতি গুহের সংবাদ, সুমন্ত্রের প্রত্যাগমন, গঙ্গা-সন্তরণ, ভরদ্বাজ-দর্শন ও তাঁহার অনুমতিক্রমে রামের চিত্রকুট পর্ব্বতে গমন ও তথায় পর্ণশালা নির্ম্মাণ এবং অবস্থান, ভরতের আগমন এবং তৎকৃত রামের প্রসাদন, রামের পিতৃতর্পণ, পাদুকার অভিষেক,

ভরতের নন্দিগ্রামে বাস, রামের দণ্ডকারণ্যে গমন, বিরাধ-বধ, শরভঙ্গ-দর্শন, সুতীক্ষ্ণ-সমাগম, অনসূয়ার সহিত সীতার একত্র অবস্থান, সীতার অঙ্গে অঙ্গরাগ-প্রদান, শ্রীরামের অগস্ত্য-দর্শন ও ধনুর্গ্রহণ, শূর্পণখা-সংবাদ ও তাহার বিরূপ-করণ, খর ও ত্রিশিরারবধ, রাবণের সীতা-হরণে উদ্‌যোগ, মারীচ-বধ, সীতা-হরণ, রামচন্দ্রের বিলাপ, জটায়ু-বধ, রামের কবন্ধ-দর্শন, পম্পা-দর্শন, শবরী-দর্শন, ফল-মূল-ভক্ষণ, পম্পাতীরে বিলাপ, হনুমান্-দর্শন, ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে গমন, সুগ্রীব-সমাগম, তাহার প্রত্যয়োৎপাদন, তাহার সহিত মিত্রতা, বালী ও সুগ্রীবের সংগ্রাম, বালীর বধ, সুগ্রীবের রাজ্যে অভিষেক, তারা-বিলাপ, রাম ও সুগ্রীবের সঙ্কেত, বর্ষানিশায় আবাস-গ্রহণ, রামচন্দ্রের কোপ, বানরগণের মেলন, দূত-প্রেরণ, বানরগণের প্রতি সুগ্রীবের পৃথিবী-সংস্থান-কথন, রামের অঙ্গুরীয়-দান, জাম্বুবানের গহ্বর-দর্শন, বানরগণের প্রায়োপবেশন, হনুমানের সম্পাতি-দর্শন, পর্ব্বতারোহণ, সমুদ্র-লঙ্ঘন, সমুদ্রবাক্যে মৈনাক-পর্ব্বত-দর্শন, রাক্ষসী-তর্জন, ছায়াগ্রাহ রাক্ষসের দর্শন, সিংহিকা-নিধন, লঙ্কাপুরী-দর্শন, রাত্রিযোগে লঙ্কাপুরী-প্রবেশ, অসহায় অবস্থায় কর্ত্তব্যাবধারণ, আপান-ভূমি-গমন, অন্তঃপুর-দর্শন, রাবণ-দর্শন, পুষ্পক-নিরীক্ষণ অশোকবনে গমন, সীতা-সন্দর্শন, সীতার বাক্য, রাক্ষসী-তর্জন, ত্রিজটার স্বপ্ন-দর্শন, সীতার মণি-প্রদান, বৃক্ষভঙ্গ,

রাক্ষসী-বিদ্রাবণ, কিঙ্করদিগের প্রাণ-সংহার, হনুমানের বন্ধন, লঙ্কাদাহকালে তাহার গর্জন, পুনবায় সাগর-লঙ্ঘন, মধুহরণ, রামচন্দ্রকে আশ্বাস-প্রদান, সীতা-দত্ত-মণিদান, সাগর-তীরে সমাগম, সমুদ্রে সেতু-বন্ধন, সাগরোত্তরণ, রাত্রিকালে লঙ্কাবরোধ, বিভীষণের সহিত মেলন, বধের উপায়-নিবেদন, কুম্ভকর্ণ-নিধন, মেঘনাদ-বধ, রাবণের প্রাণ-সংহার, সীতার উদ্ধাব, বিভীষণের রাজ্য-প্রাপ্তি, পুষ্পক-সন্দর্শন, অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, ভরদ্বাজ-সমাগম, হনুমানকে নন্দিগ্রামে প্রেরণ, ভরতের সমাগম, রামের রাজাভিষেক, সৈন্য-গণের বিদায়, রামের প্রজা-রঞ্জন, সীতা-পরিত্যাগ, এবং রামের অন্যান্য অপ্রচারিত বিষয়, সমুদায় মহাকবি বাল্মীকি আপনার প্রণীত-কাব্য-মধ্যে বর্ণন করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

রঘুকুল-তিলক রাম রাজা হইলে মহাকবি বাল্মীকি বিচিত্র-পদ-বিন্যাসসংযুক্ত ও গভীরার্থ সম্পন্ন রামচরিত-সংক্রান্ত এক মহাকাব্য রচনা করেন। তিনি সেই কাব্যে চতুর্ব্বিংশতি-সহস্র শ্লোক রচনা করিয়া পাঁচশত অধ্যায় ছয়কাণ্ড এবং উত্তর কাণ্ডে উহা বিভক্ত করিয়াছেন। এই উত্তর কাণ্ডে সীতা-পরিত্যাগ আরম্ভ করিয়া তাঁহার

ভূগর্ভপ্রবেশ পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে। মহর্ষি, ব্রহ্মার আদেশানুসারে এই সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করিয়া ইহার প্রচারবিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মুনিবেশধারী ধর্ম্মশীল সুকুমার রাজকুমার কুশ ও লব আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এই দুই ভ্রাতা গন্ধর্ব্বের ন্যায় পরম সুন্দর ও মধুর-কণ্ঠ-স্বর-সম্পন্ন ছিলেন। ইহাঁরা সঙ্গীতবিদ্যা, নাট্যবিদ্যা, স্থান ও মূর্চ্ছনা, সমুদায় সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগকে দেখিলে বিম্ব হইতে উত্থিত প্রতিবিম্বের ন্যায়, দীপ হইতে জাত দীপান্তরের ন্যায়, রূপে রামরূপেরই অনুরূপ বোধ হইত। ফলতঃ ইহাঁদিগের রূপ রামরূপ হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন ছিল না। ব্রতপরায়ণ মহর্ষি, মেধাবী ও সুস্বর-সম্পন্ন এই কুশ ও লবকে বেদাধ্যয়নতৎপর ও কাব্যার্থবোধে সমর্থ দেখিয়া বেদার্থগ্রহণ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্রণীত সীতা-চরিত-সংক্রান্ত রাবণবধ-নামক রামায়ণ কাব্য সমগ্র অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। সেই সুলক্ষণ-সম্পন্ন দুই রাজকুমারও, দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত এই ত্রিবিধ-প্রমাণ-সম্মত, শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, বীভৎস প্রভৃতি রস-বহুল, তাললয়-বিশুদ্ধ, শ্রুতিসুখকর, মহাকাব্য রামায়ণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অনতিদীর্ঘ-কাল-মধ্যে সেই সুললিত পরমোৎকৃষ্ট উপাখ্যান কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ ঋষি ও অপরাপর সাধু সন্নিধানে সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে

শিক্ষানুরূপ ষড্‌জাদি সপ্তস্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক দিন ঋষিগণ সভামধ্যে সমাগত হইয়া ধর্ম্ম কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এই অবসরে কুশ ও লব সেই সভায় আসিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে এই মহাকাব্য গান করিতে লাগিলেন। তখন, বিশুদ্ধচিত্ত ধর্ম্মবৎসল ঋষিগণ তাঁহাদিগের সঙ্গীত শ্রবণে সকলেই পরম আহ্লাদিত হইয়া বিস্মিত চিত্তে ও বাষ্পাকুল লোচনে তাঁহাদিগকে বারংবার সাধুবাদপ্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ সেই প্রশংসনীয় গায়ক কুশ ও লবের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন. অহো! গীতের কি মাধুর্য্য, শ্লোকগুলিই বা কেমন মনোহারী হইয়াছে! বহু কাল হইল, রামের সেই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি যেন আজি তৎসমুদায় প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি।

অনন্তর ঋষিগণ সকলেই এইরূপ প্রশংসা করিলে, কুশ ও লব পুনরায় সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে ঋষিদিগের চিত্ত আর্দ্র করত তাললয় বিশুদ্ধ করিয়া ষড্‌জাদি সপ্তস্বরে ও সুললিত ললিতরাগে নানাবিধ গান করিতে লাগিলেন। তখন ঋষিগণের মধ্যে কেহ কেহ সেই সঙ্গীত-রসে উন্মত্ত হইয়াই যেন সহসা উত্থিত হইয়া কুশ ও লবকে এক একটী কলস প্রদান করিলেন। কেহ বা প্রসন্ন হইয়া বল্কল দিলেন। কোন

এক ঋষি কৃষ্ণাজিন দান করিলেন। অপর কেহ বা যজ্ঞসূত্র প্রদান করিলেন। কেহ কমণ্ডলু, কেহ মুঞ্জা-নির্ম্মিত তন্তু, কেহ বা আসন প্রদান করিলেন। কেহ বা পরম আহ্লাদিত হইয়া কৌপীন দান করিলেন। কোন এক ঋষি সন্তুষ্ট হইয়া একখানি কুঠার দান করিলেন। কেহ বা কাষায় বস্ত্র, কেহ বা চীর বস্ত্র দিলেন। কেহ বা প্রীত হইয়া জটাবন্ধন-রজ্জু, কেহ বা আহ্লাদিত হইয়া কাষ্ঠ-বন্ধন-রজ্জু, দিলেন। কোন এক মুনি যজ্ঞভাণ্ড, কেহ কাষ্ঠ-ভার এবং কেহ কেহ বা ঔদুম্বর-নির্ম্মিত এক একখানি আসন দিলেন। কোন কোন মহর্ষি স্বস্তি ও কেহ কেহ বা "দীর্ঘজীবী হও" বলিয়া হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক প্রীত মনে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

সেই সত্যবাদী সমদর্শী ঋষিগণ, কুশ ও লবকে এইরূপ প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, মহর্ষি বাল্মীকি যে এই উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন ইহা অতি চমৎকার হইয়াছে। ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য সকল অংশই নির্দ্দোষ ও পরিশুদ্ধ হইয়াছে এবং প্রবন্ধরচনা-বিষয়ে উহাই কবিদিগের একমাত্র অবলম্বন হইবে। হে সঙ্গীত-কুশল কুশলব! তোমরা পুষ্টিকর ও আয়ুষ্কর এই মনোহর উপাখ্যান উত্তম গান করিয়াছ।

এইরূপে কুশ ও লব দুই ভ্রাতা সুললিত সঙ্গীত দ্বারা সর্ব্বত্র সকলের মনোহরণ ও ভূরি ভূরি প্রশংসা লাভ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা অযোধ্যার রাজপথে

ষড়্‌জাদি সপ্তস্বরে তাললয়-বিশুদ্ধ করিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছেন; এই অবসরে রাজা রামচন্দ্র যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আসিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। রাম অলৌকিক-রূপ-সম্পন্ন সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের অসামান্য গীত-নৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে স্বভবনে আনয়ন-পূর্ব্বক সমুচিত সম্ভাষণ করিলেন। পরে, তিনি সুবর্ণময় দিব্য সিংহাসনে আসীন হইলে, লক্ষ্মণপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও অমাত্যবর্গ সকলেই তাঁহার সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন রাম সেই বিনীত-স্বভাব সুলক্ষণ-সম্পন্ন কুমারদ্বয়কে দেখিয়া লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা এই দেব-প্রভাব উভয় ভ্রাতার নিকট বিচিত্র-পদ ও গভীরার্থ-সম্পন্ন উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ কর। তিনি ভ্রাতৃগণকে এইরূপ বলিয়া পরে, সেই গায়কদ্বয়কে গান আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন। তখন সঙ্গীত-কুশল কুশ ও লব উভয়ে রামের আদেশ পাইবামাত্র শ্রোতৃ-গণের কলেবর পুলকিত ও হৃদয় আহ্লাদিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বীণার ন্যায় মধুর রবে ও সুস্পষ্টভাবে নানা-রাগ-রাগিণী-সংযুক্ত গান করিতে লাগিলেন। তখন সেই মনোহর সঙ্গীত শুনিয়া সভাগত সকলেই নিমেষ-শূন্য লোচনে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন,। রাম এই সঙ্গীত শুনিয়া পুনরায় ভ্রাতৃগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! দেখ, এই কুশ ও

লব পরম তপস্বী ও মুনিবেশ-ধারী হইলেও ইহাদিগের শরীর সমস্ত রাজ-চিহ্নে বিভূষিত। এই কুমারদ্বয় গায়ক এবং গানের বিষয়ও অতি মধুর, বিশেষতঃ আমারই যশস্কর; অতএব তোমরা অবহিত চিত্তে উহা শ্রবণ কর। রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে এই কথা বলিয়া কুশ ও লবকে পুনরায় সঙ্গীত আরম্ভ করিতে অনুমতি করিলেন। কুশ ও লব রাজার আজ্ঞালাভ করিয়া সংস্কৃতাশ্রিত গান গাইতে লাগিলেন। রামও সেই স্বর্ণময় সিংহাসনে আসীন হইয়া আপনার চরিত্র চিরস্থায়ী হইবার বাসনায় একান্তমনে সেই গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈবস্বত মনু অবধি যে সকল জয়শীল রাজা সসাগরা এই বসুমতীকে অনন্য-সাধারণরূপে শাসন করিয়া আসিতেছেন। যাঁহাদিগের বংশে সগর নামে এক সুবিখ্যাত নরপতি জন্মগ্রহণ করেন, যে সগরের গমন-কালে ষষ্টিসহস্র পুত্র তাঁহার-অনুগমন করিতেন এবং যিনি সাগর খনন করিয়া চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, সেই ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মহিপালগণের বংশই এই রামায়ণ উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা এই ত্রিবর্গসাধক রমণীয়

উপাখ্যান আদ্যোপান্ত গান করিব। আপনারা অসূয়া-শূন্য হইয়া শ্রবণ করুন।

স্রোতস্বতী সরযূর তীরে অতিসমৃদ্ধিশালী কোশল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোক-বিখ্যাত অযোধ্যা উহার নগরী। মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। ঐ সুদৃশ্য নগরী দ্বাদশযোজন দীর্ঘ ও তিন-যোজন বিস্তীর্ণ। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহির্মার্গ সকল সর্ব্বদা সলিল-সিক্ত, সম্মার্জ্জিত ও কুসুম-সমাকীর্ণ হইয়া ইহার অপূর্ব্বশোভা সম্পাদন করিতেছে। এই নগরীর চতুর্দ্দিকে কপাট, তোরণ ও সুপ্রণালী-বদ্ধ পণ্য-ভূমি সমুদায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে শাণিত অস্ত্র শস্ত্র ও যন্ত্রপ্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। কোন স্থানে শিল্পকরেরা নিরন্তর শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। কোথাও বা সূতগণ ও মাগধগণ কৃতাঞ্জলিপুটে স্তুতি ও বংশাবলি পাঠ করি-তেছে। তত্রত্য উচ্চতর অট্টালিকার উপরি ধ্বজপতাকা সকল বায়ুভরে নিরন্তর বিকম্পিত হইতেছে। এই অট্টা-লিকাতে নর্ত্তকী মহিলাগণের নাট্যশালা নির্ম্মিত রহি-য়াছে। প্রাকার-রক্ষণার্থ শতঘ্নী-নামক লৌহ-নির্ম্মিত যন্ত্র স্থানে স্থানে উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে প্রাকার, দুর্গ ও জল-পরিখা দ্বারা বেষ্টিত থাকায় এই নগরী কি শত্রু কি মিত্র উভয়েরই দুরভিগম্য হইয়াছে। স্থানে স্থানে পুষ্পবাটিকা, সহকার-বন ও শালবন সুশোভিত হইয়া

রহিয়াছে। কোন স্থানে হস্তিগণ, অশ্বগণ ও গোগণ নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। কোথাও বা সামন্ত রাজা সকল স্ব স্ব করে কর লইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কোথাও বা নানাদেশীয় ব্যবসায়ী বণিকেরা আসিয়া আপণের শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও বা সুবর্ণ-খচিত প্রাসাদ সকল পর্ব্বতের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুন্দরী রমণীদিগের বিহারার্থ, স্থানে স্থানে সুরম্য গুপ্ত গৃহসকল সুসজ্জীভূত রহিয়াছে। বারবনিতারা নিরন্তর এই নগরীতে বিরাজ করিতেছে। তথাকার সুবর্ণ-খচিত প্রাসাদসকল অবিরল ও ভূমি সমতল। এই নগরী সুপ্রশস্ত ধান্য, তণ্ডুল ও নানাপ্রকার রত্নে নিরন্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে। দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোলব্ধ বিমানের ন্যায় মনুষ্যলোকে উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বসুখাস্পদ। সাধুগণ ও সৎপুরুষগণ নিরন্তর এই মহাপুরীতে অবস্থান করিতেছেন। এখানকার জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট। ঐ নগরীর স্থানে স্থানে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পণব সকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে। যাহারা সহায়হীন ও আত্মীয়-স্বজন-বিহীন এবং যাহারা বিরুদ্ধ যুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ পলায়ন করে, এইরূপ ব্যক্তি সকলকে, যে সমস্ত লঘুহস্ত বীর পুরুষেরা শরনিকরে বিদ্ধ করেন না এবং যাহারা শাণিত অস্ত্র শস্ত্রে বা মল্লযুদ্ধে বনচারী প্রমত্ত ভীষণ সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিয়া থাকেন, এই-

প্রকার সহস্র সহস্র মহারথগণে নিরন্তর এই মহানগরী পরিপূরিত রহিয়াছে এবং সত্য-পরায়ণ সাত্বিক ও ঋষির ন্যায় শুদ্ধ-স্বভাব বহুসংখ্য দ্বিজগণ ও মহর্ষিগণ সকলেই তথায় অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা সুখ সন্তোষে সময়াতিবাহিত করিতেছেন। রাজ্য-বিবর্দ্ধনকারী রাজা দশরথ, ত্রিদশনাথ ইন্দ্র যেপ্রকার সুরনগরী অমরাবতীকে শাসন করেন, সেইপ্রকার, সর্ব্বসুখাস্পদ আনন্দ-পরিপূর্ণ সেই অযোধ্যানগরীকে অনন্য-সাধারণ-রূপে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এই মহানগরী অযোধ্যায় মহাবল পরাক্রান্ত পরম-তেজস্বী ঋষির ন্যায় সমদর্শী ও যশস্বী রাজর্ষি দশরথ পিতৃ-পরম্পরাগত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রতাপশালী মনুর ন্যায় অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজাপালন করিতেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহিপালদিগের মধ্যে ত্রিলোক-বিখ্যাত সেই দানশীল দশরথ অতিরথ বলিয়া সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রাষ্ট্র ও দুর্গ প্রভৃতি চতুরঙ্গবল সংগ্রহ ছিল। তাঁহার শত্রুকুল কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় ও মিত্রকুল শুক্লপক্ষীয় সুধাংশুর ন্যায় দিন দিন হ্রাস ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। প্রভূত ধন ও ধান্যাদি সংগ্রহ

নিবন্ধন তিনি দেবরাজ ইন্দ্র ও কুবেরের অনুরূপ বলিয়া প্রথিত ছিলেন। নাগরিক ও জনপদবাসী প্রজারা সকলেই তদীয় সুশাসনে সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি পিতার ন্যায় যথোচিত ভক্তি প্রকাশ করিত। সেই সত্য-পরায়ণ সুধার্ম্মিক দশরথ একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন।

তাঁহার রাজ্যকালে ঐ নগরীর লোকসকল অলুব্ধ-স্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞ ও স্ব স্ব ধনে যথোচিত সন্তুষ্ট ছিল। ভ্রমেও কেহ অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিত না। ভ্রমেও কেহ সত্য-পথ অতিক্রম করিত না। সকলেই হৃষ্ট, পুষ্ট ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ছিল। সকলেই প্রচুর পরিমাণে উত্তম উত্তম দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিত। গো, অশ্ব, ধন, ধান্য প্রভৃতি সঞ্চয় নাই, এমন গৃহস্থই তথায় দৃষ্ট হইত না। রাজ্য-মধ্যে কি কামাসক্ত, কি স্বার্থপর, কি নৃশংস কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। তথায় কেহ নাস্তিক বা মূর্খও ছিল না। নর নারী সকল ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, স্বভাব-সন্তুষ্ট ও মহর্ষিগণের ন্যায় প্রসন্ন-চিত্ত ছিল। সকলেই কুণ্ডল, কিরীট ও মালা ধারণ করিত। ধর্ম্মানুগত ভোগসুখে কেহই কাতরতা প্রকাশ করিত না। সকলেই পরিষ্কৃত বস্তু ভোজন করিত ও সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন থাকিত। গাত্রে সুগন্ধ চন্দনাদি লেপন করেন না, তথায় এমন মনুষ্যই দৃষ্টিগোচর হইত না। সকলেই অঙ্গদ, নিষ্ক ও করাভরণ ধারণ

করিত। সকলেই দান-পরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। কাহারও মনোবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল ছিল না। সকলেই সাগ্নিক ও যাজ্ঞিক ছিল। সেই অযোধ্যা নগরীতে কেহ ক্ষুদ্রাশয়, তস্কর, সদাচার-বিহীন বা জাতিসঙ্কর-সমুৎপন্ন ছিল না। যে যাহা অভিলাষ করিত, তৎ-ক্ষণাৎ তাহাই তাহার সিদ্ধ হইত। তথাকার ব্রাহ্মণ সকল জিতেন্দ্রিয় ও দানাধ্যয়ন-সম্পন্ন ছিলেন। কেহই অসূয়া-পরবশ বা স্ব স্ব কার্য্যে অশক্ত ছিলেন না। সকলেই নিষিদ্ধ প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ ছিলেন। সকলেই সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যয়ন ও ভূরি ভূরি ব্রতানুষ্ঠান করি-তেন। কেহই দীন, ক্ষিপ্তচিত্ত বা অন্যান্য-রোগ-গ্রস্ত ছিল না। তথাকার পুরুষ ও মহিলাগণ সকলেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও অপূর্ব্বশোভা-সম্পন্ন ছিল। সকলেই রাজার প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ প্রকাশ করিত। তত্রত্য ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলেই অসাধারণ-বল-বীর্য্য-সম্পন্ন ও দেবভক্তি-পরায়ণ ছিলেন। অতিথি-সৎকারে কেহ অণুমাত্রও শৈথিল্য প্রকাশ করিতেন না। সকলেই কৃতজ্ঞ, দানশীল ও সত্য-পরায়ণ ছিলেন। সকলেই দীর্ঘজীবী এবং পুত্র, পৌত্র ও কলত্রে নিরন্তর পরিবৃত হইয়া সংসারধর্ম্মের যথার্থ সুখ অনুভব করিত। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবিধ বর্ণেরই যথানিয়মে পরিচর্য্যা করিত।

পর্ব্বতের গুহা যেমন সর্ব্বদা সিংহগণে সমাকীর্ণ থাকে, সেইরূপ, পর-পবিভবে অসহিষ্ণু, হুতাশনের ন্যায অসহ্য-প্রতাপ ও অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ বহুসংখ্য বীর পুরুষে সেই মহানগরী অযোধ্যা নিরন্তর পরিপূর্ণ ছিল। ঐরাবত, মহাপথ, অঞ্জন ও বামন প্রভৃতি দিগ্গজের বংশ-সম্ভূত ভদ্র, মন্দ্র ও মৃগজাতীয়* এবং এই ত্রিবিধ জাতি-সঙ্করে উৎপন্ন তথা ভদ্র মন্দ্র, ভদ্র মৃগ ও মৃগমন্দ্র এই দ্বিবিধ দ্বিবিধ জাতি-সঙ্কর-সম্ভূত বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতে জাত মদোন্মত্ত শৈলের ন্যায় উত্তুঙ্গ মাতঙ্গগণে এই নগরী নিরন্তর পরিপূরিত এবং কাম্বোজ, বাহ্লীক, পারশ্যদেশীয় ও সিন্ধু-প্রদেশ-সম্ভূত উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় বিক্রমশালী অসংখ্য অশ্বরত্নে সর্ব্বদা সমাকীর্ণ থাকিত। এখানে যুদ্ধ করিতে কেহ সমর্থ হইত না এজন্য এই নগরীর নাম অযোধ্যা হইয়াছে। উহার বিস্তার তিন যোজন, কিন্তু দুই যোজনের মধ্যে কোন রূপেই কেহ যুদ্ধার্থ সাহস করিতে পারিত না। রাজা দশরথ, তারকামণ্ডিত নভোমণ্ডলে চন্দ্রমার ন্যায়, দেবগণে সমাকীর্ণ দেবলোকে দেবপতির ন্যায়, বহুললোক-সংকুল সেই যথার্থনামা মহানগরী অযোধ্যায় সুশোভিত হইয়া শত্রুকুল সমূলে নির্ম্মূল করত অকুতোভয়ে রাজ্য শাসন করিতেন।

* যে হস্তীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সংক্ষিপ্ত, তাহাকে ভদ্র, যাহার দেহ স্থূল, গোল ও সংক্ষিপ্ত, তাহাকে মন্দ্র, যাহার আকার দীর্ঘ ও উচ্চ তাহাকে মৃগজাতীয় বলিয়া গজশাস্ত্রে নির্দ্দেশ হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র, এই আট জন রঘু-প্রবীর রাজা দশরথের অমাত্য ছিলেন। ইহাঁরা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে নিরন্তর নরপতির হিতসাধন করিতেন। অন্যের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম বা রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনা বিষয়ে কেহই অক্ষম ছিলেন না। সকলেই সুশীল, সত্যবাদী, যশস্বী, মন্ত্রকুশল ও গুণবান্ ছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ট ও বামদেব এই দুই জন রাজার সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীও ঋত্বিক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, মার্কণ্ডেয়, এবং কাত্যায়ন এ সমস্ত ঋষিও, তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। সুমন্ত্র প্রভৃতি অমাত্যগণ এই সকল ব্রহ্মর্ষির সহিত মিলিত হইয়া যাবদীয় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন।

রাজার অমাত্যবর্গ ও মন্ত্রিগণ সকলেই বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন, কার্য্যকুশল, কীর্ত্তিমান্, শ্রীমান্, লজ্জাশীল, স্মিত-পূর্ব্বাভিভাষী ও ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন। ইহাঁরা সতত অবহিত চিত্তে রাজকার্য্য নিরীক্ষণ করিতেন; কোন রূপ অসৎ অভিসন্ধি, অর্থ-লোভ, বা কোপ নিবন্ধন কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতেন না। প্রভুর

আদেশ ইহাঁদিগের শিরোভূষণ ছিল। স্বপক্ষীয় বা পরপক্ষীয়েরা যে যে কার্য্য করিবে, করিতেছে, বা করিয়াছে, দূতমুখে তৎসমুদায় তাঁহারা অবগত হইতেন। ব্যবহার বিষয়ে কেহ অনভিজ্ঞ ছিলেন না। সৌহৃদ্য বিষয়ে সকলেই রাজার পরীক্ষিত ছিলেন। তাঁহারা সাপরাধ সন্তানকেও অব্যাহতি প্রদান কবিতেন না; নিরপরাধ শত্রুর প্রতিও কোন হিংসাচরণ করিতেন না। রাজ-কোশ ও সৈন্য সংগ্রহবিষয়ে সকলেই সবিশেষ যত্ন করিতেন। সকলেই সর্ব্বদা উৎসাহ-সম্পন্ন, বীর্য্যবান্, ক্ষমাবান ও নীতিশাস্ত্র-প্রযোগকুশল ছিলেন এবং অপরাধের তারতম্য সম্যক্ রূপে বিবেচনা করিয়া দণ্ডার্হ ব্যক্তির দণ্ড-বিধানপূর্ব্বক রাজকোশ পূরণ করিতেন। ইহাঁদিগের প্রযত্নে অধিকারস্থ সাধুলোকদিগের সুখের আর পরিসীমা ছিল না। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়েরা কখন ইহাঁদিগের কোপ-চক্ষের লক্ষ্য হইতেন না। এই সমস্ত একমতাবলম্বী ও সূক্ষ্মদর্শী সুশীল রাজপুরুষদিগের বিচার-কালে নগর বা জনপদ-মধ্যে প্রাণান্তেও কেহ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিত না। প্রাণান্তেও কেহ পরদার-পরায়ণ বা অসৎস্বভাবে দূষিত হইত না। সকলেই ধর্ম্মানুগত পথের পথিক ও সকলেই স্বভাবসুন্দর ছিল। ফলত, সে সময়ে প্রজাদিগের আচার বা ব্যবহার দেখিলে বোধ হইত যেন, সাক্ষাৎ শান্তিদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া নিরন্তর রাজ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছেন।

রাজ-পুরুষেরা সকলেই পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ ও মণি-ময় অলঙ্কার পরিধান করিতেন। তাঁহারা নৃপতির হিত-সাধনার্থ নীতি-চক্ষু নিয়ত উন্মীলন করিয়া রাখিতেন। মহিপাল স্বয়ং তদীয় গুণবত্তার সবিশেষ পরিচয় লইয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃত গুণবান্ বলিয়া অবগত ছিলেন। সকল দেশে সকল কালে সকল লোকেই তদীয় গুণবত্তার প্রশংসা করিত। সন্ধি-বিগ্রহে তাঁহারা সকলেই বিশেষ পারদর্শী, মন্ত্র সংরক্ষণে সুনিপুণ ও সত্ত্ব, রজ তম ত্রিবিধ গুণ-সম্পন্ন ছিলেন। বিদেশেও যে সকল ঘটনা হইত, সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি-কৌশলে তৎসমুদায় তাঁহারা সবিশেষ জানিতে পারিতেন। সকলেই প্রিয়-বাদী ও নীতিশাস্ত্র-প্রয়োগকুশল ছিলেন।

ত্রিলোক-বিখ্যাত অতিবদান্য রাজা দশরথ, এই সমস্ত সূক্ষ্মবিচার-বিশারদ অমাত্যগণে নিরন্তর পরিবৃত হইয়া, দেবলোকে দেবপতির ন্যায় ধর্ম্মানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। দূতেরা রাজ্যমধ্যে যে দিন যে রূপ দেখিত, রাজার নিকট আসিয়া অবিকল সেইরূপ বলিত। রাজাও যে দিন যে রূপ শুনিতেন, তদনুরূপ কার্য্য করিতেন। তাঁহার প্রতাপে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছিল; সামন্ত রাজা সকল সতত বিনীত ভাবে কালযাপন করিত। তাঁহার সৌহৃদ্যবলে মিত্রকুল দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি কখন অধিকবল বা তুল্যবল শত্রু লাভ করেন নাই। এইরূপে রাজা দশরথ পরম-

তেজস্বী, কার্য্যকুশল ও মতিমান্ মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া করজালমণ্ডিত রবিমণ্ডলের ন্যায় অতিমাত্র শোভায় সুশোভিত হইয়া ছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

রাজা দশরথ এইরূপে সকল সুখের পার প্রাপ্ত হইয়াও বংশকর পুত্রের মুখাবলোকনরূপ সুখলাভ না হওযাতে নিতান্ত দুঃখিত থাকিতেন। সন্তান না হওয়াতে তিনি, ঈদৃশ বলবান্ বিদ্যান অমাত্যগণে নিরন্তর পরিবৃত থাকিয়াও আপনাকে অসহায়, অনাশ্রয় ও হতভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন; জগৎ জীর্ণারণ্যপ্রায দেখিতেন; সংসার অসার জ্ঞান করিতেন ও দশ দিক্ শূন্য দেখিতেন। ফলতঃ ঈদৃশ অনন্য সুলভ সম্পদও তাঁহার পক্ষে সুখের কারণ হইয়াছিল না। তিনি পুত্রকামনায় অনেকরূপ তপোনুষ্ঠান করিযাছিলেন, কিন্তু কিছুতেই শুভফল দেখিতে পাইলেন না। একদা রাজা, কি প্রকারে বংশধর পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়-কুমদ প্রফুল্ল করিবেন এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন, এক্ষণে আমার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। অনন্তর, সেই সুধীর দশরথ, সূক্ষ্মদর্শী অমাত্যগণের সহিত এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয়

হইয়া মন্ত্রিবর সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি অবিলম্বে কুলগুরু ও কুলপুরোহিতগণকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র, রাজার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সত্বরে সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য বেদপারগ ব্রহ্মর্ষিগণকে আনয়ন করিলেন। মহিপাল দশরথ, তাঁহাদিগকে পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া ধর্ম্মানুগত ও সদর্থসঙ্গত সুমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, তপোধনগণ! আমি সন্তানের নিমিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। কি রাজ্য, কি ধন, কিঐশ্বর্য্য, কিছুতেই আমার সুখ নাই। এক্ষণে আমি সন্তান-কামনায় শাস্ত্রবিহিত বিধি অনুসারে একটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ করিযাছি। ব্রহ্মর্ষিগণ! কি প্রকারে আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে, অনুগ্রহ কবিয়া তাহা অবধারণ করুন।

অনন্তর, বশিষ্ট প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ নৃপতির এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং প্রীত মনে তাঁহাকে কহিলেন। মহারাজ! যখন সন্তানার্থ আপনকার এইরূপ ধর্ম্ম বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন, আপনি অভিপ্রেত পুত্রলাভে কথনই বঞ্চিত হইবেন না। অনতি দীর্ঘ কাল-মধ্যেই সুকুমার নবকুমারের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া জীবন ও মন সুশীতল করিবেন, সন্দেহ নাই। মহারাজ! অবিচলিতভক্তি

সহকারে ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, অবশ্যই তাহার শুভফল দর্শে, কখন নিষ্ফল হয় না। অতএব আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় সামগ্রী আহরণ, অশ্বমোচন এবং সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন। অনন্তর রাজা দরশথ ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ অভিলষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে একেবারে গদ গদ হইয়া উঠিলেন; শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; সুখময় সলিল তাঁহার হৃদয়ে স্থান না পাইয়াই যেন প্রবলবেগে নেত্র-পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ তিনি মন্ত্রিগণের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া কহিলেন, মন্ত্রিগণ! তোমবা এই সকল গুরুদেবের আদেশানু-সারে ত্বরায় যজ্ঞীয় সামগ্রী সংগ্রহ কর এবং সুপটু-পুরুষ-রক্ষিত ও ঋত্বিক্ প্রধান উপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুসৃত এক অশ্ব অবিলম্বে মোচন কর। তৎপরে সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ কর। দেখ, রাজামাত্রেরই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অধিকার আছে বটে, কিন্তু ইহা সাধারণের সুখ সাধ্য নহে; কারণ, ইহাতে নানাপ্রকার দুরতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। যজ্ঞতন্ত্রবিৎ ব্রহ্ম রাক্ষসেরা নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া থাকে। আর যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তদ্দণ্ডেই বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তোমরা শাস্ত্রানুসারে ও যথা-ক্রমে ইহার শান্তিকর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। মন্ত্রিগণ! তোমরা সকলেই কার্য্যকুশল ও সূক্ষ্মদর্শী; অতএব

যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে সকলেই বিশেষ চেষ্টা কর। দশরথ এইরূপ কহিলে, মন্ত্রিগণ সকলেই তথাস্তু বলিয়া মহারাজের বাক্য অনুমোদন করিলেন।

অনন্তর, বশিষ্ট প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ প্রীত মনে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে, দশরথ পুনরায় মন্ত্রিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। মন্ত্রিগণ! এই সকল বেদবিৎ ঋত্বিকেরা যেরূপ আদেশ করিলেন, তদনুসারে যজ্ঞের আয়োজন কর। কোন রূপেই যেন ইহার ব্যতিক্রম না হয়। তিনি সন্নিহিত সচিবদিগকে এইরূপ কহিয়া সকলকেই গৃহগমনে আদেশ করিলেন, পরে আপনিও সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে চলিলেন। দশরথ, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রেয়সী মহিষীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক সহাস্য মুখে কহিতে লাগিলেন, মহিষীগণ! আমি সন্তানকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, এক্ষণে তোমরাও তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হও। তখন মহিপাল দশরথের এই সুমধুর বাক্যে সেই সুন্দরী রাজমহিষীগণের সহাস্য আস্যকমল বসন্তকালীন কমলিনীর ন্যায় কমনীয় কান্তি বিস্তার করিতে লাগিল।

নবম অধ্যায়।

অনন্তর রাজা দশরথ সন্তান-কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন শুনিয়া, সারথি সুমন্ত্র নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! সন্তানার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করা ঋত্বিকগণেরই অভিমত; কিন্তু আমি পুরাণে আপনকার পুত্রোৎপত্তি-সংক্রান্ত একটী ইতিবৃত্ত শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে উহা সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণ-সন্নিধানে আপনকার পুত্রোৎপত্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, মহর্ষি কাশ্যপের বিভাণ্ডক নামে একটী পুত্র আছেন। সেই বিভাণ্ডক ঋষির ঔরসে ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইবেন। এই ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার প্রযত্নে নিরন্তর বনমধ্যে প্রতিপালিত ও বনচারী হইয়া কাল যাপন করিবেন। তিনি নিয়ত পিতার অনুবৃত্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানিবেন না। সর্ব্বত্র এইরূপ জনশ্রুতি আছে এবং ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন যে, মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ মুখ্য* ও গৌণ† এই দুইপ্রকার ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বন করিবেন। তপোধনগণ! এইরূপে অগ্নি-

---

* যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বিধানানুসারে দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ করেন, তিনি মুখ্য ব্রহ্মচারী।

† যিনি ব্রহ্মচারী হইয়া দার-পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক স্ত্রীসম্ভোগাদি করেন, তিনি গৌণ ব্রহ্মচারী।

পরিচর্য্যা ও পিতৃশুশ্রূষায় সেই মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া যাইবে। এই সময়ে, অঙ্গদেশে মহাবল পরাক্রান্ত লোমপাদ নামে এক সুবিখ্যাত নরপতি জন্ম গ্রহণ করিবেন। পরে এই রাজার দুষ্কৃতিবশতঃ অঙ্গদেশে সর্ব্বভূত-ভয়াবহ ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইবে। মহিপাল এইরূপ দুর্ঘটনায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে আনয়নপূর্ব্বক বলিবেন, ব্রাহ্মণগণ! আপনারা লোকাচার ও শ্রুত-কর্ম্ম অবগত আছেন, এক্ষণে যাহাতে এই অনাবৃষ্টিরূপ উপদ্রবের প্রায়শ্চিত্ত হয়, আমাকে এইরূপ কোন নিয়মের আদেশ করুন। সেই সমস্ত বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা লোমপাদ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে, যে কোন উপায়েই হউক, রাজ্যমধ্যে আনয়ন করিয়া সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক তাঁহার সহিত আপনকার তনয়া শান্তারে বিবাহ দেন। সেই মহাত্মা প্রীত হইলেই আপনকার উপস্থিত উপদ্রবের প্রতিবিধান হইবে, সন্দেহ নাই।

অনন্তর, ব্রাহ্মণেরা এইরূপ আদেশ করিলে, মহিপাল কি প্রকারে সেই তেজস্বী মহর্ষিকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিবেন এই চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া, মন্ত্রিগণের আদেশক্রমে অমাত্য ও পুরোহিতদিগকে তথায় যাইতে অনুরোধ করিবেন। তখন অমাত্যগণ ও পুরোহিত সকলেই রাজার আদেশে নিতান্ত দুঃখিত

হইয়া অবনত বদনে বহুবিধ অনুনয় ও বিনয় করিয়া কহিবেন, অঙ্গরাজ! আমরা মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট যাইতে সাহসী হইতেছি না। অনন্তর তাহারা পরস্পর উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক বলিবেন, রাজন্! আমরা সেই মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে আপনার রাজ্যে আনয়ন করিব। এ বিষয়ে আমরা যে উপায় অবলম্বন করিলাম ইহাতে কোন দোষ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

মহারাজ! এই রূপে অঙ্গাধিপতি লোমপাদ বারবনিতাদিগের সাহায্যে সেই ঋষি-কুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে আসিলে, দেবরাজ সহস্রধারে বারিবৃষ্টি করেন। অঙ্গরাজও তাঁহার সহিত তনয়া শান্তাকে বিবাহ দেন। এক্ষণে আপনকার সেই জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গই আপনার মনোরথ সফল করিবেন। মহারাজ! ভগবান্ সনৎকুমার যাহা কহিয়াছিলেন, এই আমি আপনকার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

দশম অধ্যায়।

অনন্তর, দশরথ সুমন্ত্র-মুখে এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনিয়া বিস্মিত চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন; সুমন্ত্র!

অঙ্গরাজ যে প্রকারে সেই তপোরাশি ঋষিকুমারকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহাও কীর্ত্তন কর। সুমন্ত্র, অযোধ্যাধিপতি দশরথ কর্ত্তৃক এই-রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজা লোমপাদ, যে রূপে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি মন্ত্রিগণের সহিত শ্রবণ করুন। অঙ্গরাজ, ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিবার আদেশ করিলে, কুল-পুরোহিত ও অমাত্যগণ তাঁহাকে কহি-লেন, অঙ্গরাজ! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহা কখনই বিফল হইবে না। ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার প্রযত্নে নিরন্তর অরণ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন; স্ত্রীসম্ভোগাদি সুখ কিছুই জানেন না। অতএব আমরা সকলের লোভনীয় চিত্তোন্মাদী ইন্দ্রিয়-ভোগ্য পদার্থ দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়া আনয়ন করিব। আপনি অবিলম্বে ইহার আয়োজন করুন। সুন্দরী বারাঙ্গনা সকলে নানাবিধ বেশ-বিন্যাস করিয়া তথায় গমন করুক। তাহারা বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে প্রলোভিত ও বিমো-হিত করিয়া এখানে আনয়ন করিবে।

অঙ্গরাজ, মন্ত্রীদিগের এই মন্ত্রণায় সম্মত হইয়া পুরোহিতকেই ইহা নির্ব্বাহ করিবার ভার অর্পণ করিলেন। পুরোহিত এই কার্য্য আপনার অযোগ্য বোধ করিয়া

মন্ত্রীদিগকে ইহার অনুষ্ঠানে অনুরোধ করিলে, মন্ত্রিগণ তৎক্ষণাৎ সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, তরুণবয়স্কা চতুরা কামিনীগণ সচিবদিগের আদেশ পাইবামাত্র মনোহর বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া, সুস্বাদু ফল, সুগন্ধ আসব ও নবকুসুমিত তরুলতা প্রভৃতি চিত্তোন্মাদী ইন্দ্রিয় ভোগ্য পদার্থ দ্বারা বহুসংখ্য সুদৃশ্য তরণি সকল সুসজ্জীভূত করত তদারোহণে সেই বনপ্রদেশে প্রবেশ করিল; এবং পাছে মহর্ষি বিভাণ্ডক ক্রোধান্বিত হইয়া অভিসম্পাত করেন, এই ভয়ে তাহারা সহসা আশ্রমে উপস্থিত না হইয়া তাহার অনতিদূরে সেই ঋষিকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার প্রত্যাশায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। একদা মুনিবর বিভাণ্ডক প্রাত্যহিক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বনান্তরে প্রবেশ করিলে, নিতম্বিনীগণ সময় পাইয়া, সাক্ষাৎ তপোমূর্ত্তি সেই ঋষিকুমারের মনে অনঙ্গ-বিলাস পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত কেহ কেহ নিতম্বভঙ্গিমা বিস্তার করত বিবিধ রঙ্গে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বা কোকিল-কণ্ঠস্বরে সুমধুর সঙ্গীত করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা ভূরিপরিমাণে মদিরা পান করিয়া অপাঙ্গভঙ্গিমা দ্বারা অনঙ্গ-বিলাস বিস্তার করত অলস গমনে চতুর্দ্দিকে বেড়াইতে লাগিল। অনঙ্গ-পরায়ণা কোন কোন কামিনীগণ পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মলয়-মারুতের সুমন্দ-সঞ্চারে সুশীতল তরুতলে বসিয়া

সহাস্য আস্যে কটাক্ষ-বিন্যাস প্রভৃতি বিবিধ অনঙ্গ-বিলাস বিকাশ করিতে লাগিল। কোন কোন বিলা-সিনীরা মদ-বিহ্বলা হইয়া মদালস বাক্যে আলুলায়িত বসনে প্রিয়জ্ঞানে পরস্পরকে আক্রমণ করত গাঢ় আলি-ঙ্গন করিতে লাগিল। তখন তাহাদিগের নৃত্যগীতে, নূপুরের রুণুরুণু শব্দে, ভ্রমর-ভ্রমরীর ঝঙ্কারে ও কোকিল-কোকিলার কুহুরবে সেই অরণ্য যেন অবিকল গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

এখানে ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ পিতৃবাৎসল্যে যথোচিত সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আশ্রমপদ পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি পদার্পণ করিতেন না; জন্মাবধি নগর বা জন-পদের স্ত্রী কি পুরুষ এবং তাহাদের আচার কি ব্যবহার কিছুই দেখেন নাই; এবং তত্রত্য কোনপ্রকার জন্তুও কখন তাঁহার নেত্রগোচর হয নাই। তিনি আশ্রম হইতে সহসা সেই মৃগনয়নাদিগের সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া আর স্থির হইতে পারিলেন না; একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি সেই অশ্রুতপূর্ব্ব মনোহর গীতবাদ্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া, যে খানে বারাঙ্গনারা নৃত্যগীত করিতেছিল, অবিলম্বে তথায় প্রস্থান করিলেন।

মুনিকুমার তথায় উপস্থিত হইয়া সেই সকল অদৃষ্ট-পূর্ব্বা চারুহাসিনী সুবেশা বিলাসিনীদিগের মোহিনী মূর্ত্তি নেত্রগোচর করত চিত্রিতের ন্যায় অনিমেষ নেত্রে

তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তখন বারাঙ্গনারা তাঁহাকে সমাগত ও বিস্মিত দেখিয়া গান করিতে করিতে তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া ঈষৎ হাস্যে কহিল, মহাশয়! আপনি জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ কুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন? আপনার নাম কি? আপনার কার্য্যই বা কি? এবং এমন নূতন বয়সে কি কারণেই বা একাকী এই জনশূন্য অরণ্যে বেড়াইতেছেন? বলুন, এই সমস্ত জানিতে আমাদের নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। ঋষ্যশৃঙ্গ, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীদিগের কথায় যার পর নাই প্রীত হইয়া উত্তর করিলেন, আমি মহর্ষি বিভাণ্ডকের ঔরস পুত্র, আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ এবং নির্জন বনে তপস্যা-সাধন করাই আমার কার্য্য। সুন্দরীগণ! দেখ, আমাদের আশ্রমপদ অধিক দূর নয়, যদি দেখিবার অভিলাষ থাকে চল; আমি তথায় বিধিপূর্ব্বক তোমাদের অতিথি-সৎকার করিব।

অনন্তর, বারযুবতিরা সকলেই ঋষিকুমারের এইরূপ প্রার্থনায় সম্মত হইয়া আশ্রমপদ দেখিবার অভিলাষে তাঁহার সহিত তথায় উপস্থিত হইল। ঋষ্যশৃঙ্গও অতিশয় আগ্রহ-সহকারে তাহাদিগকে আপনার আশ্রমে লইয়া গিয়া পাদ্য অর্ঘ্য ও ফলমূল প্রভৃতি বিবিধ উপচারে পূজা করিলেন। তখন, বেশ্যারা সেই ঋষিকুমার-প্রদত্ত পূজা সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইল

এবং পাছে মহর্ষি বিভাণ্ডক আসিয়া অভিসম্পাত করেন, এই ভয়ে নিতান্ত ভীত হইযা সত্বর আশ্রমপদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার মানসে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে কহিল, মহাশয়! যদি ইচ্ছা হয়, তবে আপনিও আমাদের আশ্রম-জাত কিছু ফল-মূল গ্রহণ করুন। বারাঙ্গনারা মুনিকুমারকে এই কথা বলিয়া কটাক্ষ-বিন্যাস-প্রভৃতি বিবিধ অনঙ্গ-বিলাস বিকাশ করত প্রীতমনে আলিঙ্গন ও তাঁহার সহিত হাস্য-পরিহাসাদি নানাবিধ সুমিষ্ট আলাপ করিয়া পরে ফলের ন্যায় দৃশ্য সুস্বাদু মোদক, তীর্থজল বলিযা সুগন্ধ মদিরা এবং অন্যান্য উপাদেয় ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিল। ঋষ্যশৃঙ্গ চিরকাল অরণ্যেই বাস করিতেন; এরূপ ফল কখন আস্বাদ করেন নাই, স্ত্রীবিলাস-সুখও কখন অনুভব করেন নাই। তিনি অনাস্বাদিত সেই সমস্ত সুস্বাদু মোদক ভক্ষণ ও অঙ্গনাদিগের অঙ্গ-স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া মনে করিলেন; অহো! যাঁহারা নিরন্তর অরণ্য-বাসে কাল যাপন করেন, তাঁহারা কখন এমন ফল উদরস্থ করেন নাই। এমন সুধাময় স্পর্শসুখেও তাঁহারা কখন সুখী হন নাই।

বারাঙ্গনারা এইরূপে মায়াজাল বিস্তার করত মুনি-কুমারকে বিমোহিত ও বিস্মিত করিয়া পরে বিভাণ্ড-কের আগমন-শঙ্কায় কোন এক ব্রতাচরণ ব্যপদেশে সত্বর আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহারা প্রস্থান

ঋষ্যশৃঙ্গ নিতান্ত অপ্রসন্নমনা হইয়া উঠিলেন। তিনি তাহাদিগের বিরহ-দুঃখে একান্ত দুঃখিত হইয়া সেই সমস্ত কামিনীগণ-সংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহর্ষি বিভাণ্ডক প্রাত্যহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তনয়ের ভাবান্তর-দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস ঋষ্যশৃঙ্গ! তোমার অন্তঃকরণ আজি এমন বিকৃত হইল কেন? চিত্তই বা এমন চঞ্চল হইল কেন? আমি আশ্রমে প্রত্যাগত হইলে, প্রতিদিন আমাকে যেরূপ অভিনন্দন ও সৎকার করিয়া থাক, আজি তাহার যে কিছুই দেখি না? প্রশান্তমূর্ত্তি তাপসদিগের এরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য ত কখনই উপস্থিত হয় না। তোমার আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, চিন্তারূপ অপার সমুদ্রে তুমি নিমগ্ন রহিয়াছ। বৎস! এক্ষণে শীঘ্র বল, তোমার এরূপ মনোবেদনা দেখিয়া আমি নিতান্ত অধীর হইয়াছি। তৎশ্রবণে, মুনিকুমার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন; আর্য্য! আর কি কহিব! আপনি আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলে, অদৃষ্টপূর্ব্বা কতকগুলি সুবেশা তপস্বিনী এখানে আসিয়াছিল। তাহাদের রূপ অতি অপরূপ; লোচনযুগল আকর্ণবিশ্রান্ত; কথা অমৃত-নিঃস্যন্দিনী; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতিশয় কোমল। তাহারা আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক আমাকে আলিঙ্গন করিল। কেহ কেহ বা

সুললিত সঙ্গীত করিয়া আমার চিত্ত একেবারে আর্দ্র করিয়া তুলিল। কেহ কেহ বা মনোহর নৃত্য ও বাদ্য করিতে করিতে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা মনোহর নৃত্যগীত দ্বারা আমার মন প্রাণ হরণ করিয়া এইমাত্র প্রস্থান করিল, আর আপনিও আসিলেন। পিতঃ! তাহাদের বিরহে আমি আজি নূতন বিরহী; এবং তজ্জন্যই আমার অন্তঃকরণ এমন বিকৃত।

অনন্তর মহর্ষি বিভাণ্ডক, পুত্রের মুখে এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন; ঋষ্যশৃঙ্গ! দেখ, ব্রতবিদ্বেষী রাক্ষসেরা আসিয়া সময়ে সময়ে আমাদের তপ ও ব্রতাদি বিনষ্ট করিয়া থাকে; তাহারা অতিশয় মায়াবী; মায়াবলে তাহারা কখন মোহিনী মূর্ত্তি কখন বা ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করত আশ্রমে উপস্থিত হইয়া যাগ যজ্ঞ কিছুই সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে দেয় না। বৎস! এই রাক্ষসী মায়ায় যাহারা মোহিত বা বিশ্বস্ত হয়, তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত ব্রতানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইতে হয়। অতএব, তুমি কদাচ এই মায়ায় বিশ্বাস করিও না। এই বিষম মায়ায় একবার মুগ্ধ হইলে আর ভদ্রতা নাই। মহর্ষি, এইরূপ নানা কথায় পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া এবং সে রাত্রি পুত্রের সহিত একত্রে আশ্রমে অবস্থান করিয়া পরদিন প্রত্যূষে প্রাত্যহিক-কার্য্য-সাধনার্থ বনান্তরে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, মহর্ষি বিভাণ্ডক নিষ্ক্রান্ত হইলে, ঋষ্যশৃঙ্গ পুনরায় সেই কামিনীগণ-সংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিতান্ত বিমনা হইয়া উঠিলেন এবং দুঃসহ-বিরহ-বেদনায় একান্ত অধীর হইয়া পূর্ব্বদিবস যথায় তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, সে দিনও তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন চারুহাসিনী সেই বিলাসিনীরা মুনিকুমারকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রীতমনে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে কহিল, মুনিবর! আপনি আমাদিগের আশ্রমে চলুন; তথায় নানাপ্রকার ফল এবং অন্যান্য সুখাদ্য সামগ্রী সমস্ত প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে; তদ্দ্বারা আপনকার ভোজনব্যাপার বিশেষ রূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে। ঋষ্যশৃঙ্গ সেই সকল রমণীগণের রমণীয় কান্তি নিরীক্ষণ করিয়াই প্রীত ছিলেন, তাহাতে আবার এইরূপ হৃদয়-হারিণী সুধাময়ী কথা শ্রবণে আহ্লাদে একেবারে গদ গদ হইয়া তৎক্ষণাৎ অবিচারিত মনে গমনে সম্মত হইলেন। তাহারাও পরমাগ্রহে তাঁহাকে লইয়া নৌকা-পথে নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

এদিকে, মুনিকুমার বারাঙ্গনা-সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলে, বিভাণ্ডক প্রাত্যহিক-কার্য্য-কলাপ যথাবিধি নির্ব্বাহ করিয়া, বন্য ফলমূল আহরণপূর্ব্বক পুত্র-দর্শন-লালসায় আশ্রমপদে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তনয়ের অদর্শনে আর ক্ষণ-

কালও স্থির হইতে পারিলেন না; অমনি পুত্র পুত্র বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন এবং পুত্রবিরহে একান্ত অধীর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর মহর্ষি পুত্রের উদ্দেশ না পাইয়া রোদন করিতে করিতে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি যাইতে যাইতে নগরবাসী গোপগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপগণ! এই সমস্ত নগর কোন্ রাজার অধিকৃত? তখন গোপগণ মহর্ষি কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও বিনয়বচনে কহিল, মুনিবর! আপনি শুনিয়া থাকিবেন, অঙ্গদেশে লোমপাদ নামে এক সুবিখ্যাত নরপতি আছেন, তিনি, মহর্ষি বিভাণ্ডকের তনয় ঋষ্যশৃঙ্গের সৎকারার্থ গোকুল-সঙ্কুল এই সমস্ত নগর তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। বিভাণ্ডক, গোপগণের মুখে এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং উহার প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক্ রূপে অবগত হইবার নিমিত্ত যোগ-চক্ষু উন্মীলন করত ধ্যানস্তিমিত লোচনে এই ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতা দেখিয়া প্রীত মনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এদিকে ঋষ্যশৃঙ্গ, সেই সকল তরুণীগণের তরণি আরোহণ করিয়া অঙ্গদেশে উপস্থিত হইলে, দেবরাজ নিবিড়-মেঘ-মণ্ডলে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন ও জীবলোককে

আহ্লাদিত করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অঙ্গরাজ, তাপসকুমারকে বর্ষণের সহিত অঙ্গদেশে সমাগত দেখিয়া প্রীত মনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিলেন এবং ললনা-জনের ছলনায় সমাগত হইয়াছেন জানিয়া, পাছে কোপানল উদ্দীপ্ত করেন, এই ভয়ে বারংবার তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; পরে, নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে ঋষিকুমারকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া প্রশান্তমনে তনয়া শান্তারে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন।

মহারাজ! মহাতেজা বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গ এইরূপে সমাগত ও সৎকৃত হইয়া সহধর্ম্মিণী শান্তার সহিত সুখসন্তোষে অঙ্গদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

মহারাজ! সেই দেবর্ষি সনৎকুমার ঋষিদিগের সন্নিধানে এই উপাখ্যান আরম্ভ করিয়া পরিশেষে যাহা কহিয়াছিলেন, আমার নিকট তাহাও শ্রবণ করুন। তিনি কহিয়াছিলেন যে, ইক্ষ্বাকু-বংশে দশরথ নামে এক সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি জন্মগ্রহণ করিবেন। অঙ্গাধিপতি ভূপতি লোমপাদের সহিত ইহার অসা-

ধারণ বন্ধুত্ব জন্মিবে। এক সময়ে মহীপাল দশরথ আপনার বান্ধবের নিকট গমন করিয়া কহিবেন, সখে! আমি নিঃসন্তান। এই সুবিস্তীর্ণ নির্ম্মল ইক্ষ্বাকু-বংশ আমা হইতেই পতনোন্মুখ হইয়াছে। বিশেষতঃ ধর্ম্ম-শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ না করিলে পুন্নাম নরক হইতে কখন পরিত্রাণ হয় না। এই কারণে আমি সন্তানার্থ যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠানে অভিলাষ করিয়াছি। এই যজ্ঞে আপনকার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে ব্রতী হইতে হইবে। আপনি এ বিষয়ে ইহাঁকে অনুমতি করুন। রাজা লোমপাদ দশ-রথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ এবং এ কার্য্যে আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া পুত্রকলত্রের সহিত ঋষ্যশৃঙ্গকে বান্ধবের হস্তে সমর্পণ করিবেন। দশরথ, মহর্ষি ঋষ্য-শৃঙ্গকে স্বভবনে আনয়নপূর্ব্বক হৃষ্টমনে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পরে যজ্ঞ-সাধনার্থ, সন্তানার্থ ও স্বর্গ-লাভার্থ সমাদরে তাঁহাকে বরণ করিবেন। সেই দ্বিজ-প্রধান ঋষ্যশৃঙ্গ হইতে তাঁহার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নির্ব্বাহ হইবে এবং ত্রিলোক-বিখ্যাত অমিততেজা বংশধর চারি পুত্র তাঁহার ঔরসে উৎপন্ন হইবেন।

মহারাজ! ভগবান্ সনৎকুমার, সত্যযুগে ঋষিগণের সন্নিধানে এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং বলবাহনের সহিত অঙ্গদেশে গমন করিয়া অতি সমাদরে সেই মহর্ষিকে আনয়ন করুন।

অযোধ্যাধিপতি দশরথ মন্ত্রিপ্রধান সুমন্ত্রের নিকট আপনার হিতকর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং সুমন্ত্র-মুখে যেরূপ শুনিলেন, কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট অবিকল তৎসমুদায় বর্ণন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রাজমহিষীর সহিত অঙ্গরাজ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার প্রস্থান কালে বহুসংখ্য অমাত্যগণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর, তিনি পথিমধ্যে অসংখ্য বন উপবন নদ নদী সমুদায় ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে অঙ্গদেশে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, প্রিয় সুহৃৎ রাজা লোমপাদ রাজাসনে আসীন রহিয়াছেন, তাঁহার সন্নিধানে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ প্রতাপ প্রকাশ করিতেছেন। লোমপাদ, রাজা দশরথকে সমাগত দেখিয়া বন্ধুত্ব-নিবন্ধন পরম আহ্লাদে তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমনপুর্ব্বক যথোচিত উপচারে পূজা করিলেন। বান্ধবের শুভাগমনে তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। পরে তিনি, দশরথের সহিত যে আপনার বন্ধুত্ব সম্বন্ধ আছে, স্বীয় জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট তাহার সবিশেষ পরিচয় দিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গও এই পরিচয় পাইয়া সমুচিত সমাদরে তাঁহার সৎকার করিলেন।

রাজা দশরথ এইরূপে পরম সমাদরে বান্ধবের সহিত একত্রে তথায় সাত আট দিবস অতিবাহিত

করিয়া পরে, লোমপাদকে কহিলেন, সখে! আমি একটি মহৎ কার্য্য উপস্থিত করিয়াছি; তন্নিবন্ধন আপনকার তনয়া শান্তাকে স্বামীর সহিত আমার আলয়ে গমন করিতে হইবে। এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে অনুমতি করুন। তখন রাজা লোমপাদ বান্ধবের কথা শ্রবণে তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া জামাতাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ঋষ্যশৃঙ্গ! তোমাকে সহধর্ম্মিণীর সহিত অদ্য অযোধ্যায় গমন করিতে হইবে, তুমি ত্বরায় সজ্জিত হও। তখন ঋষ্যশৃঙ্গ, শ্বশুরের এই অনুরোধ-বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত ও অবিচারিত মনে তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার প্রতি যে আদেশ করিলেন, উহার কদাচ অন্যথা হইবে না।

অনন্তর, তিনি লোমপাদের অনুমতি লইয়া সহধর্ম্মিণী শান্তার সহিত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা দশরথ, গমনের নিমিত্ত বান্ধবের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, অকৃত্রিম প্রণয় নিবন্ধন উভয় মিত্র অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া স্নেহভরে পরস্পরকে সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক অসীম হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে দশরথ অতিকষ্টে সুহৃদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, সস্ত্রীক ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত তদীয় আবাস ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথিমধ্যে দূতগণকে কহিলেন, দূতগণ! তোমরা অগ্রে গিয়া অযোধ্যাবাসীদিগকে আমার প্রত্যাগমন-সংবাদ

প্রদান কর; তৎপর সুবাসিত সলিল দ্বারা সমস্ত নগর অভিষিক্ত ও পরিষ্কৃত করিয়া পতাকাসমূহে উহা সুশোভিত করিয়া দেও। দূতগণ রাজার আজ্ঞা পাইবামাত্র দ্রুতবেগে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং অনতিদীর্ঘ-কালমধ্যেই মহানগরী অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া রাজার আদেশানুসারে উহার অপূর্ব্বশোভা-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। দূত-মুখে রাজার প্রত্যাগমন-সংবাদ শুনিয়া, নগরবাসীদিগের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মনেই অনির্ব্বচনীয় হর্ষ প্রকাশ পাইতে লাগিল। অনন্তর, রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া, ধ্বজপতাকা-বিরাজিত মহানগরী অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশ-কালে চারি দিকে শঙ্খদুন্দুভি বাদিত হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্রকে বামনের সহিত দেবলোকে সমাগত দেখিয়া দেবতারা যেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গ-সমভিব্যাহারে ইন্দ্রের সহকারী সেই নরেন্দ্রকে পুরী-প্রবেশ করিতে দেখিয়া পুরবাসিগণ সেইরূপ অসীম হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

পরে দশরথ, ভার্য্যার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গকে সমাদরে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলেন এবং তাঁহার আগমনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা সেই বিশাললোচনা শান্তপ্রকৃতি শান্তাকে স্বামীর সহিত সমাগতা দেখিয়া

প্রীতিভরে সন্তোষ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। শান্তা, এইরূপে মহীপাল ও মহিলাগণ কর্ত্তৃক সমুচিত সমাদরে সৎকৃতা হইয়া স্বামীর সহিত সুখসন্তোষে অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনন্তর, অযোধ্যাধিপতি দশরথ কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া, মনোহর বসন্ত ঋতুর সমাগমে যজ্ঞানুষ্ঠানে অভিলাষী হইলেন এবং সেই দেব-প্রতিম মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের সন্নিধানে সমাগত হইয়া অবনত মস্তকে তদীয় চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক সন্তানকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁহাকে বরণ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞে ব্রতী হইয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনকার এই পুত্রোৎপাদক যজ্ঞে ব্রতী হইলাম। আপনি এক্ষণে যজ্ঞীয় সামগ্রী আহরণ, অশ্বমোচন ও সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন এবং বশিষ্ঠ-প্রভৃতি বেদ-বিশারদ বিশুদ্ধপ্রকৃতি সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে ত্বরায় আনয়ন করুন।

তখন, রাজা দশরথ, সেই তপোমূর্ত্তি ঋষিকুমারের নিদেশানুসারে মন্ত্রিপ্রধান সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি অবিলম্বে সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি,

কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন কর। মন্ত্রিবর সুমন্ত্র প্রভুর আজ্ঞা পাইবামাত্র দ্রুতবেগে গমন করিয়া, বেদ-বেদাঙ্গ-বিশারদ ঋত্বিক্‌প্রধান সেই সমস্ত দ্বিজগণকে ত্বরায় আনয়ন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ দশরথ, তাঁহা-দিগকে সমুচিত সমাদরে সৎকার করিয়া, ধর্ম্মানুগত ও সদর্থসঙ্গত সুমিষ্ট বাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মর্ষিগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত অতিমাত্র আকুল হইয়াছি। কি রাজ্য, কি ঐশ্বর্য্য, কিছুতেই আমার প্রীতি জন্মে না। সন্তান না হওয়াতে দিবানিশি নিতান্ত অসুখে অতি-বাহিত হইতেছে এবং এই সুবিস্তীর্ণ ইক্ষ্বাকু-বংশ একেবারে অন্তিম দশায় অধিরূঢ় হইয়াছে। এক্ষণে বাসনা যে, এই সুবিস্তীর্ণ বংশ রক্ষার্থ একটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। এই মুনিকুমারের প্রভাবে এবং আপনাদিগের সাহায্যে আমার পুত্রমনোরথ নিঃসং-শয়ে সফল হইবে। দ্বিজগণ! আমার এই সুমহৎ কার্য্য যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, অনুগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ নরপতির এই বাক্য শ্রবণে সাধু সাধু বলিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে প্রাশংসা করিতে লাগিলেন; পরে ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সন্তানার্থ যখন আপনকার এইরূপ ধর্ম্ম-বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন আপনি অবশ্যই অতুল-বল-

সম্পন্ন বীরচূড়ামণি চারি পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল ও হৃদয়কুমুদ প্রফুল্ল করিবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে ত্বরায় যজ্ঞীয় সামগ্রী আহরণ, অশ্বমোচন ও সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞ স্থান নির্দ্ধারিত করুন। তখন মহীপাল ব্রাহ্মণদিগের এই-রূপ অনুকূল বাক্য শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে অমাত্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, অমাত্যগণ! এই সমস্ত বেদ-বিশারদ ব্রাহ্মণেরা যেরূপ আদেশ করিলেন, তদনুসারে সমস্ত যজ্ঞীয় দ্রব্যের আয়োজন এবং উপাধ্যায়ের সহিত, বীরপুরুষ-রক্ষিত এক অশ্ব অবিলম্বে মোচন কর। তৎ-পরে সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করাইয়া দেও। মন্ত্রিগণ! যদিচ এই যজ্ঞ-সাধনে রাজা মাত্রেরই সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তথাপি উহা নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করা সকলের সুখসাধ্য নহে; কারণ, ইহাতে নানাপ্রকার উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা। ছিদ্রান্বেষী ব্রহ্মরাক্ষসেরা নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্রানুসন্ধান করিয়াথাকে। ইহার কোন অংশে কোন ব্যতিক্রম হইলে আর নিস্তার নাই। বিশেষত বেদবিৎ পুরুষেরা কহিয়াথাকেন যে, যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তদ্দণ্ডেই বিনষ্ট হয়। অতএব তোমরা সতত সাবধান হইয়া ইহার মঙ্গলানু-ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও এবং যাহাতে আমার এই সুমহৎ কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়, আন্তরিক যত্নের সহিত

তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর। তখন মন্ত্রিগণ মহারাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র প্রীত হইয়া প্রসন্ন বদনে তাঁহাকে কহিলেন, নরনাথ! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, আমরা অকৃত্রিম যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত তৎসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম।

অনন্তর, বশিষ্ঠপ্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ, রাজা দশরথকে নানাপ্রকার প্রশংসা করিয়া তাঁহার অনুমতিগ্রহণ-পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে, মহীপাল মন্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া পরে আপনিও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অনন্তর, বৎসরান্তে, ঋতুরাজ বসন্ত জগৎ আহ্লাদিত করিয়া পুনরায় সমাগত হইলে, রাজা দশরথ সন্তান-কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবার মানসে কুলগুরু বশিষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া বিনীত বচনে কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিধানানুসারে আমার যজ্ঞসাধনে প্রবৃত্ত হউন এবং যাহাতে আমার এই মনোরথ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়; কোন বিঘ্নকারী আসিয়া উহার বিঘ্ন জন্মাইতে না পারে; আন্তরিক যত্নের সহিত তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি

আমার পরম বন্ধু ও পরম গুরু। আমার এই সুমহৎ কার্য্যের ভার আপনাকেই বহন করিতে হইবে। বশিষ্ঠ-দেব রাজার এই অনুরোধ-বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন বদনে কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, আমি অকৃত্রিম যত্নের সহিত অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব।

পরম-হিতৈষী ভগবান্ বশিষ্ঠদেব মহারাজকে এই কথা বলিয়া, যজ্ঞকর্ম্ম-কুশল বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরম ধার্ম্মিক বৃদ্ধ, কার্য্যপ্রবীণ স্থপতি, সুশিক্ষিত ভৃত্য, শিল্প-কর, সূত্রধার, খনক, গণক, নট, নর্ত্তক, বহুশাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণগণ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী পুরুষদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে স্ব-স্ব-কার্য্য-বিশারদগণ! তোমরা মহারাজের আদেশানুসারে ত্বরায় যজ্ঞীয় সামগ্রীর আয়োজন কর। সহস্র সহস্র ইষ্টক আনয়ন করিয়া মহীপালগণের বাসোপযোগী আবাস ভবন সমস্ত নির্ম্মাণ করত উহা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি বিবিধ রাজভোগ্য দ্রব্য দ্বারা পরিপূরিত করিয়া দেও। তৎপরে, বিপ্রগণের নিমিত্ত শীতাতপ-নিবারণ-ক্ষম শত শত সুরম্য গৃহ সকল প্রস্তুত করিয়া, তথায় নানাবিধ সুখাদ্য সামগ্রী আনয়ন কর এবং স্বদেশী ও বিদেশী সংগ্রাম-নিপুণ বীর পুরুষদিগের নিমিত্ত আবাস-গৃহ, শয়ন-গৃহ, অশ্ব-শালা ও হস্তি-শালা সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া তৎসমুদায় বিবিধ খাদ্য দ্রব্যে সুসজ্জিত করিয়া

দেও। পরে, পুরবাসী, জনপদবাসী ও বহুদূর হইতে আগত মহীপালগণের বাসোপযোগী পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান প্রস্তুত কর এবং এই সমস্ত আবাস ভবন নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্যে পরিপূরিত কর। এই যজ্ঞে বহুতর ইতর লোকেরও সমাগম হইবে, যাহাতে তাহাদের ক্লেশ না হয়, এরূপ অনেকগুলি পরিষ্কৃত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখ। আর এই মহামহোৎসবে যে সমস্ত আগন্তুক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, তোমরা আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাহাদিগকে সমাদর করিয়া প্রার্থনাধিক ধনে ও পর্য্যাপ্ত ভোজনে পরিতৃপ্ত করিবে। কাম বা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কাহাকেও অবমাননা করিও না। যাহারা ক্ষুধায় বা তৃষ্ণায় একান্ত অধীর হইয়া আগমন করিবে, তোমরা সত্বর হইয়া অগ্রে তাহাদের মনোরথ সফল করিবে। কি দরিদ্র, কি দুঃখী, কি অন্ধ, কি আতুর, প্রার্থনাসিদ্ধি-বিষয়ে কেহই যেন নিরাশ হইয়া অনুতাপ করে না। কেহই যেন ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না। আর ভ্রমেও কখন কটুবাক্য প্রয়োগ করিও না। কটুকথা শুনিলে দুঃখী লোকেরা বড়ই মনোবেদনা পায়, এই জন্য সর্ব্বদা সুমিষ্ট বাক্যে সকলকে পরিতুষ্ট করিও এবং যে সকল পুরুষেরা যজ্ঞ-সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তাহাদিগের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে; কারণ, যাহারা প্রার্থনাধিক অর্থ ও ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়,

তাহারা প্রাণ-পণে ও আন্তরিক যত্নে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করে। অতএব তোমরা সকলেই একমতাবলম্বী হইয়া অকৃত্রিম যত্ন ও চেষ্টার সহিত এই মহৎ-কার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।

বশিষ্ঠ মহাশয় এইরূপ আদেশ করিয়া বিরত হইলে, সেই সকল কর্ম্মচারী পুরুষেরা তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, ভগবন্! আমরা আপনকার অভিলষিত কার্য্য সমস্তই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছি; এক্ষণে আর আর যাহা আদেশ করিলেন, এই আমরা অনন্যমনা হইয়া তাহাও সম্পাদন করিতে চলিলাম। এই বলিয়া তাহারা সকলেই আপন আপন কার্য্য সাধনের নিমিত্ত প্রস্থান করিল।

তাহারা প্রস্থান করিলে, বশিষ্ঠদেব সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! এই পৃথিবীতে যে সমস্ত সুধার্ম্মিক রাজা অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এবং বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণকে যথাক্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া অতি সমাদরে আনয়ন কর। তৎপরে, দেশ-বিদেশীয় জাতিসঙ্কর-সম্ভূত আপামর সাধারণ জনগণের নিমন্ত্রণার্থ স্থানে স্থানে সুশিক্ষিত দূত সকল প্রেরণ কর। আর আমাদিগের চিরন্তন-সুহৃৎ বেদবিশারদ সত্যপরায়ণ মহাবীর মিথিলাধিপতি জনক-রাজকে এবং দশরথের প্রিয়বয়স্য সাক্ষাৎ দেবমূর্ত্তি সুশীল কাশীরাজকে তুমি স্বয়ং গিয়া পরম সমাদরে

আনয়ন কর। পরে, মহারাজের শ্বশুর পরম ধার্ম্মিক সপুত্র কেকয়-রাজ, রাজার প্রিয় বান্ধব অতিযশস্বী অঙ্গাধিপতি ভূপতি লোমপাদ এবং অসহ্য-প্রতাপ-সম্পন্ন কোসল-রাজ তথা সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-দর্শী উদার-স্বভাব মহাবীর মগধরাজকে, মহারাজের আদেশানুসারে তুমি নিজে নিমন্ত্রণ করিয়া বহুমানপূর্ব্বক এই অযোধ্যায় আনয়ন কর এবং সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র ও পূর্ব্বদেশীয় মহীপালগণের নিমন্ত্রণার্থ ত্বরায দ্রুত-গামী দূতদিগকে পাঠাইযা দেও। আব আমাদেব মহারাজের সহিত অপরাপর যে সকল রাজাব আত্মীযতা বা বন্ধুতা আছে, সুশিক্ষিত দূত সকল প্রেরণ করিযা, বন্ধু, বান্ধব ও অনুচর বর্গের সহিত তাহাদিগকে আনয়ন কর। তখন মন্ত্রিবর সুমন্ত্র, দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে বিশ্বস্ত দূত সমস্ত প্রেরণ করিলেন এবং প্রধান প্রধান মহীপাল-গণের নিমন্ত্রণার্থ আপনিও প্রস্থান করিলেন।

এদিকে সুমন্ত্র মহাশয় প্রস্থান করিলে, কর্ম্মচারী পুরুষেরা আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বশিষ্ঠের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল; ভগবন্! আমরা আপনকার আদেশানুসারে সকল কার্য্যই সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়াছি। তৎ শ্রবণে, বশিষ্ঠদেব যথোচিত প্রীত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা, অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার সহিত কাহাকেও কোন

দ্রব্য প্রদান করিও না। অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক দান করিলে, দাতাকে তদ্দণ্ডেই নরকস্থ হইতে হয়; অতএব সতত সাবধান হইয়া দৃঢ়তর-ভক্তি-সহকারে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিও।

অনন্তর, দুই তিন দিবসের মধ্যে নিমন্ত্রিত নরপতি সকল বহুমূল্য রত্নভার লইয়া রাজা দশরথকে উপহার দিবার নিমিত্ত অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠদেব যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া, দশরথের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, নরনাথ! আপনকার আদেশক্রমে নিমন্ত্রিত মহীপালগণ সকলেই আগমন করিয়াছেন এবং আমিও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য উপচারে অর্চ্চনা করিয়া উপযুক্ত বাসস্থান প্রদান করিয়াছি। আর, যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদায় এত উৎকৃষ্ট ও এত শীঘ্র সংগ্রহ করা হইয়াছে যে, দেখিলে বোধ হয় যেন, স্বয়ং কল্পনাই তৎ সমস্ত স্বহস্তে রচনা করিয়া আনয়ন করিয়াছে। এক্ষণে আপনি সন্নিহিত যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।

তখন অযোধ্যাধিপতি ভূপতি দশরথ, মহর্ষি বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের আদেশানুসারে সহধর্ম্মিণীগণের সহিত শুভ দিনে শুভ নক্ষত্রে পরম আহ্লাদে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে, বশিষ্ঠপ্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরস্কৃত করিয়া মনো-

হর স্বরে বেদধ্বনি করিতে করিতে তথায় শুভাগমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর, সংবৎসর-কাল অতীত হইলে, পূর্ব্ব পরিমুক্ত অশ্ব চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পুনর্ব্বার স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলে, ঋষ্যশৃঙ্গপ্রভৃতি বেদবিশারদ বিপ্রগণ সরযূ নদীর উত্তর তীরে শুভ লগ্নে অশ্বমেধ-নামক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তাঁহারা বিধিপূর্ব্বক প্রবর্গ্য-নামক ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্মবিশেষ ও উপসদ-নামক ইষ্টিবিশেষের অনুষ্ঠান করিয়া, পরিশেষে. অতিদেশ-শাস্ত্রাতিরিক্ত কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ক্রমে প্রাতঃসবন, মধ্যন্দিন-সবন ও তৃতীয়-সবনাদি সমস্ত বেদবিহিত কার্য্যকলাপ যথাবিধি নির্ব্বাহিত হইলে, ঐ সকল যাজকেরা সুশিক্ষিত বেদমন্ত্র সকল বিশুদ্ধ রূপে উচ্চারণ করিয়া প্রীত মনে ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হোতৃগণ নির্ম্মলান্তঃকরণে উদাত্ত ও অনুদাত্তপ্রভৃতি মনোহর স্বরে সামবেদ গান করিয়া, দেবতোদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই যজ্ঞে অন্যথাহুত বা অজ্ঞানবশতঃ কোন কার্য্যই পরি-

ত্যক্ত হইল না। সকল কার্য্যই বেদবিহিত মন্ত্রে পরিপূত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে লাগিল।

যতদিন এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, ততদিন যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে স্ব স্ব কার্য্যে কাহারও শ্রান্তিবোধ হইল না। রাজার আদেশক্রমে অন্যূন এক এক শত অনুচর নিরন্তর ইহাঁদিগের এক এক জনের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। এই সমস্ত যাজকদিগের মধ্যে সকলেই ব্রতপরায়ণ, বহুদর্শী ও সাঙ্গোপাঙ্গ বেদে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। এই মহামহোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ বর্ণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত ও যথোচিত উপচারে অর্চ্চিত হইয়া অভিলাষানুরূপ সুখাদ্য দ্রব্য ভোজন করিতে লাগিলেন। কি অনাথ, কি সনাথ, কি সন্ন্যাসী; কি আতুর, কি দীন, কি দুঃখী, কি অন্ধ, কি কাণ, কি বালক, কি বালিকা সকলেই যথাপ্রীতি অনবরত আহার করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ বা রমণীয় পানীয় দ্রব্য সমুদায় পরমানন্দে পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিল। ভোজ্য সামগ্রী সমস্ত এরূপ সুখাদ্য ও মনোহর হইয়াছিল যে, সকলেই পর্য্যাপ্ত রূপে ভোজন করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না; প্রত্যুত উহার পারিপাট্য বশতঃ ভোজন-স্পৃহা আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সেই যজ্ঞস্থলে, দীয়তাং নীয়তাং খাদ্যতাং চতুর্দ্দিক্ হইতে কেবল এই বাক্যই সকলের শ্রুতিগোচর

হইতে লাগিল। এইরূপে প্রতিদিন পর্ব্বতাকার রাশীকৃত সুসিদ্ধ ও সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন সমুদায় দৃশ্যমান হইল। দীন ও দুঃখী লোকেরা এই দানশীল রাজা দশরথের যজ্ঞদর্শন-লালসায় নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত হইয়াছিল। তাহারা সকলেই আকণ্ঠপর্য্যন্ত ভোজন করিয়া যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিল এবং সেই সমস্ত সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জনের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিল, আহা! মহারাজ কি মনোহর খাদ্য সামগ্রীরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং কত পরিমাণেই বা উহা সংগ্রহ করিয়াছেন! বোধ করি, আমরা জন্মান্তরেও এমন সুখাদ্য বস্তু উদরস্থ করি নাই। অদ্য এই সমস্ত অনাস্বাদিত সুস্বাদু সামগ্রী আহার করিয়া আমরা চরিতার্থ হইলাম। মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক। চারি দিক্ হইতে এই সমস্ত প্রশংসা বাক্য রাজা দশরথের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। পরিবেষ্টা পুরুষেরা বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দৃঢ়তর-ভক্তিযোগ-সহকারে ব্রাহ্মণদিগের পরিবেশন করিতে লাগিল। অন্যান্য লোকেরা মণিময় কুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

এক এক সবন সমাপন ও সবনান্তর আরম্ভের অন্তরাল কালে, সুক্ষ্মবিচার-দর্শী সদ্বক্তা ধীর পণ্ডিতেরা পরস্পরকে পরাভব করিবার প্রত্যাশায় বহুবিধ হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্ব্বক সন্দিগ্ধ শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ

করিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, স্বয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রই মূর্ত্তিমান্ হইয়া দুই পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক বাদানুবাদ ব্যপদেশে জগতের সংশয়চ্ছেদ করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞিক পুরুষেরা সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া সুচারুরূপে যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

রাজা দশরথের এই অশ্বমেধ যজ্ঞে বেদবিৎ ব্রহ্মর্ষি-গণ একবিংশতি যূপ যথাস্থানে সংস্থাপিত করিলেন। তন্মধ্যে ছয়টি বিল্ব-নির্ম্মিত; ছয়টি খদির-নির্ম্মিত; ছয়টি পলাস-নির্ম্মিত ও একটি শ্লেষ্মাতক-নির্ম্মিত। অপর দুইটি অত্যন্ত প্রশস্ত ও দেবদারু-নির্ম্মিত ছিল। শিল্প-শাস্ত্র ও যজ্ঞশাস্ত্র বিশারদ পুরুষেরা এই সমস্ত যূপ নির্ম্মাণ করিয়া অধিকতর শোভার্থ বিশুদ্ধ সুবর্ণ দ্বারা তৎ সমস্ত অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। পরে একবিংশতি অরত্নি-পরিমিত অষ্টকোণ-বিশিষ্ট ঐ একবিংশতি যূপ যথা-স্থানে বিন্যস্ত হইলে, শিল্পকরেরা এক এক খানি শুক্ল বস্ত্রে প্রত্যেকের উপরিভাগ আচ্ছাদিত করিয়া দিল। তখন ঐ সমস্ত যূপ শুক্লবস্ত্রে আচ্ছাদিত ও গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া সুরলোকে সপ্তর্ষিমণ্ডলের ন্যায় অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিল। এই যজ্ঞোপলক্ষে শাস্ত্রোক্ত-প্রমাণানুসারে কতকগুলি ইষ্টক প্রস্তুত করা হইয়াছিল। শিল্প কার্য্য-কুশল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা ঐ সমস্ত ইষ্টক দ্বারা অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে বহ্নি

স্থাপন করিলে, ঐ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সুবর্ণময় গরুড়ের ন্যায় সুশোভিত হইয়া উঠিল। পরে, ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে নানা প্রকার পশু, পক্ষী, উরগ, জলচর, স্থলচর ও অশ্ব সকল আনীত হইল। তখন যাজ্ঞিকেরা শাস্ত্রানুসারে তত্তদেবতার উদ্দেশে তৎ সমস্ত পশু বিনষ্ট করিলেন। ঐ সকল যূপকাষ্ঠে তিনশত পশু ও রাজা দশরথের উৎকৃষ্ট এক অশ্বরত্ন নিবদ্ধ ছিল। রাজমহিষী কৌশল্যা তথায় আগমনপূর্ব্বক ঐ মহামূল্য অশ্বকে প্রদক্ষিণ ও গন্ধমাল্য দ্বারা পূজা করিয়া হৃষ্টমনে খড়্গ দ্বারা তিনবার প্রহার করিয়া ছেদন করিলেন। পুত্রার্থিনী মহিষী ঐ পক্ষযুক্ত অশ্বের উপাসনা করত স্থির চিত্তে এক রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর হোতা উদ্গাতৃগণ, নরপতির মহিষী, পরিবৃত্তি ও বাবাতাকে* ঐ মৃত অশ্বের সহিত সংযোজিত করিয়া দিলে, যাজক ব্রাহ্মণেরা সেই মৃত অশ্বের বশা লইয়া হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দশরথ আপনার পাপ-বিমোচনার্থ স্বয়ং সেই বশাগন্ধী ধূম আঘ্রাণ করিলেন। পরে যজ্ঞশাস্ত্র-বিশারদ ষোড়শসংখ্যক ব্রাহ্মণ, ঐ মৃত অশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে প্রজ্বলিত

* ক্ষত্রিয় রাজা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তিন জাতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়া স্ত্রী মহিষী, বৈশ্যা বাবাতা ও শূদ্রা পরিবৃত্তিশব্দে কথিত হইয়া থাকে।

হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের যে তিন দিবস সবনক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়; সেই তিন দিবসই প্রধান। ঐ তিন দিনের প্রথম দিনে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিনে উকৃথ্য এবং তৃতীয় দিনে অতিরাত্র-নামক মহাযজ্ঞ নির্ব্বাহিত হইল। তৎপরে জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ ও বিশ্বজিৎপ্রভৃতি মহাযজ্ঞও অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

এইরূপে সমুদায় যজ্ঞকার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইলে বংশবর্দ্ধনাভিলাষী রাজা দশরথ পরম আহ্লাদিত হইয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দান করিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা হোতৃ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বদিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিম দিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক্ ও উদ্গাতাকে উত্তর দিক্ দক্ষিণা-স্বরূপে প্রদান করিলেন। তখন ঋত্বিগ্‌গণ বিগত-পাপ মহীপালের এইরূপ অসাধারণ দানশক্তি দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ঐ সকল দানে তাঁহারা কেহই সন্তুষ্ট না হইয়া, দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা নিরন্তর বেদাধ্যয়নে ও ব্রতানুষ্ঠানে আসক্ত থাকি। রাজ্যপালন করা আমাদিগের কার্য্য নহে। বিশেষতঃ ভূমিদানে আমাদের প্রয়োজনই বা কি? নরনাথ! আপনি ভূমিপাল। ভূমিপালন করা আপনারই কার্য্য। অতএব আপনিই একাকী এই সসাগরা ধরায় একাধিপত্য সংস্থাপন করুন। আমাদিগকে এই সমস্ত

ভূমির মূল্যস্বরূপ কিঞ্চিৎ সুবর্ণাদি দান করিলেই যথোচিত সন্তুষ্ট হইব। রাজা দশরথ সেই সকল ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মর্ষি কর্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে দশ লক্ষ ধেনু, দশ কোটি সুবর্ণ এবং চল্লিশ কোটি রজত মুদ্রা দক্ষিণা-স্বরূপে দান করিলেন। তখন ঋত্বিগ্‌গণ প্রীত মনে দক্ষিণা-গ্রহণানন্তর একত্র সমবেত হইয়া, ঋত্বিক্‌-প্রধান ঋষ্যশৃঙ্গ ও বশিষ্ঠকে সেই সকল-ধন-বিভাগের ভার অর্পণ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ ও বশিষ্ঠ উভয়ে মিলিত হইয়া যথাযোগ্য রূপে ঐ সমস্ত ধন বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহারাও আপন আপন ভাগ গ্রহণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন।

রঘুকুল-তিলক রাজা দশরথ এইরূপে ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত সন্তুষ্ট করিয়া, দীন, দুঃখী, অনাথ, অতিথি ও অভ্যাগতদিগকে প্রার্থনানুসারে অসংখ্য সুবর্ণ দান করিলেন। পরিশেষে এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধন-লালসায় রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন অন্য অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন, তিনি উদার চিত্তে আপনার হস্তাভরণ তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপে প্রচুর পরিমাণে অর্থলাভ করিয়া অসীম হর্ষ প্রকাশ করিলে, দ্বিজবৎসল দশরথ প্রীতি-প্রফুল্ল মনে তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সেই উদার-প্রকৃতি নরপতিকে প্রণতিপরায়ণ দেখিয়া প্রীতমনে বাহু-প্রসারণপূর্ব্বক নানাপ্রকার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, রঘুপ্রবীর রাজা দশরথ এইরূপে পাপ-বিনাশন অসাধ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিয়া, প্রীতিপ্রসন্ন নয়নে ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি নেত্রপাত করত কহিলেন, ভগবন্! যাহাতে আমার এই সুবিস্তীর্ণ বংশের বিনাশ না হয়, আপনি বিশেষ মনোযোগী হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করুন। ঋষ্যশৃঙ্গ রাজার এইরূপ কাতর বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন। নরনাথ! আমি বিমল চিত্তে বলিতেছি, আপনি অনতিদীর্ঘ-কাল-মধ্যেই বংশ-কর চারি পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবেন। তখন ঋষ্যশৃঙ্গের এই সুমধুর আশ্বাসবাক্য শ্রবণে, সন্তানাভিলাষী দশরথের সন্তোষের আর পরিসীমা রহিল না।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

রাজা দশরথ সন্তানার্থ একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পুনর্ব্বার ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, মুনিবর! যাহাতে আমার বংশ রক্ষা পায়, আপনি এরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করুন। তৎশ্রবণে সেই মেধাবী মহর্ষি, যোগস্তিমিত লোচনে, কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, নরনাথ! আপনার পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এক্ষণে অথর্ব্ব-বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞারম্ভ করিলাম, এই বলিয়া, রাজার পরম হিতৈষী সেই ঋষিবর দশরথের মানস পূর্ণ করিবার

মানসে কল্পসূত্রোল্লিখিত-মন্ত্রানুসারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন ঐ যজ্ঞস্থলে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব. কিন্নর, সুরগণ, ঋষিগণ, স্বয়ং পিতামহ ও ইন্দ্র, সকলেই স্ব স্ব অংশ গ্রহণ করিবার প্রত্যাশায় একত্রে সমবেত হইলেন এবং যজ্ঞারম্ভ হইলে, সুরগণ একত্রে মিলিত হইয়া, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে সম্বোধনপূর্ব্বক করযোড়ে নিবেদন করিলেন, হে চতুরানন! রাবণ নামে এক রাক্ষস আপনার বরপ্রভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া ত্রিলোক উৎপীড়িত করিতেছে। দুরাত্মা পাপ নিশাচরেব ভয়ে ভীত হইয়া, স্ব-স্ব-কার্য্যসাধনে সকলেই বঞ্চিত হইয়াছে। যোগপরায়ণ যোগীদিগের যাগযজ্ঞ এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ পাইতেছে না। ভগবান্ মরীচি-মালী সম্প্রতি তদীয় সুতীক্ষ্ণ প্রতাপে হীনপ্রভ হইয়া সভয়ান্তঃকরণে নিরন্তর বিচরণ করিতেছেন। জগতের প্রাণস্বরূপ সমীরণ তদীয় ভয়ে এখন আর প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে পারেন না; প্রত্যুত, সর্ব্বদা সুমন্দ সঞ্চারে সঞ্চারিত হইয়া দাসের ন্যায় কেবল তাহারই সেবা করিতেছেন। তরঙ্গ-সঙ্কুল মহাসাগর ইঁহাকে দিখিলে একেবারে নিস্পন্দ হইয়া অবস্থান.করে। এই পাপত্মা রাবণ অন্যের সৌভাগ্যে সর্ব্বদা বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছে। কি ইন্দ্র, কি চন্দ্র, কি বায়ু, কি বরুণ, দুরাত্মা বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সকলকেই পরাভব করিতে অভিলাষ করিয়াছে।

সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ ঐ পাপাত্মার প্রতাপে নিরন্তর অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এমন কি, তাহার ভয়ে অবলা কুলকামিনীরাও নিঃসংশয়ে অন্তঃপুরে বিচরণ করিতে পারে না। আহা! কি আক্ষেপের বিষয়! পতি-পরায়ণা সরলা কুলাঙ্গনাদিগের সতীত্ব বিনাশ করিতে, কুলাঙ্গারের অণুমাত্রও ক্লেশ বোধ হয় না। আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বরদান করিয়াছেন; কেবল সেই বরপ্রভাবেই আমাদিগকে তৎকৃত সহস্র সহস্র অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে। দুরাত্মা দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিলে, না জানি পরিণামে আমাদিগকে কতই বা দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। ভগবন্! আমরা সেই ঘোরদর্শন পাপাত্মার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া আপনকার শরণাপন্ন হইলাম। এক্ষণে যাহাতে ঐ দুষ্ট বিনষ্ট হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন।

তখন ভগবান্ কমলযোনি দেবগণের এইরূপ কাতর-বচন-শ্রবণে নিতান্ত করুণান্বিত হইয়া মুদ্রিত লোচনে কিয়ৎকাল চিন্তা করত কহিলেন; দেবগণ! আমি সেই পাপাত্মার বধের উপায় স্থির করিয়াছি। বরগ্রহণ-কালে সেই পাপ আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষস কেহই যেন আমার প্রাণ সংহার করিতে না পারে। আমিও অবিচারিত মনে তাহাতে সম্মত হইলাম। তৎকালে সে অবজ্ঞা

করিয়া মনুষ্যের কথাও উল্লেখ করে নাই। সুতরাং মনুষ্যের হস্তেই তাহার মৃত্যু হইতে পারে; তদ্ভিন্ন তাহার বধোপায় আর কিছুই দেখি না। তখন দেবগণ ও ঋষিগণ ব্রহ্মার মুখে এইরূপ হিতকর প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অসীম আনন্দ অনুভব করিলেন।

এই অবসরে তপ্ত-কাঞ্চন-কেয়ূর-শোভিত কমনীয়-কান্তি-সম্পন্ন ত্রিলোক-পূজনীয় ত্রিজগৎপতি পীতাম্বর-ধারী ভগবান্ হরি শঙ্খ চক্র গদা ধারণ করিয়া গরুড়-বাহনে তথায় শুভাগমন করিলেন। তিনি আসিয়া অভিন্ন ভাবে ব্রহ্মার সহিত একাসনে আসীন হইলেন। তখন অমরবৃন্দ তাঁহার চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত-পূর্ব্বক বহুবিধ স্তুতিবাদ করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! ত্রিলোকের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত আপনাকে কোন এক কার্য্যভার বহন করিতে হইবে। অযোধ্যাধিপতি ভূপতি দশরথ নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, অতিবদান্য ও মহর্ষির ন্যায় পরম তেজস্বী। তাঁহার লজ্জা, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী স্বরূপা পতিপরায়ণা তিন মহিষী আছেন। আপনি সেই তিন মহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া, মনুষ্যরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হউন এবং দেবগণের অবধ্য বাহুবল-গর্ব্বিত ত্রিলোকের কন্টক-স্বরূপ পাপ রাবণকে সমরে সংহার করিয়া উপস্থিত উপদ্রবের শান্তি বিধান করুন। সেই পামর বলবীর্য্যে গর্ব্বিত ও ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া কতই কুকার্য্য করিতেছি। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি

সিদ্ধ, কি ঋষি, পাপ নিশাচরের প্রতাপে, সকলেই দিবানিশি অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। সেই ব্রহ্মশত্রু পাপ রাক্ষসের নিমিত্ত এই সকল বিশুদ্ধপ্রকৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ কেহই নির্ব্বিঘ্নে যাগযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। সেই ত্রিলোক-কণ্টক কুলাঙ্গারের প্রতাপবলে কত শত পতিপরায়ণা কুলকামিনীদিগকে নির্ম্মল কুলে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল তাহারই সেবা করিতে হইতেছে। এক্ষণে আমরা সেই দুরাত্মার বিনাশ-বাসনায় মুনিগণের সহিত আপনকার শরণাপন্ন হইয়াছি। ভগবন্! আপনি অগতির গতি ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। আপনি মনুষ্যরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক সেই বর-দর্পিত দুরাত্মা রাবণকে সমরে বিনষ্ট করিয়া ত্রিলোকের কণ্টক বিমোচন করুন।

তখন, ত্রিলোক-পূজিত পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ হরি, শরণাগত দেবগণের এইরূপ কাতর বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবগণ! ভয় নাই। আমি সেই কার্য্যাকার্য্য-বিমূঢ় ক্রূরমতি পাপ নিশাচর রাবণকে, ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ সবান্ধবে সমরে সংহার করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্যপালনপূর্ব্বক নরলোকে অবস্থান করিব। পাপাত্মা শীঘ্র বিনষ্ট হইবার জন্যই এত উদ্দীপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে দেবগণ ও ঋষিগণকে আশ্বস্ত করিয়া, অবনীতে আপনার অবতারের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই কমললোচন আপনাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া

রাজা দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া দেবগণের নিকট অঙ্গীকার করিলেন। তখন, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্ব্ব সকলেই যৎপরো নাস্তি প্রীত হইয়া দিব্য স্তুতিবাদে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেবদেব। হে জগৎপতে। হে আর্ত্তবন্ধো! ববলাভ-গর্ব্বিত উগ্রতেজা ইন্দ্রশত্রু ভীষণ নিশাচরকে সমরে সমূলে উন্মূলিত করুন এবং সেই ত্রিলোক-কন্টক পাপাত্মাকে সবান্ধবে যমভবনে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে সুররাজ-রক্ষিত পবিত্র সুরলোকে পুনরায় শুভাগমন করুন।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর অন্তর্যামী ভগবান্ নারায়ণ, রাবণবধের উপায় অবগত হইয়াও পুনরায় দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি যে উপায় অবলম্বন করিয়া সেই ত্রিলোক-কন্টক দশকণ্ঠের প্রাণ সংহার করিব; তাহার কি স্থির করিয়াছ? ভগবান্ সুরগণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবগণ বিনীত বচনে সেই অবিনাশী পুরুষের নিকট নিবেদন করিলেন, হে অবিনাশিন্! আপনাকে মনুষ্যরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া, সেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে সংগ্রামে সংহার করিতে হইবে।

পূর্ব্বে ঐ পাপপরায়ণ রাবণ দীর্ঘ কাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা সেই ঘোরতর তপস্যায় একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, মনুষ্যভিন্ন সকল জীব হইতেই তাহাকে অভয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে সে সেই বরপ্রভাবে গর্ব্বিত হইয়া ত্রিলোক একেবারে উৎসন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। হে শত্রু-বিনাশন! লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ বর প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই আমরা মনুষ্য-হস্তে তাহার মৃত্যু স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তখন, ত্রিলোক-পতি ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া অযোধ্যাধিপতি দশরথের ঔরসে অবতীর্ণ হইতে অভিলাষী হইলেন।

এদিকে বংশবর্দ্ধনাভিলাষী রাজা দশরথ পুত্রকামনায় একান্ত মনে প্রসিদ্ধ পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করিতেছেন; এমন সময়ে, ভগবান্ ত্রিলোকপতি বিষ্ণু, পুত্ররূপে তাঁহার ঔরসে অবনীতে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষ করিয়া, লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট মনোগত ভাব প্রকাশ ও সুরগণের সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক সুরসমাজ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর অযোধ্যাধিপতি ভূপতি দশরথের যজ্ঞীয় হুতাশন হইতে প্রদীপ্ত-হুতাশন-শিখার ন্যায় করাল-দর্শন, অলৌকিক-পরাক্রম-সম্পন্ন, মহাবীর্য্য ও মহাবল কৃষ্ণবর্ণ রক্তাম্বরধারী এক মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ ভগবানের

মায়ানির্ম্মিত রজতময় আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত দিব্য-পায়স-পূর্ণ সুপ্রশস্ত এক সুবর্ণপাত্র দুই হস্তে ধারণ করিয়া সহসা আবির্ভূত হইলেন। ঐ দিব্য পুরুষের আকার শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত; মুখমণ্ডল সুচিক্কণ শ্মশ্রুজালে মণ্ডিত; নয়ন-যুগল নবোদিত রবিমণ্ডলের ন্যায় লোহিতবর্ণ; কলেবর কেশরীর ন্যায় লোমশ; কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায় গভীর। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শুভলক্ষণ-সম্পন্ন ও দিব্যাভরণ-ভূষিত। অলোক-সম্ভূত এই মহাপুরুষ গর্ব্বিত শার্দ্দূলের ন্যায় মন্থর গমনে যজ্ঞায় পাবক হইতে উত্থিত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! এ অভ্যাগত ব্যক্তি, ভগবান্ সর্ব্বলোক-বিধাতা ব্রহ্মার আদেশক্রমে এই দিব্য পায়স লইয়া আগমন করিয়াছে। আপনি এই পায়স-পূর্ণ সুবর্ণপাত্র লইয়া পুত্রার্থী মহাপালকে প্রদান করুন। ঋষ্যশৃঙ্গ অকস্মাৎ সেই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! এ দুর্ল্লভ সামগ্রী, আপনি স্বয়ং মহারাজের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ ও চরিতার্থ করুন। তখন সেই মহাপুরুষ মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের বাক্যানুসারে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বর্ষাকালীন মেঘ-মণ্ডলের ন্যায় গম্ভীর স্বরে কহিলেন, নরনাথ! এ অভ্যাগত ব্যক্তিকে প্রজাপতি-প্রেরিত পুরুষ বলিয়া জানিবেন। তৎশ্রবণে রাজা দশরথ, সাতিশয় বিস্মিত হইয়া করযোড়ে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আপনকার শুভাগমনে

অদ্য আমার কোটি-জন্মার্জিত অশুভ নিঃশেষিত হইল। আপনকার দিব্য শরীর সন্দর্শন করিয়া, আজি আমার চর্ম্মচক্ষু চরিতার্থ হইল। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কোন্ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আপনি মর্ত্যলোকে শুভাগমন করিয়াছেন। রাজা দশরথ বিনয়গর্ভ বচনে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রাজাপত্য পুরুষ পুনরায় তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে যে, এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এজন্য ব্রহ্মা আপনকার প্রতি যথোচিত প্রীত হইয়া, তদীয় প্রসাদ স্বরূপ এই রমণীয় পায়স আপনাকে প্রদান করিয়াছেন। মহারাজ! এই পায়স পিতামহ আপনহস্তে নির্ম্মান করিয়াছেন এবং উহা অতিবংশকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ। এক্ষণে আপনি প্রযত্নাতিশয় সহকারে এই দুর্ল্লভ সামগ্রী লইয়া ভোজনার্থ,অনুরূপ পত্নীদিগকে প্রদানকরুন। আপনি যদর্থ এইমহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন,সেই সমস্ত পতিপ্রাণা পত্নী হইতে তাহার শুভফল দেখিতে পাইবেন।

তখন রাজা দশরথ, মহাপুরুষের মুখে আপনার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যার নাই প্রীত হইলেন এবং সেই দেবদত্ত হিরণ্ময় পাত্র প্রীত মনে দুই হস্তে ধারণ করিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। দরিদ্র ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে, যেমন হর্ষ প্রকাশ করে, মহীপাল, অকস্মাৎ সেই দেব প্রসাদ লাভ করিয়া সেইরূপ আহ্লাদিত হইলেন এবং ঐ পায়স-পাত্র মস্তকে লইয়া, প্রিয়দর্শন সেই মহা-

পুরুষকে বারংবার অভিবাদন পূর্ব্বক পরমাহ্লাদে তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তেজঃপুঞ্জ-কলেবর প্রাজাপত্য পুরুষও স্বকার্য্য-সাধনানন্তর অগ্নিকুণ্ডমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর, রাজা দশরথ, সেই দেবলব্ধ পায়স সমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, প্রথমে প্রধানা মহিষী কৌশল্যাকে কহিলেন, প্রিয়তমে। ভগবান সর্ব্বলোক-বিধাতা পিতামহ প্রসন্ন হইয়া তদীয় প্রসাদস্বরূপ এই দুর্ল্লভ সামগ্রী প্রদান করিয়াছেন। তুমি পুত্ররত্ন প্রসবের নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক এই পায়স গ্রহণ কর, এই বলিয়া, দশরথ সেই সুধাময় পায়সের অর্দ্ধাংশ তাহাকে প্রদান করিলেন; এবং অপর অর্দ্ধাংশ প্রেয়সী কৈকেয়ীর হস্তে অর্পণ করিয়া, পরে আপন আপন অংশের অর্দ্ধাংশ সুমিত্রাকে দিতে উভয়কেই অনুরোধ করিলেন। তাঁহারাও প্রিয়পতির প্রার্থনায় প্রিয়পাত্র সুমিত্রাকে অবিচারিত মনে স্ব স্ব অংশের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিলেন। রাজমহিষীরা এইরূপে সেই দেবলব্ধ সুধাময় পায়স ভোজন ও মহারাজের অপক্ষপাতিতা নিরীক্ষণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। শারদীয় সুধাংশুর সুধাময় কিরণে নভোমণ্ডল যেমন অপূর্ব্ব শোভায় শোভমান হয়, অকস্মাৎ সেই সুধাময় দেব-প্রসাদ লাভ করিয়া, তাহারাও সেইরূপ হর্ষোৎফুল্ল মুখচন্দ্রের কমনীয় কান্তি-নিকরে নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন।

রাজমহিষীগণ এইরূপে দেবদত্ত পায়স ভোজন করিয়া

অচিরকাল-মধ্যে গর্ব্ভবতী হইলেন। তাঁহাদিগের গর্ব্ভসঞ্চার হইলে, তদীয় তেজঃপ্রভা, উদ্দীপ্ত হুতাশন ও প্রচণ্ড রবি-মণ্ডলকেও যেন তিরস্কার করিতে লাগিল। রাজা দশরথ প্রিয়তমা মহিষীদিগকে প্ররূঢ়গর্ব্ভা দেখিয়া আহ্লাদে একেবারে গদ্গদ হইয়া উঠিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

এদিকে, ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ, রাজা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে, সর্ব্বলোক-বিধতা পিতামহ স্বয়ং দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবগণ। আমাদিগের পরম-হিতৈষী ভগবান্ কমলাপতি, উপস্থিত উপদ্রবের শান্তিবিধান জন্য স্বয়ং অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের ঔরসে মানুষকলেবর ধারণ পূর্ব্বক অবনীতে অবতীর্ণ হইবেন। এক্ষণে, তোমরা সেই বীরচূড়ামণি ভগবানের সাহায্যকারী, বায়ুর ন্যায় বেগশালী, পীযূষপায়ীর ন্যায় অবিনাশী কামরূপী বলবান্ বহুসংখ্য বীরসকলকে আপন আপন অংশে সৃষ্টি কর। পুর্ব্বযুগে আমি, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্কে সৃজন করিয়াছি। ঐ জাম্ববান্ জৃম্ভা-পরিত্যাগকালে আমার আস্যদেশ হইতে সহসা উৎপন্ন হইয়াছিল। সম্প্রতি তোমরা অপ্সরা, গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীদিগের শরীরে তুল্যবল বানর সকল সৃষ্টি কর।

তখন, দেবগণ, ভগবান্ স্বয়ম্ভূর এইরূপ হিতকর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তদীয় নিদেশ শিরোধার্য্যকরিয়া বানররূপী বলবান্ পুত্রসকল উৎপাদন করিতে লাগিলেন। উদারপ্রকৃতি মহর্ষিগণ. সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ ও বানরগণ, সকলেই সাতিশয় উৎসাহ সহকারে স্বেচ্ছাবিহারী বনচারী বানরগণকে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুররাজ ইন্দ্র, মহেন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় দীর্ঘকায় কপিরাজ মহাবল বালীকে আপনার অংশে উৎপাদন করিলেন। তৎপর, পরমতেজস্বী ভগবান্ সূর্য্যদেব সুগ্রীবকে, সুরগুরু সূক্ষ্মতর বুদ্ধিসম্পন্ন তারককে, কুবের সুবের গন্ধমাদনকে, বিশ্বকর্ম্মা নলকে এবং অনল মহাবীর নীলকে উৎপাদন করিলেন। এই নীল প্রভৃত বল, অসহ্য বীর্য্য সুতীক্ষ্ণ তেজ ও বিশুদ্ধ যশঃ প্রভাবে আপনার উৎপাদক হুতাশনকেও তিরস্কার করিযাছিল। অনন্তর, সুবিখ্যাত-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন অশ্বিনী কুমারদ্বয় মৈন্দ্র ও দ্বিবিদনামক বানরদ্বয়কে, বরুণ সুষেণকে, মহাবল পর্য্যন্য শরভকে এবং পবন বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্যদেহ বেগবান্ বলবান্ বুদ্ধিমান্ হনুমান্‌কে উৎপাদন করিলেন। এইরূপে অতুলবল-সম্পন্ন বীরচূড়ামণি কামরূপী যে সকল কপিবর ত্রিলোক-কণ্টক দশকণ্ঠের বিনাশসাধনে সমুৎসাহী হইবে, তাহারা, এবং উত্তুঙ্গ মাতঙ্গ ও শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নতদেহ ভল্লুক ও গোলাঙ্গূল সকল সহসা সহস্র সহস্র উৎপন্ন হইতে লাগিল। যে দেবতার যেরূপ রূপ, যেরূপ বেশ ও যেরূপ পরাক্রম, তৎসমুদায়ের সহিত

প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। গোলাঙ্গূল বানরদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপন আপন প্রসূতি অপেক্ষাও অধিকতর পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল।

এইরূপে দেবতা, সিদ্ধ, চারণ, ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি মহর্ষিগণ মনের উল্লাসে ঋক্ষী, গন্ধর্ব্বী ও কিন্নরী প্রভৃতি হইতে স্ব স্ব পরাক্রমানুরূপ অসংখ্য বানর উৎপাদন করিলেন। ঐ সমস্ত বানরেরা দর্পে গর্ব্বিত শার্দ্দূল ও বলবীর্য্যে ক্রোধান্বিত কেশরীর ন্যায় হইয়া উঠিল। ইহারা, সকল প্রকার অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও, সংগ্রাম-সময়ে কেবল পর্ব্বত ও শিলা নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক বিপক্ষের প্রাণ সংহার করিত। ভীষণাকৃতি মহাবীর এই বানরগণ, যখন প্রমত্ত কেশরীর ন্যায় উচ্চতর গম্ভীর নিনাদ পরিত্যাগ করিত, তখন বিহঙ্গমকুল উচ্চৈঃস্বরে রব করিতে করিতে নিপতিত হইত এবং অচল সকল একেবারে বিচলিত হইয়া উঠিত। ইহারা আপন আপন অপরিমিত বেগ-প্রভাবে প্রসন্নাম্বু মহাসাগরকেও বিক্ষোভিত ও বদ্ধমূল পাদপ সকলকেও অবলীলা-ক্রমে আলুলায়িত করিতে সমর্থ। ইহারা আকাশপথে গমন পূর্ব্বক মেঘমণ্ডল খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দ্দিকে নিঃক্ষেপ ও সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রও অনায়াসে সন্তরণ করিতে পারে। বনচারী প্রমত্ত মাতঙ্গগণ ইহাদিগর সহিত কখন যুদ্ধ করিতে সাহসী হইত না।

এই সমস্ত বানরেরমধ্যে কতকগুলি ঋক্ষবান পর্ব্বতের শৃঙ্গে, কতকগুলি অন্যান্য কাননে বা ভূধরে বাস করিতে

লাগিল। কতকগুলি সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব ও ইন্দ্রপুত্র মহাবল বালীকে, অপর কতকগুলি নল, নীল, হনুমান্ ও অন্যান্য যূথপতিদিগকে আশ্রয় করিয়া রহিল। বিপুল-বিক্রম, মহাবল ও মহাবাহু বানররাজ বালী আপনার ভুজবীর্য্যে ভল্লুক ও গোলাঙ্গূল প্রভৃতি সমস্ত বানরদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে সেই সমস্ত মহাবীর ভীষণাকার বানরগণে পর্ব্বত বন-সাগর-সমাকীর্ণা এই পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণা হইয়া উঠিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

এ দিকে রঘু-বংশাবতংস রাজা দশরথের অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞ সুচারু রূপে সম্পন্ন হইলে, অমরগণ স্ব স্ব অংশ গ্রহণপূর্ব্বক প্রীতমনে দেবলোকে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। নিমন্ত্রিত নরপতিগণ সমুচিত সমাদরে সৎকৃত হইয়া, সাক্ষাৎ দেবমূর্ত্তি ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিবাদন পূর্ব্বক পরম আহ্লাদে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের প্রস্থানকালে তদীয় সৈন্যগণ উজ্জ্বল বেশে মনের উল্লাসে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। তৎপর মহীপাল দশরথ শান্তপ্রকৃতি মহিষীগণ সমভিব্যাহারে দীক্ষা নিয়ম নির্ব্বাহপূর্ব্বক বশিষ্ঠ

প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে পুরস্কৃত করিয়া বলবাহন ও ভৃত্য-বর্গের সহিত পুরী-প্রবেশ করিলেন। তিনি পুরী-প্রবেশ করিলে, ঋষ্যশৃঙ্গ, সহধর্ম্মিণী শান্তার সহিত সমুচিত সমাদরে সৎকৃত হইয়া অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই প্রশান্তমূর্ত্তি তাপসের প্রস্থান-কালে, রাজা দশরথ স্বয়ং অসংখ্য সৈন্যগণে সমাবৃত হইয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। রঘুকুল-তিলক মহীপাল এইরূপে সমস্ত অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে বিদায় করিয়া পুত্রোৎপত্তি-প্রত্যাশায় পরমসুখে পুরমধ্যে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে, রাজমহিষীদিগের গর্ভের উপচয় হইতে লাগিল। মুখশশী প্রভাতশশীর ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ও শরীর নিতান্ত অলস হইয়া উঠিল। আভরণের কথা আর কি কহিব, দুর্ব্বলতায় অঙ্গুলিও যেন ক্রমে ভারবোধ হইতে লাগিল। কি আহার, কি বিহার, কি শয়ন, কি উপবেশন, সকল কার্য্যেই তাঁহাদিগের একান্ত ঔদাস্য জন্মিল। মৃত্তিকায় শয়ন ও মৃত্তিকাভক্ষণ এই দুইটি কার্য্যে একান্ত অভিলাষ হইতে লাগিল। মহীপাল মহিষীদিগের গর্ভ-দোহদ দর্শন করিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। অন্তঃপুরবাসিনী বয়স্যাদিগের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। মহারাজ দশরথের অতুল ঐশ্বর্য্য, কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। রাজমহিষীরা যখন যাহা অভিলাষ করিতেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ সম্মুখে দেখিতে পাইতেন।

এইরূপে ছয় ঋতু উত্তীর্ণ ও দ্বাদশ মাস পরিপূর্ণ হইলে, নৃপতি পরমাহ্লাদে প্রেয়সীদিগের প্রসবকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, চৈত্রমাসের নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের সঞ্চার হইলে, রবি, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি ও শুক্র এই পঞ্চ গ্রহ মেষ, মকর, তুলা, কর্ক্কট ও মীন এই পঞ্চ রাশিতে গমন করিলে, বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত শুভ কর্কট-লগ্নে উদিত হইলে, মহীপালের প্রধানা মহিষী কৌশল্যা বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশভূত দিব্য-লক্ষণ-সম্পন্ন, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত লোহিতলোচন মহাবাহু মহাভাগ দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীরস্বর জগতের অধীশ্বর লোকাভিরাম শ্রীরামচন্দ্রকে প্রসব করিলেন। দেবমাতা অদিতি, দেব-প্রধান বজ্রপাণি পুরন্দরকে প্রসব করিয়া, এবং পার্ব্বতী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সুর-সেনাপতি ষড়াননকে ক্রোড়ে পাইয়া, যে প্রকার অতুল আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, রাজ-মহিষী কৌশল্যাও সেইরূপ আনন্দবর্দ্ধন বীর-চূড়ামণি পুত্ররত্ন প্রসব করিয়া অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর, শুভ মীনলগ্নে, পুষ্যা নক্ষত্রে, মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীর গর্ব্ভ হইতে সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণের চতুর্থাংশভূত গুণগ্রাম-সমলঙ্কৃত সত্য-পরাক্রম মহাবীর ভরত ভূমিষ্ঠ হইলেন। তৎপরে, ভগবান্ সূর্য্যদেব শুভ কর্কট-লগ্নে উদিত হইলে, অশ্লেষা নক্ষত্রে, কনিষ্ঠা মহিষী সুমিত্রা বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশভূত অতুলবল-সম্পন্ন সর্ব্বাস্ত্রবিৎ মহাত্মা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রবস করিলেন।

এইরূপে সূর্য্যবংশাবতংস মহীপাল দশরথের অশেষ-গুণাকর সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্রিয়দর্শন অনুরূপ চারিপুত্র উৎপন্ন হইলে, পুরবাসী পুরন্ধ্রীবর্গ এবং অপরাপর পৌরজনের আনন্দের আরপরিসীমা রহিলনা। গন্ধর্ব্বেরা মনেরউল্লাসে সুমধুর সঙ্গীত ও অপ্সরা সকল প্রীতমনে চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেবলোকে দেবগণ আনন্দ-সূচক দুন্দুভিধ্বনি করিতেলাগিলেন। নভোমণ্ডলহইতে অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাজধানী মহোৎসবময়, নগর আনন্দময় ও পথসকল কোলাহলময় হইয়া উঠিল। অযোধ্যার কোন স্থানে নৃত্যগীত, কোন স্থানে নানাবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। পথঘাট সমস্ত নট ও নর্ত্তকে পরিপূর্ণ এবং লোকারণ্য হইল। শ্রোতাগণ শ্রুতি-সুখকর সঙ্গীত শ্রবণে অপরিসীম হর্ষ লাভ করিয়া, বহুমূল্য পারিতোষিক দ্বারা গায়কদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। রাজা দশরথ সূত, মাগধ ও বন্দীদিগকে প্রীতি-প্রফুল্ল মনে যথোচিত পারিতোষিক প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বহু-সংখ্য গোধনে এবং প্রার্থনাধিক ধনে পরিতুষ্ট করিলেন। কি দীন, কি দুঃখী, কি অনাথ, কি অন্ধ, যে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিল রাজা দশরথ অকুণ্ঠিত মনে তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করিলেন। তাহারাও অভিলাষানুরূপ অর্থলাভ করিয়া মহারাজের জয় হউক বলিয়া চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

অনন্তর, দ্বাদশদিবস অতীত লইলে বশিষ্ঠদেব হৃষ্টমনে

রাজকুমারদিগের নামকরণ করিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত এবং সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম লক্ষ্মণ, অপরটির নাম শত্রুঘ্ন রাখিলেন। তনয়-চতুষ্টয়ের নামকরণ উপলক্ষে মহীপাল বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ এবং নগর ও জনপদবাসী আপামর সাধারণ জনগণকে অপর্য্যাপ্তরূপ ভোজন করাইয়া প্রভূত ধন বিতরণ করিলেন। শেষাবস্থায় পুত্রচতুষ্টয়ের মুখাবলোকন করিয়া, দশরথের যে প্রকার আহ্লাদ জন্মিয়াছিল; অভিলাষানুরূপ অর্থলাভ করিয়া দীন দুঃখী লোকেরাও ততোধিক আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। ক্রমে, জাতকর্ম্ম প্রভৃতি শুভ সংস্কার সমস্ত সুচারু রূপে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। কুমারেরাও দিন দিন শশাঙ্ক-রেখার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

রাজার পুত্রদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুণ-শ্রেষ্ঠ রাম কেতুর ন্যায় ইক্ষ্বাকু-বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা পিতার প্রীতিকর ও স্বয়ম্ভূর ন্যায় সকলের প্রেমাস্পদ হইয়া উঠিলেন। অসামান্য গুণ গ্রাম-সম্পন্ন এই রাজকুমারেরা যদিচ সকলেই সাধারণের হিতানুষ্ঠানে তৎপর, জ্ঞানবান্ ও বেদবিৎ ছিলেন; তথাপি ইহাদিগের মধ্যে সেই সত্যপরাক্রম প্রিয়দর্শন রামই শারদীয় শশাঙ্কের ন্যায় সকলের প্রণয়ভাজন হইয়া উঠিলেন। কি অশ্বারোহণ, কি গজারোহণ, কি রথচর্য্যা, কি ধনুর্ব্বিদ্যা, রাম সকলবিষয়েই সম্পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন; এবং পিতৃশুশ্রূষায়

বিলক্ষণঅনুরাগ প্রকাশকরিতেন। লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণ বাল্য-কালাবধি স্বভাবত সেই লোকাভিরাম শ্রীরামের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেন। এমন কি, পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ আপনার শরীর অপেক্ষাও রামের হিতানুষ্ঠান করা ভাল বাসিতেন। তিনি রাম ব্যতিরেক নিদ্রা যাইতেন না; জননীরা মিষ্টান্ন প্রদান করিলে, রাম ব্যতিরেকে কদাচ আহার করিতেন না। কিসে রাম ভাল থাকিবেন, ভাল পরিবেন, ভাল খাইবেন, সুখে শয়নকরিবেন,সুখে বিহার করিবেন, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ সর্ব্বদা এই সকল চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। যখন রাম, অশ্বে বা গজে আরোহণ করিয়া মৃগয়ার্থ নির্গত হইতেন, তখন তিনি,সুতীক্ষ্ণ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় শরীর রক্ষণার্থ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেন; যখন রাম শয়ন করিতেন, তখন দাসেব ন্যায় তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতেন, রামও আপনার বহিশ্চর দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় লক্ষ্মণকে ভাল বাসিতেন। যেমন লক্ষ্মণ রামের, সেইরূপ শত্রুঘ্নও ভরতের সবিশেষ প্রণয়-ভাজন ছিলেন। মহীপাল দশরথ এইরূপে বৃদ্ধাবস্থায় সচ্চরিত্র পুত্রচতুষ্টয়ের পিতা হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

একদা মহারাজ দশরথ কুমারদিগের অসাধারণ গুণবত্তা জ্ঞানবত্তা, লজ্জাশীলতা ও দূরদর্শিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল সন্দর্শন করিয়া, বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের বিবাহের নিমিত্ত চিন্তা করিতেছেন; এমন সময়ে

মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার প্রত্যাশায় দ্বারদেশে সমাগত হইয়া, দ্বারপাল-দিগকে কহিলেন, ওহে দ্বারপালগণ! আমি কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র। তোমারা ত্বরায় মহারাজের নিকট আমার আগমন সংবাদ দেও। তখন দ্বার রক্ষকেরা মহর্ষির আদেশ শ্রব।মাত্র অতিমাত্র ভীত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাজভবনাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে মহীপালের নিকট উপস্থিত হইয়া.করযোড়ে নিবেদন করিল, মহারাজ! মহর্ষি কুশিক-তনয় আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নি-মিত্ত দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নরপতি এইসংবাদ পাইবামাত্র, দেবরাজ ইন্দ্র যেপ্রকার বৃহস্পতির প্রত্যুদগমন করেন, সেইরূপ সেই শংসিতব্রত কুশিক নন্দনের প্রত্যুদগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। তেজঃ-প্রদীপ্ত মহর্ষি বিশ্বামিত্রও নরপতি প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহার এবং তদীয় কোষ, নগর, জনপদ ও বন্ধু-বান্ধব সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন. নরনাথ! আপনকার উদ্দীপ্ত-তেজঃ-প্রভাবে সামন্ত রাজা সকলে ত সন্নত আছে? অরিকুল ত সমুলে নির্ম্মূল হইয়াছে? দৈবিক ও মানুষিক কার্য্য ত নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ পাইতেছে?

অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতি অপরাপর ঋষিদিগের সন্নিহিত হইয়া পরম্পরাগত শিষ্টা-চারানুসারে তাঁহাদিগের অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে রাজভরনে প্রবেশ পূর্ব্বক সমাদরে

সৎকৃত হইয়া যথানিয়মে উপবিষ্ট হইলে, উদারপ্রকৃতি রাজা দশরথ বিনীত বাক্যে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহর্ষে। বারিশূন্য প্রদেশে ধারাবাহী বারিবর্ষণের ন্যায়, পুত্র-হীন ব্যক্তির অনুরূপ ভার্য্যার গর্ব্ভে পুত্রোৎপত্তির ন্যায়, অপহৃত পদার্থের পুনঃপ্রাপ্তির ন্যায়, উৎসবকালীন হর্ষের ন্যায় এবং সুধারস লাভের ন্যায়, আপনকার শুভাগমনে আমার মহতী প্রীতি জন্মাইতেছে। আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আপনকার শুভাগমনে অদ্য আমার জন্ম সফল ও জীবন চরিতার্থ হইল। আপনকার যোগ-পবিত্র শরীর সন্দর্শন করিয়া অদ্য আমার চর্ম্মচক্ষু দর্শনপিপাসায় পরিতৃপ্ত হইল। আহা! আমি জন্মান্তরে কতই বা পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলাম; কতই বা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; তাহা না হইলে, সামান্য কারণে, ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের শুভ দর্শন লাভের আর সম্ভাবনা কি? ব্রহ্মন্ আপনি সামান্য নহেন; অগ্রে অতি কঠোর তপস্যা সাধন করিয়া রাজর্ষিত্ব, তৎপরে, ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন। আপনকার তপঃ-প্রতাপে ত্রিলোক উত্তাপিত হইয়া থাকে। যোগবলে কিছুই আপনকার অসাধ্য নহে। এক্ষণে আপনকার এই পরম পবিত্র আগমন আমার অতিশয় বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। প্রভো! আপনার দর্শনমাত্রে আমার এ পাপ দেহ পবিত্র হইয়াছে। এক্ষণে যদর্থে আগমন করিয়াছেন, প্রার্থনা করি, তাহা সবিশেষ করিয়া বলুন; আপনকার নিয়োগে অনুগ্রহ বোধ করিয়া, আমি

প্রীতমনে তাহাই সম্পাদন করিব। এ বিষয়ে আপনকার কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি অবশ্যই আপনার নিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইব। আপনি আমার পরম দেবতা ও পরম গুরু। আপনার আগমনে আমার যে ধর্ম্ম সঞ্চয় হইল, তাহা আমার পক্ষে মহান্ অভ্যুদয়, সন্দেহ নাই।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

মহাত্মা কুশিক-তনয় বিশ্বামিত্র, বাক্য-বিশারদ রাজা দশরথের এইরূপ শ্রবণমধুর হৃদয়হারী বিনীত বাক্য শ্রবণে একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি বিশুদ্ধ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। বিশেষতঃ সাক্ষাৎ তপোমূর্ত্তি ভগবান্ বশিষ্ঠদেব আপনকার সহকারী মন্ত্রী; সুতরাং এরূপ সদ্ভাব-গর্ভ বচন-বিন্যাস আপনকার উপযুক্তই হইতেছে। আপনি ভিন্ন, এমন মনোহারিণী কথা আর কোথায় কর্ণগোচর হয় না। এক্ষণে আমি যে কার্য্যের প্রসঙ্গ করিব, তৎসাধনে আপনাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে।

মহারাজ! সম্প্রতি আমি এক যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠানার্থ দীক্ষিত হইয়াছি। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে না হইতেই ব্রত-বিদ্বেষী পাপ মারীচ ও সুবাহু নামক কামরূপী মহাবল

দুই নিশাচর উঁহার নানাপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করে। তাহারা কখন রুধিরধারা বর্ষণ, কখন বা মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া যাগ যজ্ঞের নানাপ্রকার অন্তরায় উৎপাদন করিয়া থাকে। আমি সেই ভীষণ দৈত্যদিগের উপদ্রবে নিতান্ত উপদ্রুত হইয়া, উপায়ান্তরাভাবে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। নরনাথ! এই যজ্ঞ সাধন-কালে কাহাকেও অভিসম্পাত করা কর্ত্তব্য নহে; এই কারণে আমি স্বীয় ব্রহ্ম-কোপানলে তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করি নাই। অতএব প্রার্থনা করি, আপনি কাক-পক্ষ-ধারী * সত্যপরাক্রম রঘুবীর রামকে আমার হস্তে অর্পণ করুন। রাম আমার প্রযত্নে প্রতিপালিত হইয়া, স্বীয় দিব্যতেজঃ প্রভাবে অবলীলাক্রমে ঐ সমস্ত ব্রত-বিদ্বেষী নিষ্ঠুর নিশাচরদিগের প্রাণ সংহার করিবেন। মহারাজ! যাহাতে রামের কীর্ত্তি ত্রিলোকে চিরস্থায়িনী হয়, আমা হইতে ইঁহার সেই শ্রেয়োলাভ হইবে। আপনি ভীত হইবেন না। আপনি অবিচারিত মনে নিঃসংশয় চিত্তে, রামকে পাঠাইয়া দেন। রঘুবীর রাম অবলীলাক্রমে তাহাদের প্রাণ বিনাশে সমর্থ হইবেন। দুরাচারদিগের প্রাণ সংহার করিতে রাম ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নাই। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, ঐ দুই নৃশংস নিশাচর, রামশরে অবশ্যই সমরে, শয়ন করিবে। আমি একান্তমনে বলিতেছি, বলবীর্য্যে বা সংগ্রাম-কৌশলে,

---

* বালকদিগের কপোল-সমীপে বিলম্বিত কেশপাশের নাম কাক পক্ষ।

তাহারা কখনই রামের অনুরূপ নহে। নরমাংস-লোলুপ ঐ দুই নিশাচর অচিরাৎ কালগ্রাসে নিপতিত হইতে অভিলাষী হইয়াই এত গর্ব্বিত ও উদ্ধত হইয়াছে। নরনাথ! আমি, বশিষ্ঠদেব এবং অপরাপর সংশিতব্রত মহর্ষিগণ, আমরা সকলেই সমাধি-বলে সেই সত্যপরাক্রম ও মহাত্মা * রামকে বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি; অতএব এক্ষণে বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ যদি এ বিষয়ে সম্মত হন এবং ইহ লোকে যদি আপনকার অক্ষয়-ধর্ম্মলাভের ও প্রভূত-যশোলাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, রঘু-প্রদীপ শ্রীরামকে আমার হস্তে অর্পণ করিতে আর অমত করিবেন না। আমি স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত নিতান্ত ভীত ও অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আর দেখুন, এক্ষণে রামচন্দ্রের শৈশব কাল অতীত হইয়াছে; সুতরাং তাহার

* এখানে, বিশ্বামিত্র "অহং বেদ্মি মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমং। বশিষ্ঠোঽপি মহাতেজা যে চান্যে তপসি স্থিতাঃ"। এই শ্লোক-স্থিত মহাত্মা ও সত্যপরাক্রম এই দুইটী বিশেষণ এবং রাম শব্দের অনুগত অর্থ দ্বারা রামের পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা, মহাত্মা-অপ্রাকৃত দিব্য মঙ্গল শরীর ধারী। সত্যপরাক্রম-সর্ব্বদা একরূপ পরাক্রমশালী, অর্থাৎ কি শৈশবে, কি যৌবনে, কি বার্দ্ধক্যে, সকল কালেই যাঁহার পরাক্রম একরূপ থাকে। রাম- সর্ব্বদা পূর্ণমনোরথ হওয়ায় যিনি পরমানন্দস্বরূপে নিরন্তর আপনাতেই রমণ করিতেছেন অথবা এই চরাচর বিশ্বে যিনি অন্তরাত্মা স্বরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে রমণ করিতেছেন, তিনি রাম।

সঙ্গে সঙ্গে, পিতা মাতার প্রতি তৎকালোচিত আসক্তিও অনেক শিথিল হইয়া গিয়াছে। অতএব আর বিলম্ব করিবেন না। এক্ষণে ত্বরায় শোক-সংবরণ-পূর্ব্বক প্রসন্ন মনে আমার মনোরথ সফল করুন। আপনকার মঙ্গল হইবে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র এইরূপ ধর্ম্মানুগত ও সদর্থ-সঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

বিংশ অধ্যায়।

মহীপাল দশরথ, মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ হৃদয়-বিদারণ বচন-বিন্যাস শ্রবণে, শোকে একান্ত অধীর হইয়া মুহূর্ত্তকাল হতচেতন হইয়া রহিলেন; কিয়ৎকাল পরে চেতনা সঞ্চার হইলে, অপেক্ষাকৃত কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে ও করযোড়ে কহিতে লাগিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে রামের বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসরও হয় নাই; অতএব এমন সুকুমার শরীরে আমার পদ্মপলাশ লোচন রাম, নিতান্ত-কঠোর-শরীর নিশাচরের সহিত সংগ্রামে কোন রূপেই সাহসী হইবে না। তপোধন! আমি অক্ষৌহিণী * সেনার অধীশ্বর।

* এক রথ, এক গজ, তিন অশ্ব এবং পাঁচ জন পদাতির নাম এক পত্তি; এইরূপ তিন পত্তির নাম এক সেনামুখ; তিন সেনামুখে এক গুল্ম; তিন গুল্মে এক গণ; তিন গণে এক বাহিনী; তিন বাহিনীতে এক পৃতনা; তিন পৃতনাতে এক চমূ; তিন চমূতে এক অনীকিনী; দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী; সমষ্টিতে অক্ষৌহিণীর সংখ্যা—২১৮৭০০

এতদ্ভিন্ন এই সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত সাংগ্রামিক বীর পুরুষেরাও আমার একান্ত নিদেশানুবর্ত্তী। রাক্ষদিগের সহিত সমরে ইহারা বিলক্ষণ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব আমি স্বয়ং এই সমস্ত সেনাসমভিব্যাহারে গমন করিয়া নিশাচরদিগের সহিত সংগ্রাম করিব। আমি স্বয়ং সুতীক্ষ্ণ-শর-সংহিত শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আপনকার যজ্ঞ রক্ষা করিব। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ সেই সমস্ত দুরাচার নিশাচরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে, আমি অণুমাত্রও শৈথিল্য প্রকাশ করিব না। আমি সসৈন্যে যাত্রা করিলে, আপনকার যজ্ঞও নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ পাইবে। আমার জীবনেরজীবন রামচন্দ্রকে কোনক্রমেই যাইতে দিব না। রাজীবলোচন রাম নিতান্ত বালক। মুনিবর! দেখুন দেখি, এখন পর্য্যন্তও যাহার বাল্য-কালোচিত চাঞ্চল্য-ভাব দূরীকৃত হয় নাই, অস্ত্রবিদ্যায় বা যুদ্ধকৌশলে এখন পর্য্যন্তও যাহার পটুতা জন্মে নাই; সে রাম কিরূপেই বা বিপক্ষের বলাবল বিচার করিবে; কিরূপেই বা কূটযোধী প্রবল শক্রদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধ করিবে। ভগবন! আপনি প্রসন্ন হউন। আমিস্বয়ং আপনকার সহিত সসৈন্যে যাত্রা করিয়া প্রাণপণে সেই ব্রতবিদ্বেষী বিপক্ষ-কুল নিধন করিব। আপনি, আমার জীবিত-নিদান লোচনা-নন্দবর্দ্ধন রামচন্দ্রকে কদাচ লইয়া যাইবেন না। আর দেখুন, এক্ষণে আমার ষষ্টি সহস্র বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। আমি এমন প্রাচীন বয়সে অতিক্লেশে রাজীবলোচনকে

ক্রোড়ে পাইয়াছি। রাম আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর; জীবন হইতেও ভালবাসার ধন। আমি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব হৃদয়ানন্দ-বর্দ্ধন রামকে ভীষণ শত্রুমুখে বিদায় দিয়া কি আর জীবিত থাকিতে পারি? রাম ব্যতীত মুহূর্ত্ত-কাল জীবিত থাকাও আমারপক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিবে। অতএব আমি জীবিত থাকিতে আমাব জীবনের জীবনকে কোন ক্রমেই পাঠাইয়া দিব না। কুশিকনন্দন! যদিচ রামের জন্য আপনকার এতই আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত আমাকেও সঙ্গে করিয়া লউন। তাহা হইলে, আমার হৃদয়ানন্দ-বর্দ্ধনকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া,অগ্রে আমিই শত্রুমুখে সংগ্রাম করিব। তপোধন! আপনি যে সকল রাক্ষসের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহারা কে? কাহার পুত্র? তাহাদের আকার প্রকার ও বিক্রমই বা কিরূপ? এবং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভারই বা কাহার প্রতি অর্পিত রহিয়াছে? আর আমরা কি প্রকারে সেই সমস্ত কপট-যোদ্ধা পাপাত্মাদিগের প্রতিকার করিতে সমর্থ হইব, এবং কি প্রকারেই বা সেই সমস্ত ভীষণ বিপ-ক্ষের সম্মুখে সমরে নির্ভয়ে অবস্থান করিব। আপনি এই সমস্ত বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

তৎশ্রবণে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ! আমরা শুনিয়াছি, রাবণনামে পুলস্ত-বংশীয় মহাবল পরাক্রান্ত এক রাক্ষসরাজ আছে। পামর, ব্রহ্মার বরে নিতান্ত গর্ব্বিত ও বহুসংখ্য রাক্ষসগণে সমাবৃত হইয়া নিরন্তর

ত্রিলোক উৎপীড়িত করিতেছে। শুনিলাম, সে মহর্ষি বিশ্বশ্রবার পুত্র এবং যক্ষরাজ কুবেরের ভ্রাতা। দুরাত্মা অবজ্ঞা করিয়া স্বয়ং যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করে না। মারীচ ও সুবাহুনামে দুই দুর্দ্দান্ত দানব তাহারই নিয়োগে আমাদের যজ্ঞ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিয়া বিরত হইতে না হইতেই রাজা দশরথ সভয়ান্তঃকরণে কম্পিত কলেবরে কহিতে লাগিলেন, তপোধন! আমি, সেই পাপপরায়ণ দুরাত্মা দুরন্ত রাবণের সহিত সংগ্রাম করিতে পারিব না। তাহার সুতীক্ষ্ণ প্রতাপে কোন্ বীর পুরুষের হৃদয় কম্পিত না হয়। তাহার কোপানলে কোন্ আয়ুষ্মান্ ব্যক্তির পরমায়ু ভস্মীভূত না হয়। ভগবন্! আপনকার নিকট হীনবীর্য্য মনুষ্যের কথা আর কি কহিব, দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বেরাও তাহার সুদুঃসহ পরাক্রম সহ্য করিতে পারেন না। রাবণ, রণক্ষেত্রে বলগর্ব্বিত বীর পুরুষদিগকেও অবলীলাক্রমে অভিভূত করিয়া থাকে। অতএব তাহার বা তদীয় সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার কদাচই সাহস হইতেছে না। আপনি সসৈন্যই হউন, বা আমার তনয়কেই সঙ্গে লউন, তাহার সহিত সংগ্রামে কখনই তিষ্ঠিতে পারিবেন না। তাহার সহিত সমরে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। আপনি কদাচ এমন বিষম সাহসের কার্য্যে সাহসী হইবেন না। আর দেখুন, আমার রাম একে ত বালক; দ্বিতীয়ত সে আজিও যুদ্ধের কিছুই

জানে না। আমি কোন্ সাহসে সেই অমূল্য নিধিকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিব। সুন্দ ও উপসুন্দের পুত্র মারীচ ও সুবাহু সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় করালদর্শন। তাহারাই আপনকার যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমি জানিয়া শুনিয়া আমার জীবিত-নিদানকে সাক্ষাৎ কালকবলে কি নিমগ্ন করিতে পারি? বরং বলেন ত আমিই সবান্ধবে গিয়া তাহাদের অন্যতরের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসি। নতুবা আমি সবান্ধবে গললগ্নীকৃত-বাসে আপনকার অনুনয় করিয়া কহিতেছি; আপনি প্রসন্ন হউন; আমার জীবিতনিদান রামচন্দ্রের প্রতি সকরুণে দৃষ্টিপাত করুন এবং অনুগ্রহ করিয়া তাহার প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করুন।

একবিংশ অধ্যায়।

রাজা দশরথ এইরূপ স্নেহগদ্গদ বচনে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে নিরাশ করিলে, তিনি ঘৃতাহুত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধভরে অতিশয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তৎকালে তাঁহার কোপানল প্রদীপ্ত দেখিয়া দেবগণের অন্তরেও ভয়সঞ্চার হইতে লাগিল। তদীয় ক্রোধবেগ উদ্বেল হইয়া সমস্ত ধরাতল একেবারে বিচলিত করিয়া তুলিল। মহর্ষি

রোষ কষায়িত লোচনে নরপতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অতিকঠোর বাক্যে বলিলেন, মহারাজ! আপনকার অসম্ভাবিত ব্যবহার দর্শনে, আমি নিতান্ত চমৎকৃত হইলাম। আপনি প্রথমে আমার প্রার্থনা পূরণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; অবশেষে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হওয়া কি আর্য্য জনের কার্য্য? রঘুবংশীয় পূর্ব্বতন সৎপুরুষেরা এরূপ অসদ্ব্যবহারে ত কখনই পবিত্র বংশকে দূষিত করেন নাই। আপনি এক্ষণে প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনে অস্বীকৃত হইয়া, সেই চিরবিশুদ্ধ ইক্ষ্বাকু-বংশকে অভিনব কলঙ্কস্পর্শে দূষিত করিতে কি অভিলাষী হইয়াছেন? আপনকার এ অত্যাচারে অবশ্যই ইক্ষ্বাকু-বংশ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। নরনাথ! এক্ষণে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও কুলক্ষয় করাই যদি আপনকার অভিমত হয়; বলুন, আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই। আপনি আমাকে বঞ্চনা করিয়া ভঙ্গপ্রতিজ্ঞ হইয়া সুহৃদ্গণের সহিত সুখে কাল হরণ করুন।

এইরূপে, মহাতেজা বিশ্বামিত্রের ক্রোধবেগ উদ্বেল হইলে, সুধীর বশিষ্ঠদেব ত্রিলোক একান্ত আকুল দেখিয়া দশরথকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায় ইক্ষ্বাকু-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং আপনিও অতিধীর ও সৎস্বভাব-সম্পন্ন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা ভবাদৃশ সৎপুরুষের কার্য্য নহে। দেখুন দেখি, আপনি এত দিন যে সুধার্ম্মিক, সত্য-পরায়ণ ও

সত্য-প্রতিজ্ঞ বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দিতেন, এখন প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে, আপনকার সে সত্যবাদিতা, সে সুধার্ম্মিকতা, সে সত্যপ্রতিজ্ঞতা, সকলই যে আকাশকুসুমের ন্যায় একেবারে অলীক হইয়া উঠিবে। অতএব আপনি কদাচ অধর্ম্ম পথে পদার্পণ করিবেন না। যদি আপনি অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে, আপনকার চিরসঞ্চিত উজ্জ্বল যশোরাশি এই দণ্ডেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। মহারাজ! এক্ষণে আমার কথা রাখুন। আপনি অবিচারিত মনে রামচন্দ্রকে পাঠাইয়া দেন। রাম অস্ত্র শিক্ষা করুন বা নাই করুন, হুতাশন যেমন অমৃতের, মহর্ষি বিশ্বামিত্রও সেইরূপ শ্রীরামের রক্ষক হইলে. রাক্ষসেরা কদাচ তদীয় সুদুঃসহ বীর্য্য সহ্য করিতে পারিবে না। সূর্য্যবংশাবতংস রাম মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় আপনকার পবিত্র বংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ এবং ইনিই তপস্যার একমাত্র আশ্রয় ও অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ। এই স্থাবর-জঙ্গমময় বিশ্বসংসারে প্রাণীগণ অবিদ্যা-বিমোহিত হইয়া ইহাকে জানিতে পারে না এবং পারিবেও না। নরনাথ! অন্যের কথা আর কি কহিব; কি দেবগণ, কি ঋষিগণ, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি কিন্নর, কি উরগ, কেহই ইহাঁর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। আর এই যে মহর্ষিকে দেখিতেছেন; ইনিও সামান্য নহেন, এই কুশিক-তনয় যখন রাজ্যশাসন

করিতেন। তৎকালে, ভগবান্ শূলপাণি ইহাঁকে কতকগুলি অব্যর্থ অস্ত্র প্রদান করেন। সেই সমস্ত অস্ত্র কৃশাশ্বের পুত্র এবং দক্ষ প্রজাপতির কন্যা জয়া ও সুপ্রভার গর্ব্ভসম্ভূত। পূর্ব্বে জয়া বরলাভ করিয়া অসুর-সৈন্য সংহার-বাসনায় অদৃশ্যরূপ সুদুঃসহ পঞ্চাশৎ এবং সুপ্রভা ও সংহারনামক পরমোৎকৃষ্ট পঞ্চাশৎ অস্ত্র প্রসব করেন। এই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র নিতান্ত দুঃসহ, দীপ্তিশীল, ও বিজয়প্রদ। ইহাদিগের শক্তির পরিচ্ছেদ করা যায় না। এই কুশিক-তনয় বিশ্বামিত্র, সেই সমস্ত অস্ত্র সবিশেষ অবগত আছেন এবং যোগবলে অপরাপর অপূর্ব্ব অস্ত্রবিদ্যা-বিশেষেরও সৃষ্টি করিতে পারেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই ইহাঁর অবিদিত নাই। অতএব মহারাজ! ইহাঁর সহিত রামচন্দ্রকে পাঠাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবেন না। এই তেজঃপ্রদীপ্ত ত্রিকালদর্শী মহর্ষি সমাধি-বলে স্বয়ংই রাক্ষসকুল নিধন করিতে পারেন, কেবল রামচন্দ্রের হিতার্থ হীনবীর্য্যের ন্যায় আপনকার নিকট আসিয়া প্রার্থনা-দৈন্য প্রকাশ করিতেছেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সদুপদেষ্টা বশিষ্ঠ মহাশয় এইরূপ হিতগর্ত্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে, সূর্য্যবংশাবতংস রাজা দশরথ যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্রের সহিত রামচন্দ্রকে পাঠাইতে তাঁহার আর কিছুমাত্র আশঙ্কা রহিল না। মহীপাল হৃষ্টান্তঃকরণে রাম ও লক্ষ্মণকে তথায় উপনীত হইতে আদেশ করিলেন। রামচন্দ্রও পিতার আদেশ পাইবামাত্র অনুজ লক্ষ্মণের সহিত অবিলম্বে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ভ্রাতার সহিত তথায় উপনীত হইলে, জননী কৌশল্যা ও পুরোহিত বশিষ্ঠদেব তাঁহাদিগের প্রস্থানোচিত সমস্ত মঙ্গল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দিলেন। রাজর্ষি দশরথ প্রীত মনে কুমারদ্বয়ের মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিয়া, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহর্ষিও তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তপোবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে, রাজীবলোচন রাম ও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণকে বিনীত বদনে মহর্ষির অনুসরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া, মান্দ্য, শৈত্য ও সৌগন্ধ তিন প্রকার বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। নভোমণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবদুন্দুভির ধ্বনি আরম্ভ

হইল। অযোধ্যার চতুর্দ্দিকে শুভসূচক শঙ্খনিনাদ হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাম, তৎপশ্চাৎ কাকপক্ষধারী লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন। এই দুই সুকুমার রাজকুমারদিগের শরাসন, তূণীর, অঙ্গুলীত্রাণ ও খড়্গ অতিমাত্র শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। ইহাঁরা স্কন্ধে কোদণ্ড ও পৃষ্ঠে তূণীর সংযোজিত করিয়া ত্রিশীর্ষ উরগের ন্যায় যখন মহর্ষির অনুসরণ করেন, তৎকালে, পুরবাসিগণ বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, আহা। এরূপ রমণীয় রূপ ত কখন নয়নপথের অতিথি হয় নাই। বোধ হইতেছে যেন, স্বয়ং অশ্বিনীকুমারদ্বয় ভগবান লোকপিতামহ ব্রহ্মার, অথবা সুর-সেনাপতি ষড়ানন ও বিশাখ উভয়ে, ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতির অনুগমন করিতেছেন। তাহা না হইলে, নরলোকে এরূপ দেবদুর্ল্লভ রূপের আর সম্ভাবনা কি? ফলতঃ তাঁহাদিগের গমনকালে দশ দিকে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় শোভার আবির্ভাব হইয়াউঠিল।

অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজকুমারদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া, অযোধ্যা নগরী হইতে অর্দ্ধ যোজন পথ অতিবাহিত করিয়া স্রোতস্বতী সরযূর দক্ষিণ তীরে, "রাম" এই মনোহর পবিত্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক স্নেহ-সম্ভাষণে কহিলেন, বৎস রাম! এই নদী হইতে জল লইয়া আচমন কর; আর অনর্থক কালাতিপাত করিও না। আমি তোমাকে বলা

ও অতিবলা নামক দুইটি বিদ্যা প্রদান করিতেছি। এই বিদ্যাদ্বয়ের প্রভাবে, বহু পর্য্যটনেও তোমার কিছুমাত্র শ্রান্তি বোধ হইবে না এবং বহু কষ্টেও তোমার আকারের কোন প্রকার ব্যতিক্রম বা অঙ্গদৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইবে না। নিদ্রিত বা কার্য্যান্তর-প্রসঙ্গে অসাবধান থাকিলেও এই বিদ্যাদ্বয়ের প্রভাবে, কপটযোধী নিশাচরেরা তোমায় কখন পরাভব করিতে পারিবে না। রাম! ঐ মন্ত্রদ্বয় জপ করিলে, কেবল এই পৃথিবীতে নহে, ত্রিলোকমধ্যেও তোমার তুল্য বলবান বা বীর্য্যবান কেহ দৃষ্টিগোচর হইবে না; কি তত্বজ্ঞানে, কি দাক্ষিণ্যে, কি সৌভাগ্যে, কি সূক্ষ্মার্থ-বোধে, তুমি সকল বিষয়ে সকলকে অতিক্রম করিতে পারিবে। এই বিদ্যাবলে, বাদীর প্রতি প্রত্যুত্তর প্রদানে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। ক্ষুধা বা পিপাসা তোমায় কদাচ ক্লেশ দিতে পারিবে না। বলা ও অতিবলা নাম্নী এই দুইটি বিদ্যা অভ্যাস করিলে, ভূমণ্ডলে তোমার সমান যশস্বী আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। অমিতপ্রভা এই দুই বিদ্যা ভগবান লোকপিতামহ ব্রহ্মার কন্যা এবং সকল প্রকার জ্ঞানের প্রসূতি। তোমাকে উহা প্রদান করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। তুমিই বিদ্যা-গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। বৎস! যদিচ তোমার শরীর, সদ্‌গুণের আকর; তথাপি নিয়মপূর্ব্বক দুইটি বিদ্যা অভ্যাস করিয়া রাখিলে, সমধিক উপকারের সম্ভাবনা।

সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্র মহর্ষির বাক্য শ্রবণমাত্র স্রোত-

স্বতী সরযূর সলিলে বিধিপূর্ব্বক আচমন করিয়া সহাস্য বদনে পবিত্রান্তঃকরণে, বিশ্বামিত্র হইতে বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটি বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। এই দুই বিদ্যা গ্রহণ করিবামাত্র তাঁহার কলেবর শরৎকালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল।

ক্রমে রজনী উপস্থিত। রজনীর প্রারম্ভে রাম, গুরুদেবের প্রতি শিষ্যোচিত সায়ংকালীন কার্য্যকলাপ যথাবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে লইয়া, সুখময় সরযূ-তটে সুমধুর কথা প্রসঙ্গে পরম সুখে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষিমুখে সুরস ইতিহাস শ্রবণে ব্যাসক্ত ছিলেন; সুতরাং রাজপুত্রদিগের নিতান্ত অযোগ্য তৃণপত্রময়ী ক্লেশকরী শয্যা আশ্রয় করিয়াও কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিতে হইল না। মুনিদত্ত-মন্ত্র-প্রভাবে বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখই অনুভূত হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া সস্নেহ নয়নে রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! প্রাতঃসন্ধ্যার বেলা

উপস্থিত। এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচক্রিয়া ও সন্ধ্যাবন্দনাদি যথাবিধি সম্পাদন কর।

রঘুকুল-তিলক রাম, কুশিকাত্মজের স্নেহময় সম্ভাষণে লক্ষ্মণের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া নির্ম্মল সরযূ-জলে স্নান, অর্ঘ্যদান ও সাবিত্রীজপ সমাপন করিলেন। পরে দুই ভ্রাতা তপোধন বিশ্বামিত্রকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রীত মনে দণ্ডায়মান হইলেন। মহর্ষিও উভয়কে সঙ্গে লইয়া পরমানন্দে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে একস্থলে দেখিতে পাইলেন, ত্রিপথবাহিনী সুর-তরঙ্গিণী জাহ্নবী সরযূর প্রবাহে মিলিত হইয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছেন। এই গঙ্গা-সরযূর শুভসঙ্গম স্থলে এক পবিত্র আশ্রমপদ আছে। ঐ আশ্রমে বহুসংখ্য সংশিতব্রত মহর্ষিগণ বহুসহস্র বৎসর অতিকঠোর তপস্যা করিতেছেন। উভয় ভ্রাতা এই রমণীয় আশ্রমপদ অব-লোকন পূর্ব্বক পরম আহ্লাদিত হইয়া ঋষিপ্রবীণ বিশ্বা-মিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! এই মনোহর আশ্রমে কোন্ মহাত্মা অবস্থান করিতেছেন? এবং উহা কাহার সম্পত্তি? আপনি অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন; উহা শুনিতে আমাদের একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

তৎশ্রবণে মহর্ষি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাম! এটি যাঁহার আশ্রম ছিল; আমি তাহা সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে কাম বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দেশ

করিয়া থাকে, সেই অনঙ্গদেব পূর্ব্বে অঙ্গবান্ ছিলেন। তাঁহারই এ আশ্রম। একদা ভগবান্ দেবাদিদেব কৈলাস-নাথ সমাধি ভঙ্গ করিয়া সুরগণ-সমভিব্যাহারে বিলাস-কাননে গমন করিতে ছিলেন; এই অবসরে নির্ব্বোধ কন্দর্প কার্য্যাকার্য্য-বিবেচনা বিমূঢ় হইযা, সহসা তাঁহার চিত্তবিকার উৎপাদন করেন। ভগবান্ শূলপাণি, তন্নি-বন্ধন নিতান্ত-রোষ-পরতন্ত্র হইয়া এক ভয়াবহ হুঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোপ-কষায়িত লোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাত মাত্র তদীয় কোপা-নলে কন্দর্প দেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় স্খলিত ও ভস্মী-ভূত হইযা গেল; এবং তদবধি তিনিও অনঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। রঘুবর! এই স্থানে অনঙ্গ দেবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভস্মসাৎ হইয়াছিল; এই নিমিত্ত এ প্রদেশের নাম অঙ্গদেশ হইয়াছে। রাম! এই সমস্ত সংশিতব্রত সুধার্ম্মিক ঋষিগণ পরম্পরাক্রমে তাঁহারই শিষ্য। ইহাঁরা সর্ব্বদা সমাহিত চিত্তে পরমব্রহ্মের ধ্যান করিয়া থাকেন। তপঃপ্রভাবে ইহাঁদিগের চিত্ত পরম পবিত্র। পাপ ইহাঁ-দিগের তেজোময় শরীর কদাচ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। বৎস! আমরা এই গঙ্গাসরযূর পবিত্র সঙ্গম স্থলে যামিনী যাপন করিয়া কল্য পার হইয়া যাইব। এক্ষণে আইস, আমরা এই বিশুদ্ধ সঙ্গমে অবগাহন পূর্ব্বক পবিত্র হইযা পুণ্যাশ্রমে প্রবেশ করি। অদ্য এই মনোহর আশ্রমপদে অবস্থান করিলে আমরা পরমানন্দে রজনী অতিবাহিত করিতে পারিব।

বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে এইরূপ কহিতেছেন, ইতিমধ্যে তপোবনবাসী তাপসেরা, যোগচক্ষু দ্বারা তাঁহাদিগেকে সমাগত দেখিয়া, পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং অবিলম্বে নিজ আশ্রমে লইয়া গিয়া, প্রথমে মহর্ষি, তৎ পশ্চাৎ রাম, তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মণের যথোচিত অতিথিসৎকার করিলেন। পরে তাঁহারা মহর্ষি কুশিকাত্মজের এবং রাম ও লক্ষ্মণের অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া নানা প্রকার নীতিগর্ব্ভ সৎকথা-প্রসঙ্গেসকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ দিবা অবসান হইয়া আসিল। সায়ংকাল উপস্থিত। তাপসগণ একাগ্র চিত্তে যথাবিধানে সায়ংকালোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি নির্ব্বাহ করিয়া, সুমধুর স্বরে সামবেদ গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর, শয়নকাল সমাগত হইলে, তপোবনবাসী তপোধনগণ তাঁহাদিগকে বিশ্রাম স্থলে লইয়া গিয়া আশ্রমোচিত পর্ণশয্যা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। বিশ্বামিত্রও সেই সমস্ত আতিথেয় তাপসদিগের সহিত পরম হর্ষে সর্ব্বসুখাস্পদ আশ্রমপদে অবস্থান করিয়া, সুরস ইতিহাস-প্রসঙ্গে প্রিয়দর্শন রাম ও লক্ষ্মণের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

এইরূপে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইলে, প্রভাত-সময়ে, রাজীবলোচন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে মহর্ষিকে পুরস্কৃত করিয়া ভাগীরথীর তীরে উপনীত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে, আশ্রমবাসী তাপসেরা একখানি সুদৃশ্য তরণী আনয়ন করিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! আপনি রাজকুমারদিগকে সঙ্গে লইয়া এই নৌকায় আরোহণ করুন; আর বিলম্ব করিবেন না।

তখন বিশ্বামিত্র ঐ সকল তাপসের বাক্যে সম্মত হইয়া এবং তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্মান করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সেই সাগরবাহিনী ভাগীরথী পার হইতে লাগিলেন। নৌকা যখন জাহ্নবীর জলরাশি ভেদ করিয়া চলিল, তখন সেই সুর-তরঙ্গিণীর তরঙ্গ-সঙ্ঘ-সম্বর্দ্ধিত কর্ণভেদী ভীষণ নিনাদ তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর, তরণী ক্রমশঃ গঙ্গার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে, এই কোলাহল শব্দের কারণ অবগত হইতে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! আমাদের তরণী সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গমালা নিপীড়িত করিয়া যে প্রবাহিত হইতেছে,

তজ্জন্যই কি এমন তুমুল শব্দ উত্থিত হইয়াছে? মহর্ষি রামচন্দ্রের মুখে এইরূপ কৌতুক-পূর্ণ বচন-বিন্যাস শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজীবলোচন! পূর্ব্বে ভগবান্ সর্ব্বলোক-বিধাতা পিতামহ কৈলাস পর্ব্বতে মন দ্বারা একটি রমণীয় সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সরোবর ব্রহ্মার মানস হইতে আবির্ভূত বলিয়া উহার নাম মানস সরোবর হইয়াছে। আর এই যে নদী অযোধ্যাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, উহা সেই মানস সরোবর হইতে নিঃসৃত এবং তন্নিবন্ধন, উহাব নাম সরযূ হইয়াছে। বৎস! ঐ নদীদ্বয় এখানে একত্র মিলিত হইয়া প্রবাহিত হওয়াতেই এমন কোলাহল জলকল্লোল কর্ণগোচর হইতেছে। এক্ষণে তোমরা সমঃসমাধান পূর্ব্বক এই পবিত্র দুই নদীকে প্রণাম কর।

তখন ধর্ম্মপরায়ণ রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষির বাক্যে ভক্তি-ভাবে নদীদ্বয়কে প্রণাম কবিয়া দক্ষিণ তীর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে, জনসঞ্চাব-পরিশূন্য এক ভয়াবহ বিপিনপ্রদেশ রামচন্দ্রের নেত্রপথে নিপতিত হইল। রাজকুমার, সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘোরতর অরণ্য দর্শনে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! এ অরণ্যটি কি দুর্গম! উহার মধ্যে বহুসংখ্য বিকটাকৃতি বিহঙ্গমকুল ভয়ঙ্কর স্বরে অনবরত রব করিয়া বেড়াইতেছে। সিংহ, শার্দ্দূল ও বরাহপ্রভৃতি হিংস্রক জন্তুগণ হৃদয়-বিদারণ চীৎকার করিতে করিতে এ দিক্ ও দিক্ প্রধাবিত

হইতেছে। ধব, অশ্ব, কর্ণ, ককুভ, বিল্ল, তিন্দুক, পাটল ও বদরী প্রভৃতি গগনস্পর্শী তরুরাজি চতুর্দ্দিকে বিরাজিত রহিয়াছে। এবং উহার মধ্যভাগে, ঝিল্লিকাগণ নিরন্তর রব করিতেছে। ভগবন্! জন্মাবধি এমন ভয়াবহ অরণ্য ত কখন আমার নয়নগোচর হয় নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এটি কোন্ দুরাত্মার কানন?

রাজকুমার এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি উত্তর করিলেন, বৎস! যে দুরাত্মা এই ভয়প্রদ বনপ্রদেশ অধিকার করিয়াছে; আমি তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। বহুকাল হইল, এই নির্জন প্রদেশে, মলদ ও কারুষ নামে দেবনির্ম্মিত দুই সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। পূর্ব্বে বজ্রপাণি পুরন্দর বৃত্রাসুরের প্রাণ সংহার করিয়া ক্ষুধিত, মলদিগ্ধ ও ব্রহ্মহত্যাপাপে পরিলিপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে দেবগণ ও ঋষিগণ দেবরাজের এতাদৃশী শোচনীয় দশা সন্দর্শন করিয়া গঙ্গাজলপূর্ণ কলস দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলেন এবং তদীয় শরীরজ মল ও কারুষ (ক্ষুধা) এই ভূভাগে পরিত্যাগ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। তখন ইন্দ্রদেব, পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধ শরীর লাভ করিয়া প্রীতি-বিস্ফারিত লোচনে এই ভূভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন যে, যখন, এই প্রদেশ আমার শরীরজ মল ও কারুষ ধারণ করিল, তখন ইহা মলদ ও কারুষ নামে দুইটি অতি সমৃদ্ধ জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। দেবরাজ

অসীম হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক এইরূপ বর দান করিলে, দেবগণ তাঁহাকে বার বার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বৎস! মলদ ও কারুষ নামক এই দুইটি জনপদ বহুকালাবধি অতি সমৃদ্ধ ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল।

অনন্তর, কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, তাড়কানাম্নী ভীষণাকৃতি এক দুশ্চরিত্রা যক্ষী এই দুই জনপদ বিনষ্ট করে। এই তাড়কা স্বয়ং সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে। ইহার পুত্রের নাম মারীচ। মারীচের আস্যদেশ অতিশয় বিস্তৃত; শরীর সুদীর্ঘ; বাহুদ্বয় বর্তুলাকার; মস্তক অত্যন্ত ভীষণ; বলবিক্রম নিতান্ত দুঃসহ। এই ঘোরদর্শন রাক্ষস নিরন্তর প্রজাগণের মনে ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে। রঘুবর! এক্ষণে এ তাড়কা অর্দ্ধযোজনের কিঞ্চিৎ অধিক দূরে পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। অতঃপর আমাদিগকে সেই দুষ্টচারিণীর দুর্গম বন দিয়া গমন করিতে হইবে। অতএব তুমি অবধান পূর্ব্বক স্বীয় বাহুবলে তাহার প্রাণ সংহার করিও। আমার নিদেশে এই ভয়াবহ প্রদেশ তোমাকে আবার নিষ্কণ্টক ও সুখভোগ্য করিতে হইবে। ঐ ঘোরদর্শনা নিশাচরীর অত্যাচারে এই সর্ব্বসুখাস্পদ জনপদ এক্ষণে কেবল হিংস্রক জন্তুগণের সুখাস্পদ হইয়াছে। বৎস! যে কারণে, এ প্রদেশ এরূপ ভযাবহ ও জনশূন্য হইয়াছে; এই আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

পুরুষোত্তম রাম অমিতপ্রভাব মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখে এইরূপ শোচনীয় ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! শুনিয়াছি, যক্ষজাতির বলবীর্য্য অতি যৎসামান্য; তবে, সে অবলা কিরূপে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে?

তৎশ্রবণে বিশ্বামিত্র কহিলেন, রামচন্দ্র! তাড়কা অবলা ও যক্ষী হইয়াও যে কারণে এরূপ বলগর্ব্বিতা হইয়াছে; আমার নিকট তাহাও শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সুকেতু নামে প্রবলপ্রতাপ এক যক্ষরাজ ছিল। এক সময়ে, সে সন্তান-কামনায় সদাচার-ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক অতি-কঠোর তপোনুষ্ঠান করে। সর্ব্বলোক-বিধাতা তদীয় তপস্যায় অতিশয় প্রীত হইয়া, তাড়কা নামে এক কন্যা-রত্ন তাহাকে প্রদান করেন এবং ঐ কন্যার শরীরে সহস্র হস্তীর বল যোজনা করিয়া দেন; কিন্তু তাদৃশ বল-বান্ পুত্র প্রদান করিলে, পাছে ত্রিলোকের উৎপীড়িন উপ-স্থিত হয়, এই শঙ্কায় তৎকালে তাঁহার পুত্র-মনোরথ পূরণ করিলেন না। অনন্তর, ঐ তাড়কা ক্রমশঃ শৈশব কাল অতিবাহিত করিয়া যৌবনপ্রারম্ভে দর্শনীয় কান্তি ধারণ করিলে, জম্ভ-নন্দন সুন্দ তাহার পাণিগ্রহণ করে। কাল-

ক্রমে সুন্দসঙ্গমে সুন্দরী গর্ব্ভবতী হইলে, ঐ গর্ব্ভে মারীচ নামে এক পুত্র জন্মে। এই মারীচ শাপপ্রভাবে এক্ষণে রাক্ষসকলেবর ধারণ করিয়াছে। বৎস! যে কারণে দুরাত্মার এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল; আমার নিকট তাহাও শ্রবণ কর।

মহর্ষি অগস্ত্য কোন এক অপরাধে সুন্দের প্রাণ বিনাশ করিলে, তাড়কা ও মারীচ ক্রোধে আক্রান্ত অধীর হইয়া ঋষিকে ভক্ষণ করিবার প্রত্যাশায় মুখব্যাদান পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন ভগবান্ অগস্ত্য দেব, সুকেতুসুতাকে সুতের সহিত এরূপ করাল বদনে আগমন করিতে দেখিয়া প্রথমে মারীচকে কহিলেন, রে পাপাত্মন্ মারীচ! আমার অভিশাপে তুই অচিরাৎ রাক্ষস-কলেবর ধারণ করিয়া থাক্। ঋষিবর মারীচকে এই-রূপে অভিসম্পাত করিয়া, পরিশেষে রোষকষায়িত লোচনে তাড়কাকেও কহিলেন, আঃ পাপীয়সি! তুই যে এমন ভয়াবহ বেশবিন্যাস করিয়া মাদৃশ মনুষ্যের প্রাণ বিনাশে অভিলাষী হইয়াছিস্, এজন্য অচিরাৎ এই যক্ষীরূপ পরি-ত্যাগ করিয়া দারুণ রাক্ষসীরূপ ধারণ কর। বৎস রামচন্দ্র! সেই অবধি তাড়কা অগস্ত্যশাপে জাতক্রোধ হইয়া তাঁহারই এই পবিত্র আশ্রমপদ উৎসন্ন করিতেছে। এক্ষণে তুমি এই ঘোরদর্শনা পাপীয়সী রাক্ষসীর প্রাণ সংহার করিয়া গো ব্রাহ্মণের হিত সাধন কর। এই দুর্ব্বিনীতা নিশাচরীকে কালগ্রাসে নিপাতিত করে, তুমি ভিন্ন, ত্রিলোকমধ্যে এমন

লোক কোথাও লক্ষিত হয় না। পুরুষোত্তম! স্ত্রীবধ করিতে হইবে বলিয়া, তুমি কিছুমাত্র ঘৃণা বা সঙ্কোচ করিও না। চতুর্ব্বর্ণের হিতসাধনার্থ এ কার্য্য রাজপুত্র-দিগের অকার্য্য নহে। যাঁহারা রাজ্যভার বহনে দীক্ষিত হইয়াছেন, প্রজাবর্গকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহা-দিগকে, কি নৃশংস, কি অনৃশংস, কি যশস্কর, কি অযশস্কর, সকল প্রকার কার্য্যই নির্ব্বাহ করিতে হয়; এবং ইহাই তাঁহাদিগের একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম। আর দেখ, স্ত্রীহত্যা অধর্ম্ম-জনক হইলেও দুর্ব্বিনীতাদিগের প্রাণ বিনাশ করিতে বিচক্ষণেরা অণুমাত্রও কাতরতা প্রকাশ করেন না। আমরা শুনিয়াছি; পূর্ব্বকালে বিরোচন-সুতা মন্থরা একদা পৃথিবী বিনাশের সঙ্কল্প করিয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র তদীয় অত্যাচারে ভূলোক নিতান্ত ব্যাকুল ও শোক-সঙ্কুল দেখিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। এবং শুক্রের জননী একদা সুর-নিপীড়িত অসুরগণের অনুরোধে দেবতা-বিনাশে অভিলাষী হইয়াছিলেন, পরে দেবরাজের প্রার্থ-নায় সকললোক-ভাবন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে নিহত করেন। অতএব বৎস! তুমি, স্ত্রীহত্যায় ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আমার নিদেশে অবিচারিত মনে সেই নৃশংস নিশাচরীকে সংহার কর।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

রঘুকুল-শ্রেষ্ঠ রাম মহর্ষির এইরূপ সুমিষ্ট বাক্যে যথোচিত সন্তুষ্ট হইয়া করপুটে কহিলেন; ভগবন্! আসিবার সময় পিতৃদেব, গুরু-সন্নিধানে আমাকে আদেশ করিযাছিলেন যে বৎস রাম! ঋষিজনের নিদেশ ইক্ষ্বাকুবংশীয় পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের শিরোভূষণ ছিল। তাঁহারা প্রাণান্তেও তৎপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইতেন না। দেখিও সেই চিরবিশুদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশ যেন, ঋষিবাক্য-প্রত্যাখ্যানরূপ কলুষসাগরে নিমগ্ন না হয়। অতএব দেখুন, প্রথমতঃ আমার সেই পূজ্যপাদ পিতার নিদেশ, দ্বিতীয়তঃ জগদ্বিখ্যাত ইক্ষ্বাকু-কুলের গৌরব, তৃতীয়তঃ আপনকার আদেশ; এই সমস্ত কারণে আপনার যেরূপ আজ্ঞা; আমি তাহাই প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে আমি, গো, ব্রাহ্মণ ও দেশের হিতসাধনার্থ নিশাচরীকে নিশ্চয়ই নিধন করিব।

অরি-নিসূদন রাম এই বলিয়া, স্বীয় শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক ভীষণ রবে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

ঐ ঘোরতর টঙ্কার শব্দে চতুর্দ্দিক্ পরিপূরিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অরণ্যের জীব জন্তু সমস্ত ভীত ও চকিত হইয়া প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাড়কা অকস্মাৎ সেই মর্ম্মভেদী দুঃসহ নিনাদ শ্রবণমাত্র একান্ত আকুল হইয়া কোপকম্পিত-কলেবরে ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। তখন বীরচূড়ামণি রামচন্দ্র সেই বিকৃতদর্শনা বিকটাননা দীর্ঘাঙ্গী নিশাচরীকে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! পাপীয়সীর আকার কি ভয়ঙ্কর! উহাকে দেখিলে, কোন্ প্রাণীর প্রাণ বিকম্পিত না হয়? কি ভীরু, কি সাহসী, এ রূপে, বোধ হয়, সকলকেই চকিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। দেখ ভাই, এক্ষণে আমি ঐ মায়াবিনীর নাসিকা কর্ণ ছেদন করিয়া দূর হইতেই উহাকে নিবৃত্ত করি; অথবা উহার পরপরাভব-শক্তি ও অপ্রতিহত গতি উভয়ই অপহরণ করিয়া লই। কিন্তু বৎস! উহাকে বধ করিতে আমার কোন মতেই অভিলাষ হইতেছে না; স্ত্রীজাতি সহস্র অপরাধ করিলেও, সহস্র অত্যাচার করিলেও, পরিণামদর্শিবা ক্রোধবশতঃ কখন তাহার প্রাণ বিনাশ করেন না।

রাম, লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ক্রোধ-বিমোহিতা তাড়কা তালতরু-সন্নিভ দুই বাহু উদ্ধৃত করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক প্রবল বেগে আগমন করিতে লাগিল। তখন ঋষিপ্রবীণ বিশ্বামিত্র, নিতান্ত

ভয়াবহ বেশে নিশাচরীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া হুঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাকে ভৎসনা এবং বিজয়ী হও বলিয়া, রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে তাড়কা ক্ষণমাত্রেই কুমারদ্বয়ের সন্নিহিত হইয়া দুরন্ত রাক্ষসী মায়া বিস্তার পূর্ব্বক অনবরত শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহার পাদাহত ধূলিপটল, নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া প্রলয়কালীন মেঘমণ্ডলের ন্যায় ঘোরতর তিমিরে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মহাবীর রাম তখন আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় শাণিত শর বর্ষণ দ্বারা রাক্ষসীর শিলাবর্ষণ নিবারণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তদীয় প্রকাণ্ড বাহুযুগল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাড়কা রাম-শরে ছিন্নভুজা ও নিতান্ত পরিশ্রান্তা হইয়াও তাঁহাদিগের সম্মুখে গিয়া আস্ফালন ও ভীষণ রবে চীৎকার করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্রোধে অধীর হইয়া একমাত্র শরে তাহার নাসিকা কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তখন তাড়কা আপনার বিকৃত বেশ দেখিয়া, প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধভরে একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এবং নিদারুণ রাক্ষসী মায়ায় কুমারদিগকে বিমোহিত করিয়া বিবিধ রূপ অবলম্বন পূর্ব্বক কখন রণস্থল হইতে অন্তর্ধান, কখন শিলাবৃষ্টি, কখন বা ভীষণ রবে চীৎকার করিয়া প্রচণ্ডবেগে সমরাঙ্গণে সঞ্চরণ করিতে

লাগিল। বিশ্বামিত্র অবিশ্রান্ত শিলাবর্ষণে ভ্রাতৃদ্বয়কে একান্ত আকুল দেখিয়া রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রঘুবীর! আর ঘৃণা করিও না। এই যজ্ঞ-বিনাশিনী যক্ষী ক্রমশই আপনার মায়াবল পরিবর্দ্ধিত করিবে। এক্ষণে প্রায় সায়ংকাল উপস্থিত। শুনিয়াছি, নিশীথ প্রারম্ভে নিশাচরেরা একান্ত ভীষণ ও নিতান্ত দুর্নিবার হইয়া উঠে। অতএব বৎস! সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইতে না হইতেই ইহাকে সংহার কর। আর বিলম্ব করিও না।

তাড়কা এত ক্ষণ অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাম, মহর্ষির বাক্য শ্রবণমাত্র আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাকে কণ্ঠস্বরানুসারী শরনিকরে রোধ করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষসী সেই শাণিত শরে নিরুদ্ধ হইয়া মায়াবল লব্ধ নিজ প্রচ্ছন্ন ভাব তৎকালে পরিত্যাগ করিল এবং বজ্রের ন্যায় প্রবল বেগে প্রধাবিত হইয়া রামের সম্মুখে ঘোরতর সিংহ নাদ করিতে লাগিল। মহাবীর রাম স্বীয় সুতীক্ষ্ণ শরে তৎক্ষণাৎ তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তাড়কা ঐ বাণাঘাতে প্রচুর পরিমাণে রুধির বমন করিতে করিতে অমনি ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

ইন্দ্রাদি দেবগণ গগণমার্গে আরোহণ পূর্ব্বক এই ঘোরতর সমর সন্দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারা তাড়কাকে রামশরে সমরে শয়ন করিতে দেখিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন এবং রামচন্দ্রের প্রতি অসীম সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিয়া কহি

লেন, মুনিবর! আমরা সূর্য্যবংশাবতংস দশরথাত্মজের এই সমস্ত অলৌকিক কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। এক্ষণে রাজকুমারের প্রতি আপনাকে একটি স্নেহের কার্য্য করিতে হইবে। প্রজাপতি কৃশাশ্বের তপোবললব্ধ অমোঘপরাক্রম তনয়গণকে আপনি প্রসন্ন মনে পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করুন। রাম আপনকার দানের উপযুক্ত পাত্র এবং আপনকারই শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত। বিশেষতঃ এই শত্রুনিসূদন দয়াময় দাশরথি হইতে সুরগণের মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। দেবগণ আগ্রহাতিশয় সহকারে এইরূপ কহিয়া, ঋষিবরকে সমুচিত সংকার পূর্ব্বক প্রীতমনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত। মহর্ষি তাড়কাবধে একান্ত প্রীত হইয়া রামচন্দ্রের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক স্নেহসম্ভাষণে কহিলেন, প্রিয়দর্শন! ভগবান্ মরীচিমালী স্বীয় ময়ূখমালা একত্রিত করিয়া এক্ষণে অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। তদীয় অরাতিকুল অন্ধকার-নিচয় সময় পাইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পুনর্ব্বার স্বীয় শরীরের পুষ্টি সাধন করিতেছে। অতএব আইস, আমরা আজি এই অরণ্যেই অবস্থান করি; কল্য প্রাতে আমার আশ্রমে যাইব। রাম বিশ্বামিত্রের প্রিয়সম্ভাষণে পরম প্রীতি লাভ করিয়া পরমসুখে সেই স্থানে শর্ব্বরী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দশরথ-তনয় শ্রীরাম দুর্ব্বিনীতা তাড়কার প্রাণ সংহার করিয়া দেবতা, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সৎপুরুষদিগের মুখে ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিলেন। ঐ দিবসাবধি সেই কাননপ্রদেশ কণ্টকশূন্য হইয়া চৈত্ররথ কাননেবন্যায় পূর্ব্ববৎ লোকলোচনের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র তাড়কাবধে একান্ত প্রীত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত পরমসুখে সেই কাননে নিদ্রিত হইলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর, রজনী প্রভাত হইলে, কুশিক-তনয় প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে রামচন্দ্রকে অবলোকন ও আলিঙ্গন করিয়া সহাস্য আস্যে ও মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, বৎস রামচন্দ্র! এই কার্য্যে আমি তোমার প্রতি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তন্নিবন্ধন কতকগুলি দিব্যাস্ত্র তোমায় প্রদান করিব। সুর, অসুর. সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ রণক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও যে সকল অস্ত্র প্রভাবে তুমি অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে; যে সমস্ত অস্ত্রজাত অভ্যস্ত করিলে, ধরাতলে তোমার সমকক্ষ প্রতিপক্ষ আর কুত্রাপি লক্ষিত হইবে না; এবং যাহাদিগের শক্তি অতীব অদ্ভুত; রাক্ষসগণের বিনা-

শার্থ আমি তোমাকে, দিব্য দণ্ডচক্র, অরাতিগণের দুঃসহ ধর্ম্মচক্র,কালরূপী কালচক্র, বীর্য্যবান্ বিষ্ণুচক্র, অতি উগ্র ঐন্দ্রচক্র, সুতীক্ষ্ণ শৈবশূল, বজ্র, ব্রহ্মশিরাস্ত্র, ঐষীকাস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র, মোদকী ও শিখরী নামক প্রদীপ্ত দুই গদা, ধর্ম্ম-পাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক ভীষণ অশনিদ্বয়, শত্রুবিনাশন পিনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, শিখরনামক অসহ্য আগ্নেয়াস্ত্র, মুখ্য বায়ব্যাস্ত্র, হয়শিরা নামক অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুষল, কাপাল ও কিঙ্কিনী প্রভৃতি সেই সমস্ত শত্রুসন্ত্রাসক সমন্ত্রক অস্ত্রজাল প্রদান করিতেছি। প্রিয়দর্শন! রাক্ষস-বংশধ্বংস করিবার জন্য তুমি আমার নিকট হইতে, বিদ্যাধরাস্ত্র, প্রস্বাপনাস্ত্র, প্রশমনাস্ত্র,সৌম্যাস্ত্র,বর্ষণাস্ত্র, শোষণাস্ত্র, সন্তাপনাস্ত্র, বিলা-পনাস্ত্র, তামসাস্ত্র, সৌমনাস্ত্র, সম্বর্ত্তাস্ত্র, মৌষলাস্ত্র,সত্যাস্ত্র, মায়াময়াস্ত্র, সোমাস্ত্র, শিশিরাস্ত্র, মোহন ও মানবক নামক গান্ধর্ব্বাস্ত্র, তেজঃপ্রভ নামক শত্রুতেজোপকর্ষণ সৌরাস্ত্র, মদনের প্রিয় নিতান্ত দুঃসহ মাদনাস্ত্র, নন্দন নামক অসি-রত্ন ও শীতশর এই সমস্ত কামরূপী মহাবল অস্ত্রশস্ত্রও গ্রহণ কর। এসকল অস্ত্রের প্রভাবে তুমি অক্লেশেই রাক্ষস-কুল সংহার করিতে পারিবে।

ঋষিবর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া প্রীতমনে পূর্ব্বাস্যে উপবেশন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্তিমিত লোচনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণেরও দুর্ল্লভ ঐ সকল মূর্ত্তিমান্ অস্ত্রজাল শ্রীরামের সম্মুখে

প্রাদুর্ভূত হইয়া বিনয়াবনত্র বদনে করযোড়ে কহিল ; রঘুবীর ! আমরা এক্ষণে আপনকার কিঙ্কর ও একান্ত নিদেশানুবর্ত্তী। আপনার যেরূপ আদেশ ;আমরা অকুণ্ঠিত-চিত্তে তৎসম্পাদনে প্রস্তুত আছি।

রঘুকুল-তিলক রাম, কিঙ্করের ন্যায় সবিনয়ে সম্মুখীন সেই সমস্ত দিব্যাস্ত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে তাহাদিগের করস্পর্শ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, দিব্যাস্ত্রগণ ! এখন তোমরা আপন আপন অভিলষিত স্থানে প্রস্থান কর। কার্য্যকালে স্মরণ করিবামাত্র উপস্থিত হইয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিও। তখন দিব্যাস্ত্রগণ প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রীত-মনে প্রস্থান করিল। রামও গুরুদেব বিশ্বামিত্রের প্রতি শিষ্যোচিত ভক্তিযোগ প্রদর্শন পূর্ব্বক গমনের উপক্রম করিতে লাগিলেন।

কৃপাপরতন্ত্র রামচন্দ্র এইরূপে পবিত্র শরীরে সমুদায় অস্ত্রশিক্ষা করিয়া সহাস্য মুখে গমন করিতে করিতে মহর্ষিকে কহিলেন, গুরো ! আপনকার প্রসাদে অস্ত্র লাভ করিয়া, হীনবীর্য্য মনুষ্যের কথা আর কি কহিব, আমি দেবগণেরও দুরতিক্রমণীয় হইয়াছি। কিন্তু এই সমস্ত অস্ত্রের উপসংহার শিক্ষা করিতে আমার সাতিশয় কৌতূ-হল উপস্থিত হইয়াছে। প্রিয়দর্শন রাম এইরূপ প্রার্থনা করিলে, মতিমান্ মহর্ষি কুশিকতনয় ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমিই দানের উপযুক্ত পাত্র। রহস্য

বিষয় দান করিতে সকলেই ভবাদৃশ সৎপুরুষের অন্বেষণ করিয়া থাকে; এই বলিয়া মহর্ষি তাঁহাকে সেই সমস্ত সংহারমন্ত্র প্রদান করিয়া পরিশেষে কহিলেন, কমললোচন! তুমি সত্যবৎ, সত্যকীর্ত্তি, শতোদর, শতবক্ত্র, শকুন, সৌমনস, সর্পনাথ, অবাঙ্মুখ, অর্চিমালী, ধৃতিমালী, ধৃষ্ট, দৃঢ়নাভ, ডুন্দুনাভ, সুনাভ, স্বনাভ, দৈত্যপ্রমথন, দশাক্ষ, দশশীর্ষ, শুচিবাহু, মহাবাহু, বিনিদ্র, বিমল, বিকচ, বিধূত, বৃত্তিমান্, বরুণ, করবার, কামরূপ, কামরুচি, পিত্র্য, পন্থান, পরাঙ্মুখ, প্রতিহার, রতি, বভস, রুচির, নিষ্কলি, নৈরাশ্য, মকর, মোহ, ধন, ধান্য, আবরণ, জৃম্ভক, জ্যোতিষ, যোগন্ধর, লক্ষ্য ও অলক্ষ্য; মহর্ষি কৃশাশ্ব তনয় দেদীপ্যমান হুতাশনকল্প কামরূপী মহাবল এই সকল দিব্যাস্ত্র গ্রহণ কর। দিব্য-দেহযুক্ত ঐ সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে কেহ জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ; কেহ ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ; এবং কেহ কেহ বা ঘননির্ম্মুক্ত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাজাল-জড়িত ও সুখপ্রদ। রিপুদল-দলনে উহারা সুপটু ও প্রয়োক্তার বিজয়প্রদ। অতএব তুমি পবিত্র মানসে পরমাদরে ঐ সকল অস্ত্র শিক্ষা কর।

তখন বিচক্ষণ রাম, যে আজ্ঞা বলিয়া ঋষি-প্রদত্ত অস্ত্র সকল সমাদরে গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিবামাত্র ঐ সমস্ত অস্ত্রগণ অমনি স্ব স্ব দেহ-প্রভায় আকাশমণ্ডল উদ্দীপিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং বিনয়নম্র বদনে মধুর বচনে ও ভক্তিভাবে রামচন্দ্রকে সম্বোধন

করিয়া কহিল, পুরুষোত্তম! এই আমরা আপনকার সমক্ষে কিঙ্করের ন্যায় উপস্থিত হইলাম; এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনকার কোন্ কার্য্য সাধন করিব। রাম কহিলেন, দিব্যাস্ত্রগণ। এখন তোমরা স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে প্রস্থান কর; কার্য্যকালে স্মরণ করিলে, উপস্থিত হইয়া আমার সহায়তা সম্পাদন করিও। রাম এইরূপ আদেশ করিলে, অস্ত্রগণ যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহার নিদেশ শিরোধার্য্য ও তাঁহাকে আমন্ত্রণ এবং প্রদক্ষিণ করিয়া নিজ নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিল।

এইরূপে লোকাভিরাম শ্রীরাম, প্রয়োগ ও উপসংহারের সহিত সমন্ত্রক অস্ত্র সকল সম্যক্ শিক্ষা করিয়া মৃদুমন্দ গমনে গমন করিতে লাগিলেন, এবং কিয়দ্দূর গিয়া সুমিষ্ট বচনে ঋষিশ্রেষ্ঠ কুশিকতনয়কে কহিলেন, তপোধন! ঐ পর্ব্বতের অদূরে নিবিড় মেঘমণ্ডলের ন্যায় মহীরুহদল অবিরল ভাবে শোভা পাইতেছে। আহা! ঐ স্থানটি কি রমণীয়! উহার চতুর্দ্দিকে ভীরুস্বভাব মৃগসকলেও নিঃশঙ্কচিত্তে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। বিহঙ্গমকুল অকুতোভয়ে মনোহর স্বরে গান করিতে করিতে দলবদ্ধ হইয়া একবৃক্ষ হইতে একবার উড্ডীন হইতেছে; আবার বৃক্ষান্তরে নিপতিত হইয়া চঞ্চুপুটে সুস্বাদু ফল আস্বাদন করিতেছে। এখানে হিংসা বা দ্বেষের লেশমাত্র লক্ষিত হইতেছে না। বোধ হয় শান্তিদেবী কলহপ্রিয় লোকসমাজের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াই যেন এই নিবিড়

অরণ্যে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছেন। আমরা একটি ভয়াবহ জনশূন্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আসিলাম; কিন্তু এই প্রদেশ সুখসঞ্চারের যোগ্য ও যোগীদিগের বাসোপযোগী দেখিয়া একটি আশ্রমপদ বলিয়া বোধ হইতেছে। গুরো! এই শ্রমনাশন আশ্রমটি কোন্ মহাত্মার সম্পত্তি? তাহা আপনি সবিশেষ কীর্ত্তন করুন; আর যেখানে সেই নরমাংসলোলুপ নৃশংস নিশাচরেরা করাল বেশ ধারণ পূর্ব্বক আপনকার অভিলষিত ব্রতের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে; এবং যথায় আপনকার নিয়ম রক্ষা ও তাহাদিগের প্রাণ হিংসা করিতে হইবে, সে আশ্রমটিই বা আর কতদূর হইবে? অনুগ্রহ করিয়া তাহাও এক্ষণে কীর্ত্তন করুন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

রাম একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ত্রিলোকদর্শী মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কহিলেন, প্রিয়দর্শন! এই যে আশ্রমটি দেখিতেছ, উহা ভগবান্ বামনদেবের পূর্ব্বাশ্রম। এই আশ্রমে তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম সিদ্ধাশ্রম হইয়াছে। বৎস! পূর্ব্বে সুরবৃন্দ-বন্দিত ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ,

যিনি যোগীদিগের হৃদয়মন্দিরে পরমানন্দ স্বরূপে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন এবং যিনি তপোময় ও তপস্যার একমাত্র আশ্রয় ; তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষেরা, যাঁহার পবিত্র শরীরে এই চরাচর বিশ্বসংসার সমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকেন ; যিনি স্বপ্রকাশ ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ ; মায়া-মোহিত মানবদিগকে সৎপথ দেখাইবার নিমিত্ত, তিনি স্বয়ং তপস্বিবেশ ধারণ পূর্ব্বক বহুসহস্র বৎসর এই পবিত্র আশ্রমে অতিকঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে, মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ বিরোচন-নন্দন বলি, দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণকে স্বীয় ভুজবীর্য্য - প্রভাবে পরাজয় করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। একদা এই অসুরেশ্বর মহা সমারোহে এক যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠানার্থ দীক্ষিত হইলে, অমরগণ অগ্নিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া এই তপোবনে ভগবানের সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে জগৎস্বামিন্ ! মহাবল বলি মহাসমারোহে এক যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতেই আপনাকে সুরগণের একটী শুভ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। দয়াময়! তাঁহার যজ্ঞের সমৃদ্ধির কথা আর কি কহিব! দীন দুঃখী লোকেরা দিগ্দিগন্ত হইতে আসিয়া, যে যাহা প্রার্থনা করিতেছে, অসুররাজ সুরতরুর ন্যায় তাহাই তাহাকে প্রদান করিতেছেন। আর শুনিলাম, যত দিন এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে, বলি, তত দিনই অর্থীজনের অভিলাষপূরণ করিবেন। অতএব প্রভো!

আপনি এই সুযোগে মায়াযোগ অলম্বন পূর্ব্বক বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া সুরগণের শুভ কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হউন।

বৎস! যখন সুরগণ বিরাটমূর্ত্তি ভগবান্ নারায়ণকে বামনরূপে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করেন্, তৎকালে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায পরম তেজস্বী দেবপ্রধান কশ্যপ সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া বরদানোন্মুখ ভক্তবৎসল মধুসূদনকে স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।

হে পরমাত্মন্! হে সর্ব্বব্যাপিন্! হে জগৎপতে! আপনি হিরণ্যগর্ভ-রূপে জগতের সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন ও শঙ্কররূপে সমুদায় সংহার করিতেছেন। আপনি তপোময়, জ্ঞানময়, জগন্ময় ও দয়ার একমাত্র আশ্রয়। আপনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, পরমোৎকৃষ্ট এবং পরমাত্মাস্বরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। জীবগণ চর্ম্মচক্ষু দ্বারা আপনকার জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র শরীর সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। আপনি স্বয়ং এই নিখিল জগতের ইয়ত্তা করিতেছেন, অথচ কেহই আপনকার প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করিতে সমর্থ নহেন। আপনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, অথচ এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ; আপনি সকলের হৃদয়মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছেন, অথচ কদাচ নয়নগোচর নহেন; আপনি স্পৃহাশূন্য; কিন্তু সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ

করিয়া থাকেন; এই বিনশ্বর প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আপনকার মহীয়সী শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু আপনি স্বয়ং জন্মমৃত্যুর আয়ত্ত নহেন; আপনি নির্গুণ, নিত্য, নিরঞ্জন ও নিষ্ক্রিয় হইয়াও মীনকূর্ম্মাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিলোকের হিত সাধন করিতেছেন। জগদীশ! আমি তপশ্চক্ষু দ্বারা অদ্য আপনকার প্রসন্ন মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলাম; আমি যোগ-চক্ষু দ্বারা আপনকার জগন্ময় শরীরে সমুদায় জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়া আজ কৃতার্থ হইলাম। দয়াময়! যাবজ্জীবন বর্ণন করিলেও যে মহিমার পরিসীমা হয় না, আমি ক্ষণমাত্র স্তব করিয়া তাহার কি ইয়ত্তা করিব?

কশ্যপ এইরূপে নানাপ্রকার স্তুতিবাদ করিলে, ভক্তবৎসল ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তাপস! আমি তোমার স্তবে পরম প্রীতি লাভ করিলাম। তুমি বরদানের উপযুক্ত পাত্র এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ প্রার্থনা কর।

তখন মরীচি-তনয় কশ্যপ পরম কারুণিক পরমেশ্বরের এইরূপ অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দয়াময়! আমি, অদিতি ও দেবগণ, আমরা সকলেই প্রার্থনা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া বামনরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক অদিতির গর্ব্ভে আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হউন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের অনুজ হইয়া শোকাকুল সুরগণের সহায়তা সম্পাদন করুন। আপনকার প্রসাদাৎ

এই স্থান, সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আপনি যে কারণে এই আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন, তাহা সুসম্পন্ন হইল; অতঃপর সুরকার্য্য সাধনে যত্নবান্ হউন। কশ্যপ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর নারায়ণ দেবমাতা অদিতির গর্ব্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহন পূর্ব্বক দেবরাজের হিতার্থ দানব-রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা চাহিলেন, এবং পাদত্রয়ে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল ত্রিলোক আক্রমণ ও বলিকে বন্ধন করিয়া সুররাজকে পুনরায় ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রদান করিলেন। ইন্দ্রদেব অপহৃত রাজ্য লাভ করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে পূর্ব্ববৎ ত্রিলোক শাসন করিতে লাগিলেন।

বৎস! বামনদেব এইরূপে সুরকার্য্য সাধন করিয়া পরে এই শ্রমনাশন আশ্রমে কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমিও সেই মহাপুরুষের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই পবিত্র আশ্রম আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি। রাম! ব্রতবিদ্বেষী নিশাচরগণ সময়ে সময়ে এই স্থানেই আগমন করিয়া থাকে এবং এই স্থলেই

তোমাকে দুরাত্মাদিগের প্রাণ বিনাশ করিতে হইবে। পুরুষোত্তম! আমরা অদ্যই এই সর্ব্বসুখাস্পদ আশ্রমপদে প্রবেশ করিব। এই আশ্রমে যেমন আমার, সেইরূপ তোমারও সম্পূর্ণ অধিকাব আছে।

এই বলিয়া মহর্ষি মনের উল্লাসে মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সেই পুণ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ কালে নীহার নির্ম্মুক্ত নিশাকরের ন্যায় তাঁহার এক প্রকার শোভা হইয়া উঠিল। সিদ্ধাশ্রমবাসী তপোধনেরা কুমারদ্বয়-সমভিব্যাহারে বিশ্বামিত্রকে আগমন করিতে দেখিয়া, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রীত মনে প্রথমে মহর্ষি, তৎপশ্চাৎ রাম, তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মণেব যথোচিত অতিথি-সৎকার করিলেন।

অনন্তর অরিনিসূদন রাম ও লক্ষ্মণ সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষণকাল মধ্যে শ্রান্তি দূর করিয়া বিনয়াবনম্র বদনে ও কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি আজিই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন; আপনকার অভিলষিত ব্রত নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইয়া এ আশ্রমের নাম সার্থক এবং আপনকাব বাক্যও যথার্থ হউক।

কুশিক-কুল-ধুরন্ধর মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগের এইরূপ বাক্য শুনিয়া ঐ দিবসেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। রজনীও উপস্থিত। রাজকুমারেরা আশ্রমোচিত শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া উভয়ে সন্ধ্যা, বন্দন, অর্ঘ্যদান ও

সাবিত্রীজপ সমাপন পূর্ব্বক, যেস্থলে মহর্ষি দীক্ষিত বেশে মৌনাবলম্বন করিয়া সুখাসীন রহিয়াছেন, তথায় উপনীত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

ত্রিংশ অধ্যায়।

দেশ-কালজ্ঞ রাম ও লক্ষ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনকার যজ্ঞরক্ষার্থ যে সময়ে নিশাচরদিগকে নিবারণ করিতে হইবে, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। দেখিবেন, সেই সময় যেন অসাবধানে অতিবাহিত না হয়। তপোবনবাসী তপোধনেরা রাজকুমারদিগের এইরূপ বাক্য শুনিয়া এবং তাঁহাদিগকে সংগ্রামার্থ সজ্জীভূত দেখিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং মৌন-ব্রতাবলম্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ দেখিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে, মহর্ষি দীক্ষিত হইয়াছেন, এবং তন্নিবন্ধন এই ছয় রাত্রি মৌনব্রতাবলম্বনেই থাকিবেন। অতএব তোমরা অদ্যাবধি ছয় দিবস সাবধান হইয়া দিবানিশি এই তপোবনের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হও। তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহাদিগের বক্যে অনুমোদন

করিলেন এবং শরসংহিত শরাসন ও তূণীর গ্রহণ পূর্ব্বক অবহিত চিত্তে তপোবনের রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই রূপে পাঁচ দিন নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইলে ষষ্ঠ দিবসে যজ্ঞবেদিতে যজ্ঞারম্ভ হইল। কুশ, কাশ, কুসুম, স্রুক্ সমিধ, চমস প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রী ঐ বেদীর চতুর্দ্দিকে আনীত হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র, ব্রহ্মা এবং পুরোহিতগণ বেদবিহিত বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবক-শিখাতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ইতি-মধ্যে আকাশমণ্ডলে এক ভয়াবহ শব্দ হইয়া উঠিল। অমনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার, কিছুই লক্ষিত হয় না। অনবরত রুধির-ধারা ও শিলাবর্ষণে যজ্ঞবেদীর নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিল। উপাধ্যায়গণ পবিত্রান্তঃকরণে প্রদীপ্ত পাবকে হোম করিতেছিলেন। সহসা এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া নিতান্ত শঙ্কাকুল হইলেন। সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগের হস্ত হইতে যজ্ঞপাত্র ও মন্ত্র স্খলিত হইতে লাগিল।

যেমন বর্ষাকালে নিবিড় জলদাবলী আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন ও জীবলোকের হৃদয় কম্পিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন পূর্ব্বক বজ্রপাত এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত করে, সহসা যজ্ঞবেদির উপর সেইরূপ ভয়াবহ ব্যাপার অব-লোকন করিয়া, রাম সসম্ভ্রমে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, নিশাচর মারীচ ও সুবাহু, অসংখ্য অনুচরের সহিত উগ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

তদ্দর্শনে তিনি লক্ষ্মণের প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, নিবিড় জলদাবলী প্রবল বায়ুবেগে যেমন সুদূরে অপসারিত হয়, আমিও অমোঘবীর্য্য মানবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দুরাত্মাকে দূর হইতেই সুদূরে অপসারিত করিয়া দিতেছি। কিন্তু ক্ষুদ্রপ্রাণী বলিয়া ইহাদের প্রাণ বিনাশে আমার কোনরূপেই অভিলাষ হইতেছে না, শত্রুনিসূদন রাম এই বলিয়া, ঈষৎ কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক আকর্ণাকৃষ্ট কার্ম্মুকে পরমোৎকৃষ্ট মানবাস্ত্র সংযোজিত করিয়া মারীচের বক্ষঃস্থলে নিঃক্ষেপ করিলেন। পর্ব্বতসন্নিভ মারীচ সেই দিব্য মানবাস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া পরিণত পত্রের ন্যায় ঘূর্ণিত কলেবরে শতজোজন দূরে সাগরগর্ভে পতিত হইল। তখন রাম, দুরাত্মার এতাদৃশী দুরবস্থা দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! দেখ দেখি, আমার মানবাস্ত্রের কেমন অসীম প্রভাব। মারীচকে প্রাণে বিনষ্ট করিল না; অথচ হতচেতন করিয়া পরিণত পত্রের ন্যায় সুদূরে অপসারিত করিল। অতঃপর আমি এই সমস্ত শোণিতপায়ী নৃশংস নিশাচরদিগকে নিধন করিব। বীরচূড়ামণি রামচন্দ্র এই বলিয়া স্বীয় শরাসনে আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া সুবাহুর বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। রাম-কোদণ্ড-নির্ম্মুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র বিদ্ধ হইবামাত্র সুবাহুর প্রকাণ্ড কলেবর খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। রাম সুবাহুকে নিহতকরিয়া অবশেষে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা অবশিষ্টদুষ্ট নিশাচর-

দিগকে কালগ্রাসে নিপাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রত-নিয়মধারী কুশিকাত্মজের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তপোবনবাসী তাপসেরা রামচন্দ্রের এতাদৃশ অসম্ভাবিত বীরবিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া, দেবাসুর সংগ্রামে বিজয়ী দেবরাজের ন্যায় তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ ও যথোচিত সমাদর করিতে লাগিলেন।

বীরকুলধুরন্ধর শ্রীরাম এইরূপে ব্রতবিঘ্নকর নিশাচর-গণের প্রাণহিংসা করিলে, মহর্ষি প্রীত মনে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিয়া প্রিয়দর্শন রামকে কহিলেন, বৎস! অদ্যাবধি এ প্রদেশ নিরুপদ্রব হইল; আমি কৃতার্থ হইলাম এবং তুমিও গুরুবাক্য প্রতিপালন করিয়া পর-ম্পরাগত ইক্ষ্বাকুকুলের গৌরব সংস্থাপন করিলে। অতঃপর এই আশ্রমের নাম যথার্থই সিদ্ধাশ্রম হইল। বিশ্বামিত্র এইরূপ প্রশংসা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধ্যাবন্দনার্থ গমন করিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায়।

এইরূপে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ ব্রতবিদ্বেষী নিশাচর-গণের প্রাণ বিনাশ করিয়া পরমাহ্লাদে সেই তপোবনে সর্ব্বরী অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতসময়ে উভয় ভ্রাতা গাত্রোত্থান করিয়া শৌচক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত বৈদিক কার্য্য

নির্ব্বাহানন্তর প্রদীপ্ত-হুতাশন-কল্প কুশিকাত্মজের সন্নিহিত হইয়া বিনয়মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, গুরো! আপনকার এই দুই কিঙ্কর উপস্থিত; আজ্ঞা করুন, আর কোন্ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে?

রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে ভক্তিভাবে ও করপুটে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, বিশ্বামিত্র এবং অপরাপর ঋষিগণ একত্রিত হইয়া স্নেহসম্ভাষণে রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! মিথিলাধিপতি সুবিখ্যাত জনকরাজ সম্প্রতি এক যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান করিবেন। সেই যজ্ঞ দর্শনার্থ আমাদিগের সকলকেই তথায় গমন করিতে হইবে। এক্ষণে অভিলাষ, আমাদিগের সহিত তুমিও তথায় গমন কর। তুমি মিথিলায় গমন করিলে, মিথিলেশ্বরের এক অদ্ভুত শরাসন দেখিতে পাইবে। রঘুবীর! সেই জগদ্বিখ্যাত কার্ম্মুকের যে কত দূর গুরুত্ব, শুনিলে, তুমি নিতান্ত চমৎকৃত হইবে। এস্থলে দুর্ব্বল মানবজাতির কথা আর কি উল্লেখ করিব। সুর, অসুর, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বেরাও ঐ প্রকাণ্ড কোদণ্ডে জ্যারোপণ করিতে সমর্থ হয় না। কত শত বলগর্ব্বিত বীরপুরুষেরা উহার শক্তি জানিবার আশয়ে আসিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রাম! জনকরাজ যেরূপে ঐ শরাসন লাভ করিয়াছিলেন আমাদের নিকট তাহাও শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মিথিলেশ্বর মহারাজ জনক মহাসমারোহে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ঐ যজ্ঞে তিনি ভগবান্ শূলপাণি ও সুরগণকে

প্রসন্ন করিয়া অন্য অভিলাষ আর কিছুই প্রকাশ করিলেন না; কেবল এই কার্ম্মুকরত্নই প্রার্থনা করিলেন। পশু-পতি ও তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তদীয় মনোরথ সফল করিলেন। বৎস! জনকরাজ তদবধি সেই বিশাল শরাসন লাভ করিয়া আরাধ্য দেবতার ন্যায় অগুরুগন্ধী ধূম ও সুগন্ধ চন্দন দ্বারা প্রতিদিন তাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অতএব রাম! তুমি চল, মিথিলেশ্বরের সেই বিশাল শরাসন ও অদ্ভুত যজ্ঞ দেখিয়া আবার আসিবে।

রাম কহিলেন, গুরো! ঋষিজনের নিদেশ আমার শিরো-ধার্য্য; বিশেষতঃ আপনকার আদেশ, ইহাতে আর অমত কি? আমি অবশ্যই অনুচরের ন্যায় আপনকার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। এক্ষণে আপনি ত্বরা করুন।

অনন্তর গুরুসেবানুরাগী রাম এইরূপ কহিলে, বিশ্বা-মিত্র গমন করিবার সময় বনদেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বনদেবতাগণ! আমি এক্ষণে এই সিদ্ধাশ্রম হইতে পূর্ণমনোরথ হইয়া সরিদ্বরা ভাগীরথীর তীর অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে অচলরাজ হিমাচলে চলিলাম। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। মহর্ষি বনদেবতাদিগকে এই কথা বলিয়া সিদ্ধাশ্রমের চতুর্দ্দিকে শতবার প্রদক্ষিণ করি-লেন; পরে রাম, লক্ষ্মণ ও অপরাপর ঋষিগণের সহিত উত্তরাভিমুখে মিথিলায় যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগকে গমনে প্রবৃত্ত দেখিয়া তত্রত্য তাপসেরা শতসংখ্য শকটে সুখাদ্য সামগ্রী লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

আশ্রমস্থ পশু পক্ষীরা বিরহ-কাতর হইয়া কিয়দ্দূর তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিল।

এইরূপে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রঘুবর রাম, লক্ষ্মণ ও অপরাপর যোগ-পরায়ণ যোগীদিগের সহিত মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং বহু পর্য্যটনের পর সে দিন সুরম্য শোণ নদীর তীরে উপনীত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে, দিবাও অবসান হইয়া আসিল। তখন মহর্ষিগণ, ভগবান্ সূর্য্যদেবকে অস্তাচল-শিখরে অধিরূঢ় দেখিয়া সায়ন্তন-স্নান ও সাবিত্রীজপ সমাপন পূর্ব্বক ঋষিপ্রবীণ বিশ্বামিত্রকে পুরস্কৃত করিয়া সেই মনোহব শোণ নদীর তীরে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা বিনয়াবনত মস্তকে তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করিয়া মহর্ষি সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রাজকুমার রাম নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কৌশিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! আমারা যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এস্থানের নাম কি? এবং উহা কোন্ অধীশ্বরের অধিকৃত? বলুন, শুনিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

প্রিয়দর্শন রামচন্দ্রেরএকান্ত কৌতূহল জানিয়া কৌশিক কহিলেন, পুরুষোত্তম! পূর্ব্বে কুশনামে ব্রতপরায়ণ ও সতনিষ্ঠ সুধার্ম্মিক এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি ভগবান্ স্বয়ম্ভুর পুত্র। এই রাজর্ষি নিরন্তর সাধুগণের সেবা ও তপোনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার বৈদর্ভী নামে সৎকুল-সম্ভবা সুশীলা এক মহিষী ছিলেন। কালক্রমে ঐ বৈদর্ভীর গর্ভে, রূপে ও গুণে পিতার অনুরূপ মহাবল পরাক্রান্ত চারিটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। এই সচ্চরিত্র পুত্রদিগের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তাঁহার নাম কুশাম্ব, দ্বিতীয়ের নাম কুশনাভ, তৃতীয়ের নামঅমূর্ত্তরজা এবং অপরটীরনাম বসু। ইহাঁরা সকলেই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে বিলক্ষণ উৎসাহ সম্পন্ন ও দীপ্তিশীল ছিলেন।

একদা রাজর্ষি কুশ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত করিবার আশয়ে কৃতবিদ্য পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন পুত্রগণ! তোমরা ধর্ম্মানুসারে এক্ষণে প্রজাবর্গের প্রতি-পালন কর। দেখ, পক্ষপাত শূন্য হইয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিলে, কেবল যশোলাভ হয় এমন নহে,

ইহাতে বিলক্ষণ ধর্ম্মলাভেরও সম্ভাবনা। অতএব তোমরা অপক্ষপাতী হইয়া আমার ন্যায় প্রজাপালনে দীক্ষিত হও।

অনন্তর পিতার আদেশে পিতৃবৎসল তনয়গণ আপন আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহাত্মা কুশ কৌশাম্বী নগরী শাসন করিতেন। কুশনাভ মহাসমারোহে মহোদয় নামক নগরের মহীপতি হইলেন। এবং অমূর্ত্তরজা ধর্ম্মারণ্যের অধিপতি হইলেন। আর এই যে প্রদেশটি দেখিতেছ, ইহার নাম গিরিব্রজ; সর্ব্ব-কনিষ্ঠ বলবান্ বসু এই প্রদেশে আধিপত্য করিতেন। এই পাঁচটি পর্ব্বত এবং এই সুনির্ম্মল শোণনদী মহাত্মা বসুর অধিকৃত। এই সরিদ্বরা মগধ দেশ হইতে নিঃসৃত বলিয়া উহার অপর একটি নাম মাগধী হইয়াছে। দেখ, এ স্থানটি কেমন রমণীয! এই পাঁচটি পর্ব্বত গিরি-ব্রজ নগরকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই নদীটি আবার পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ইহাদিগের মধ্যে কেমন মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। এখান-কার ভূমি সকল উর্ব্বরা ও সর্ব্বদা সকল প্রকার শস্যে পরিপূর্ণ থাকে।

বৎস! পূর্ব্বে যে কুশনাভের কথা উল্লেখ করিলাম; ঘৃতাচী নামে তাঁহার এক মহিষী ছিলেন। মহারাজ কুশ এই প্রেয়সী মহিষীর গর্ভে সুদৃশ্যা একশত কন্যা উৎপাদন করেন। এই কন্যাগণ ক্রমে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া যৌবন-প্রারম্ভে দর্শনীয়কান্তি ধারণ করিতেলাগিল। একদা

বসন্তাগমে মধুকরবৃন্দ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া প্রফুল্ল অরবিন্দে নিপতিত হইলে, সুরভি কুসুম-নিচয় চুম্বন করিয়া সুশীতল সমীরণ সুমন্দ সঞ্চারে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিলে, সুললিত চূতকলিকা কুসুমিত হইলে, রাজনন্দনাগণ বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া নবাগমে সৌদামিনীর ন্যায় নগরোপবনে আগমন পূর্ব্বক নৃত্য গীত করিতেছিল, এমন সময়ে, সমীরণ, মেঘান্তরিত তারকাবলীর ন্যায় উপবনমধ্যে সেই সকল নবীনা যুবতির অলোকসামান্য যৌবনমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, চারুহাসিনীগণ! আমি সমীরণ, তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা সকলেই আমার সহধর্ম্মিণী হইয়া স্মরসন্তপ্ত হৃদয়কে পরিতৃপ্ত কর। কামিনীগণ! তাহা হইলে তোমাদিগকে মানুষী হইয়া ক্ষণভঙ্গুর কলেবর আর ধারণ করিতে হইবে না। দেবী হইয়া নিরন্তর দেবলোকে বাস করিতে পারিবে। আরও দেখ, মনুষ্যদিগের যৌবনকাল অতি অল্পকালস্থায়ী। কিন্তু আমাকে পতিত্বে বরণ করিলে, তোমরা স্থিরযৌবনা হইয়া চিরকাল একভাবে প্রিয় পতির মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।

কামিনীগণ সমীরণের এইরূপ অসঙ্গত বাক্য শ্রবণে তাচ্ছীল্য ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, পবন! তোমার নাম জগৎপ্রাণ। তুমি সকল প্রাণীর অন্তরেই বিরাজমান রহিয়াছ। সুতরাং লোকের মনোগত ভাব কিছুই তোমার অবিদিত নাই। আর তোমার যে প্রভাব

তাহাও আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। তবে কাপুরুষের ন্যায় এমন অনুচিত প্রার্থনা করিয়া কেনই বা আমাদিগকে অবমাননা করিলে? তুমি কি জান না, আমরা রাজর্ষি কুশনাভের সন্তান; তুমি আমাদিগকে আবার কি অমর করিবে, মনে করিলে, আমরাই তোমার বায়ুত্ব নষ্ট করিয়া দিতে পারি, কিন্তু তপঃক্ষয় হইবে বলিয়াই কেবল এক্ষণে ক্ষান্ত রহিলাম। আর দেখ আমাদের পিতা পরম ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও পরমতপস্বী। আমরা সেই পূজ্যপাদ পিতার অবমাননা করিয়া স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় স্বয়ং কি স্বয়ম্বরা হইব। হা হত বিধে! এমন দুর্ব্বুদ্ধিও কি হৃদয়ে স্থান পাইবে? আহা! পিতা আমাদের প্রভু; এবং পিতাই আমাদের পরম দেবতা। তাঁহার অমতে এ মতি উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষা বরং মৃত্যুই শ্রেয়। যিনি জন্মদাতা, যাঁহার প্রসাদে এই সংসারে আসিয়াছি, তিনি মনোনীত করিয়া যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের ধর্ম্মপতি।

তখন অঙ্গনাগণের এইরূপ অঙ্গবিদারণ বাক্য শুনিয়া পবনদেবের ক্রোধানল একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া অমনি কহিয়া উঠিলেন, হা পামরীগণ! আমার সমক্ষে এত অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছিস্? আমি এই দণ্ডেই তোদের যৌবনগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিতেছি। পবনদেব এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে তাহাদিগের শরীর-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে কুব্জভাবাপন্ন করিয়া দিলেন। তখন সেই সকল সরলা রাজকন্যা আপনাদিগের এইরূপ ঘৃণাকর বিরূপভাব দেখিয়া সসম্ভ্রমে রাজভবনে গমন করিল এবং লজ্জায় একেবারে ম্রিয়মাণা হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে পিতার নিকট রোদন করিতে লাগিল। মহারাজ কুশনাভ সেই সমস্ত প্রাণসমা সুন্দরী তনয়াদিগের এতাদৃশী শোচনীয় দশা অবলোকন করিয়া ব্যস্তসমস্ত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি। মা! কোন্ দুরাত্মা তোমাদের এমন দুরবস্থা করিয়াছে? কোন্ পামর তোমাদের এমন অনুপম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ভগ্ন করিয়া দিয়াছে? আহা! কন্যাগণ। তোমাদের চক্ষের জল দেখিয়া আমার কণ্ঠ একেবারে রোধ হইয়া আসিতেছে। তনয়াগণ! কেন এখন পর্য্যন্তও যে কিছুই উত্তর করিতেছ না?

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মহারাজ কুশনাভ ব্যাকুলচিত্তে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া বিরত হইলে, কামিনীগণ তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া কহিতে লাগিল, পিতঃ! পবনদেব অধর্ম্ম পথ অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে অপমানিত করিবার অভিলাষ করিয়াছিল। দুরাত্মা দেবতা বলিয়া কেবল পরিচয় দেয় মাত্র, ফলে তাহার শরীরে দেবত্বের লেশ মাত্রও লক্ষিত হয় না।

সেই দেবাধম পামর আমাদিগের নিকট মনোগত দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিলে, আমরা কহিলাম, ভগবন্! আমরা স্বাধীন নহি, আমাদিগের পিতা জীবিত আছেন। আপনি ধর্ম্মানুগত পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করুন। হয় ত, তিনিই সম্মত হইয়া আমাদিগকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিবেন। আমরা কাতরবচনে এইরূপ কহিলে সেই কার্য্যাকার্য্য-বিমূঢ় নির্দ্দয় এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া রোষভরে আমাদিগের রূপ এইরূপবিরূপ করিয়া ফেলিল।

কুশনাভ তনয়াদিগের দুরবস্থার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত সমুদায় শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কন্যাগণ! তোমরা সকলে ঐক্যমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক বায়ুর প্রতি ক্ষমাপরতন্ত্র হইয়া আমার পরম্পরাগত কুলগৌরব যে রক্ষা করিয়াছ, ইহাতে আমি অপরিসীম হর্ষ লাভ করিলাম। দেখ, স্ত্রীই হউক বা পুরুষই হউক, ক্ষমা সকলেরই ভূষণ। ক্ষমা দান, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ, ও ক্ষমাই ধর্ম্ম; এবং ক্ষমাতেই এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আর দেখ, সুরগণ সর্ব্বাংশেই কমনীয় ও লোভনীয় হইলেও তোমরা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া সেই সমীরণে যে অনুরাগিণী হও নাই, ইহাতেই তোমাদের অধিকতর ক্ষমা প্রদর্শিত হইয়াছে। আমার বংশপরম্পরায় সকলেই তোমাদের অনুরূপ হউক।

মহাতেজা রাজর্ষি কুশনাভ এই বলিয়া তনয়াদিগকে অন্তঃপুরে যাইতে অনুমতি করিলেন, এবং সর্ব্বগুণাকর

অনুরূপ বরে তাহাদিগকে সংপ্রদান করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় মন্ত্রকুশল মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শুভাচার- সম্পন্ন চূলী নামক এক পরম যোগী ব্রহ্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক স্তিমিত লোচনে পরব্রহ্মের তপস্যা করিতেছিলেন। তাহার ব্রহ্মযোগ সাধন কালে, সোমদা নাম্নী ঊর্ম্মিলা-গর্ভ-সম্ভবা এক গন্ধর্ব্বী সন্তানকামনায় প্রণতিপরতন্ত্র হইয়া নিরন্তর এই যোগিবরের পরিচর্য্যা করিতেন। কিয়ৎকাল পরে মহর্ষি সেই সুশীলা সোমদার সেবায় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন সুভগে! আমি তোমার পরিচর্য্যায় পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ, প্রার্থনা কর। তখন সোমদা তদীয় পরিতোষ দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া প্রণতিপুরঃসরে ও মধুর স্বরে কহিলেন, যোগিবর! আপনি পরমযোগী এবং ব্রহ্মযোগে নিরন্তর আত্মসমর্পণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং আপনিও ব্রহ্মস্বরূপ। আমার বাসনা যে আপনকার মহীয়সী শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মযোগযুক্ত পরম ধার্ম্মিক একটি পুত্ররত্ন লাভ করি। ভগবন্! আমি পতিবিহীনা এবং কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ নাই। অতএব এ কিঙ্করীর প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্ম উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক আমার মনোরথ সফল করুন।

অনন্তর ব্রহ্মর্ষি চূলী সোমদার প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মদত্ত নামে এক বিখ্যাত মানস পুত্র প্রদান করিলেন।

বৎস! দেবলোকে দেবপতি যেমন অমরাবতীকে শাসন করেন, সেইরূপ নরলোকে এইনরপতি ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্যা নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। রাম! মহারাজ কুশনাভ এই অধীশ্বরের প্রশংসনীয় গুণগ্রামে একান্ত বশীভূত হইয়া ইহাঁকেই আপনার এক শত কন্যা সংপ্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অনন্তর মহীপাল কুশনাভ ব্রহ্মযোগ পরায়ণ এই ব্রহ্মদত্তকে আহ্বান করিয়া মহাসমারোহে পরমানন্দে স্বর্ণালঙ্কৃতা সুরূপা তনয়াগণকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ব্রহ্মদত্ত যথাক্রমে এই শত ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিবামাত্র তাহাদিগের কুব্জভাব বিদূরিত হইয়া গেল। তাহারা পূর্ব্ববৎ শোভনীয় কান্তি লাভ করিয়া বল্লভের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে লাগিল। সহসা তনয়াগণকে বায়ুর আক্রমণ হইতে নির্ম্মুক্ত দেখিয়া মহারাজ কুশনাভের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তিনি জামাতাকে সহধর্ম্মিণীগণের সহিত সমাদরে কাম্পিল্যা নগরীতে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মদত্তের জননী সোমদা, পুত্রবধূদিগের বদনারবিন্দ অবলোকন ও বারংবার তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্পর্শ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলেন, এবং মহারাজ কুশনাভের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সাক্ষাৎ কমলার ন্যায় কমনীয়কান্তি কামিনীগণের সহিত সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

রঘুনন্দন! ব্রহ্মদত্ত দার পরিগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলে, রাজর্ষি কুশনাভ পুত্রলাভার্থ এক পুত্রেষ্টি যাগের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে, উদারপ্রকৃতি স্বয়ম্ভুতনয় রাজর্ষি কুশ, কুশনাভকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি এই মহাযজ্ঞের ফলস্বরূপ গাধি নামে এক সুধার্ম্মিক পুত্ররত্ন লাভ করিবে। এই গাধিকে ক্রোড়ে পাইয়া ইহলোকে তোমার ত্রিলোক-বিখ্যাত চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইবে। মহারাজ কুশ, প্রিয় পুত্রকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া মানবী লীলা সংবরণ পূর্ব্বক আকাশপথে সনাতন ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পিতৃদত্ত বর-প্রভাবে কুশনাভের গাধি নামে এক সুধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হইলেন। বৎস! এই গাধিই আমার পিতা। আমি রাজর্ষি কুশের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, এজন্য আমার নাম কৌশিক হইয়াছে। সত্যবতী নামে সৎস্বভাব-সম্পন্না আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। মহর্ষি ঋচিক তাঁহার

পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হন। তিনি স্বামীর সহিত সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমার সেই ভগিনী স্রোতস্বতীরূপে পরিণত হইয়া লোকের হিত সাধনার্থ অচলরাজ হিমাচল হইতে প্রবাহিত হইতেছেন। তাঁহার নাম কৌশিকী হইয়াছে। ঐ দিব্য নদী অতি রমণীয় এবং উহার জল অতি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ। রঘুবর! আমি এক্ষণে সেই ভগিনী কৌশিকীর অনুপম স্নেহে আবদ্ধ হইয়াই হিমবান্ পর্ব্বতের পার্শ্বে পরম সুখে দিন যামিনী যাপন করিয়া থাকি। আমার সেই ভগিনী সরিদ্বরা সত্যব্রতা অত্যন্ত পুণ্যশীলা ও একান্ত পতিপ্রাণা। সত্যধর্ম্মে তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ আছে। আমি কেবল যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্তই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছিলাম। তোমার দিব্য তেজঃপ্রভাবে আমার মনোরথ সংপূর্ণ হইল। বৎস! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তোমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম এবং তৎপ্রসঙ্গে আমার ও আমার বংশের উৎপত্তিও বিশেষ করিয়া কহিলাম। বৎস! নানা কথার প্রসঙ্গে অর্দ্ধ রজনী অতিবাহিত হইয়াছে। আর জাগরণ করিও না, এক্ষণে শয়ন কর। অধিক রাত্রি জাগরণ করিলে পরদিন পথ পর্য্যটনের অনেক বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। ঐ দেখ, বিহঙ্গকুল কুলায়ে শয়ন করিয়া নীরবে নিদ্রা যাইতেছে। তরুলতা সকল নিস্পন্দ; চতুর্দ্দিক্ কেবল ঝিল্লীরবে পরিপূরিত ও রজনীর প্রগাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন। আহা! নভোমণ্ডল

নক্ষত্রমালায় মণ্ডিত হইয়া কেমন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় শোভাই দেখাইতেছে; বোধ হয়, জীব জন্তুর কোলাহলপূর্ণ এই জগতের এমন নিস্তব্ধ ভাব অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইয়াই যেন নিমেষশূন্য সহস্র চক্ষু একেবারে উন্মীলিত করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। ঐ দিকে ভগবান্ সুধাংশুমালী সুধাময়ী ময়ূখমালা বিস্তার করিয়া জীবগণের হৃদয় আহ্লাদিত ও অন্ধকার নিচয় বিনষ্ট করত উদিত হইতেছেন। নিশীর গভীরতা দেখিয়া, মাংসাশী নৃশংস নিশাচরেরা আহ্লাদে আকাশ-পথে বিচরণ করিতেছে। বরাহ, মহিষ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু সকল মাংসলালসায় এ দিক্ ও দিক্ প্রধাবিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে অধিক রজনী, নিদ্রিত হও।

মহর্ষি রামচন্দ্রকে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, অন্যান্য মুনিগণ তাঁহাকে বার বার সাধুবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! রাজর্ষি কুশের বংশ অতি মহৎ ও পরম পবিত্র এবং তদ্বংশীয় মহাপুরুষেরা, বিশেষতঃ আপনিও পরম সাধু, সত্যনিষ্ঠ ও যশস্বী। আর আপনকার ভগিনী স্রোতস্বতী কৌশিকীও পিতৃকুল যার পর নাই উজ্জ্বল ও জগৎ পবিত্র করিয়াছেন। কুশিক-কুলপ্রদীপ মহর্ষি কৌশিক হৃষ্টমনা মুনিগণের মুখে এইরূপ সাধুবাদ শুনিতে শুনিতে অস্তাচল-শিখরশায়ী ভগবান্ সূর্য্যদেবের ন্যায় নিদ্রাসুখে নিমগ্ন হইলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণও

কুশের বংশ কীর্ত্তন শুনিয়া একান্ত বিস্ময়াবেশে মহর্ষিকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

এইরূপে সমুদায় সর্ব্বরী সুখে অতিবাহিত হইলে, বিশ্বামিত্র প্রভাত সময়ে রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় উপস্থিত। এক্ষণে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হও। রাম মহর্ষির সস্নেহ সম্ভাষণে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন; যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! এই ত সম্মুখে অগাধসলিলা শোননদী। তবে, আমাদিগকে এখন কোন্ পথে গমন করিতে হইবে। মহর্ষি কহিলেন, বৎস! আইস, যে পথে মহর্ষিরা গিয়া থাকেন, আমরাও সেই পথ দিয়া যাইব।

এই রূপে তাঁহারা নানাপ্রকার সৎকথা প্রসঙ্গে গমন করিতে করিতে অনেক দূর অতিক্রম করিলেন। ক্রমশ মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। নিকটে ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন। বিশুদ্ধাত্মা মহাপুরুষেরা এই পতিতপাবনী জাহ্নবীর পুণ্য প্রবাহে স্নান করিয়া পবিত্রান্তঃকরণে পিতৃলোকের

তর্পণ ও কেহ কেহ বা ঊর্দ্ধ নেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেছেন। হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষী সকল পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক এই নির্ম্মল সলিলে সুখে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। বহুপর্য্যটনের পর এই পবিত্র নদী দর্শন করিয়া, তাঁহাদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা সেই ভাগীরথীর পবিত্র পুলিন আশ্রয় করিয়া বিধানানুসারে স্নান, পিতৃদেবগণের তর্পণ ও অগ্নিহোত্র নির্ব্বাহ করিলেন। পরে সুধাতুল্য ঘৃত ভোজন পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রফুল্লমনে জাহ্নবীতীরে উপবেশন করিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে, রাম সহর্ষে মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর! এই ত্রিপথবাহিনী জাহ্নবী ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া কি প্রকারে মহাসাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছেন। আপনি কৃপা করিয়া তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন। শুনিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

মহর্ষি রামের একান্ত কৌতূহল দেখিয়া, জাহ্নবী যে কারণে ত্রিলোক পবিত্র করিতেছেন, এবং যেরূপে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে, তৎসমুদায় কহিতে লাগিলেন।

মহর্ষি কহিলেন, রাজীবলোচন! বহুবিধ মহামূল্য রত্নের আকর অচলরাজ হিমাচলের মেনা নাম্নী মনোরমা এক পত্নী আছেন। মেনকা সুমেরুর দুহিতা। হিমালয় এই মেনকার গর্ব্ভে দুই কন্যা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম জাহ্নবী ও কনিষ্ঠার নাম উমা। বৎস!

ত্রিলোকমধ্যে এই উমা, রূপে নিরুপমা ও সুরতরঙ্গিণী মহেশের চিত্তরঙ্গিণী। একদা দেবগণ স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত এই জাহ্নবীকে হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হিমালয়ও ত্রিলোকের হিত-কামনায় ত্রিলোক-পাবনী ত্রিপথবাহিনী জাহ্নবীকে ধর্ম্মানুসারে সুরগণের নিকট সমর্পণ করেন। ত্রিলোক-হিতৈষী ত্রিদশগণও ত্রিলোকের উপকারার্থ ত্রিলোকতারিণীকে লইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। আর যিনি অচলরাজের দ্বিতীয়া কন্যা উমা, তিনি অপ্রতিম রূপ ভগবান্ বিরূপাক্ষকে পতিরূপে লাভ করিবার অভিলাষ করিয়া অতিকঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হিমালয় আপনার ত্রিলোকবন্দিনী নন্দিনীকে পরমানন্দে সদানন্দের হস্তে সম্প্রদান করেন। রাম এই কলুষনাশিনী সুরকার্য্যসাধিনী সুরতরঙ্গিনী যেরূপে আকাশবাহিনী হইয়া পরে সুরলোকে গমন করিয়াছিলেন, এই আমি তোমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

রঘুবীর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষির মুখে এইরূপ সুরুস ইতিহাস শ্রবণকরিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন, এবং

তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা কহিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি ধর্ম্মানুগত ও সদর্থসঙ্গত অতি উৎকৃষ্ট কথাই কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই ত্রিলোক-পাবনী জাহ্নবী কি কারণে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোকে প্রবাহিত হইতেছেন, কিজন্যই বা ত্রিলোকমধ্যে ত্রিপথগা নামে বিখ্যাত হইলেন এবং ইহাঁর কর্য্যই বা কি? তপোধন! আপনি ত্রিলোকদর্শী, ত্রিলোকের যাবদীয় ইতিবৃত্ত আপনকার মনোমন্দিরে সজ্জিত রহিয়াছে, অতএব এই দেবীর দিব্য ও মনুষ্য-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তিন করিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করুন।

রাম এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মুনিগণের সন্নিধানে ভাগীরথী-সংক্রান্ত সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! পূর্ব্বে পরম-যোগী ভগবান্ নীলকণ্ঠ, পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ করিয়া স্ত্রী-সম্ভোগে প্রবৃত্ত হন। তিনি স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হইলে, দিব্য শতবর্ষ অতীত হইল; অথচ তাঁহার পুত্র জন্মিল না। তদ্দর্শনে ব্রহ্মাদি দেবগণ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, অহো! এই হরপার্ব্বতীর সুদীর্ঘ সমাগমে যে তেজঃ সম্ভূত হইবে, তাহা কে ধারণ করিবে। অনন্তর তাঁহারা একত্রিত হইয়া ভগবান্ বৃষভধ্বজের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণিপাত করত নিবেদন করিলেন, হে দেবাদিদেব! আপনি প্রতিনিয়ত ত্রিলোকের হিত সাধনে

নিরত রহিয়াছেন। এক্ষণে সুরগণ শরণাপন্ন হইয়া আপনকার প্রসন্নতা কামনা করিতেছে। আপনি প্রসন্ন হউন। সুরোত্তম! এই সুদীর্ঘ সঙ্গমে আপনকার যে তেজঃ উৎপন্ন হইবে, তাহা ত্রিলোকেও ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব ত্রিলোকের হিত সাধনার্থ আপনি যোগাবলম্বন করিয়া পার্ব্বতীর সহিত তপোনুষ্ঠান করত এ তেজ আপনকার তেজোময় শরীরেই ধারণ করুন। আপনি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বের বিনাশ করা আপনকার কর্ত্তব্য নহে।

তখন ভগবান্ আশুতোষ অমরগণের এইরূপ বিলাপগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন, কহিলেন, দেবগণ! আমি এবং পার্ব্বতী আমরা উভয়ে স্ব স্ব তেজেই এ তেজ ধারণ করিব; কিন্তু বল দেখি, সুদীর্ঘ কাল বিহারজন্য আমার হৃদয়পুণ্ডরীক হইতে যে তেজঃ স্খলিত হইয়াছে, পার্ব্বতীভিন্ন তাহা আর কে ধারণ করিবে? দেবগণ কহিলেন, হে দেবদেব! আপনকার হৃদয়পুণ্ডরীক হইতে যে তেজঃ স্খলিত হইয়াছে, তাহা ধরণীই ধারণ করিবে।

তখন ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তেজঃ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ বীর্য্যে পর্ব্বত ও কাননের সহিত সমস্ত পৃথিবী একেবারে প্লাবিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে দেবগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া হুতাশনকে কহিলেন, হুতাশন! তুমি বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া মহাদেবের এই মহাতেজে প্রবিষ্ট

হও। তখন হুতাশন সুরগণের আদেশে রুদ্রতেজে প্রবেশ করিলে, উহা শ্বেতবর্ণ পর্ব্বত এবং প্রদীপ্ত দিব্য শরবন রূপে পরিণত হইল। বৎস! এই শরবনে হুতাশন হইতে দেবসেনাপতি ষড়াননের জন্ম হয়, এবং এই জন্যই তাঁহার নাম শরজন্মা হইযাছে।

অনন্তর, দেবগণ ও ঋষিগণ সকলে আহ্লাদিত হইয়া ভক্তিভাবে হরপার্ব্বতীর পূজা করিতে লাগিলেন। তখন শৈলসুতা ক্রোধে আরক্তলোচনা হইয়া সুরগণকে কহিলেন, সুরগণ! আমি সন্তান কামনায় স্বামি সহবাসে আসক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমারা আমার সে অভি-লাষে অন্তরায় হইলে, অতএব অদ্যাবধি তোমরাও স্বদারে সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হইবে না। আমার অভি-শাপে তোমাদিগর পত্নীরা চিরকাল বন্ধ্যা হইয়া থাকিবে। নগেন্দ্রনন্দিনী দেবগণকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া পরি-শেষে কোপকষায়িত লোচনে পৃথিবীকেও কহিলেন, অয়ি স্বার্থসাধিনি! অতঃপর তুইও বহুরূপিণী ও বহুভোগ্যা হইবি। রে দুঃশীলে! আমার যে পুত্র হয় ইহাতে তোরও অভিলাষ নাই। অতএব তুই যখন আমার কোপে পড়িলি, তখন পুত্রের মুখাবলোকনরূপ সুখ আর তোকে অনুভব করিতে হইবে না।

তখন ভগবান্ দেবাদিদেব, দেবীর অভিশাপে দেবগণকে এইরূপ কাতর দেখিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে হিমবৎপ্রভনামক পবিত্র

শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া ভবানীর সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বৎস! অতঃপর আমি ভাগীরথীর প্রভাব কীর্ত্তন করিব, তুমি লক্ষ্মণের সহিত সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

এ দিকে, ভগবান্ ভবানীপতি ভবানীর সহিত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, অমরগণ অগ্নিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সেনাপতি লাভের অভিলাষে, প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণত মস্তকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে পিতামহ! পূর্ব্বে অপনি আমাদিগের নিকট যে সেনাপতির প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই দেবহিতৈষী শত্রুবিনাশন আজিও জন্মগ্রহণ করিলেন না। তাঁহার পিতা কামবিজয়ী ভগবান্ শূলপাণি পার্ব্বতীর সহিত হিমবান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া আমরা আপনকার নিকট আসিয়াছি, ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ এক্ষণে আপনকার যাহা কর্ত্তব্য, করুন। আপনি ভিন্ন, বিপদাপন্ন দেবগণের উদ্ধারকর্ত্তা আর কে আছে।

ভগবান্ কমলাসন, শরণাপন্ন সুরগণের এইরূপ কাতর বচনে নিতান্ত করুণান্বিত হইয়া সুমিষ্ট বাক্যে তাঁহাদিগের হৃদয় আহ্লাদিত করত কহিতেলাগিলেন, দেবগণ! নগেন্দ্র-নন্দিনী রুদ্রাণী রোষপরতন্ত্র হইয়া তোমাদিগের প্রতি যে অভিসম্পাত করিযাছেন, তাহা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। তাঁহাব অভিশাপে তোমাদিগের পত্নীগণ নিশ্চযই নিঃসন্তান হইযা যাবজ্জীবন অসুখে কালহরণ করিবে, সন্দেহ নাই। সুতরাং এক্ষণে আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীব গর্ব্ভে, হুতাশন হইতে যে একটি পুত্র উৎপন্ন হইবেন, তিনিই তোমাদিগের সেনাপতি হইযা স্বীয় বাহুবলে অসুরকুল নিধন করত সকল প্রকার হিত সাধন করিবেন। মন্দাকিনী এই তনয়কে কনিষ্ঠা উমারই পুত্র বলিযা জ্ঞান করিবেন এবং উমাও আপন পুত্রের ন্যায় ইহাঁর প্রতি যথোচিত বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিবেন। অতএব তোমরা একত্রিত হইয়া এক্ষণে হুতা-শনকেই অনুরোধ কর।

রাম! দেবগণ পিতামহের মুখে এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য শ্রবণ করিযা যথোচিত আহ্লাদিত হইলেন এবং প্রণত মস্তকে ও ভক্তিভাবে তদীয় পাদপদ্মে প্রণিপাত পূর্ব্বক পুত্রার্থ হুতাশনকে নিয়োগ করিবার বাসনায় বিচিত্র-ধাতুরাগ-রঞ্জিত কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া বিনযবচনে হুতাশনকে কহিলেন, ভগ-বন্! অমরগণের হিতার্থ আপনাকে শৈলরাজ-দুহিতা মন্দা-কিনীতে পাশুপত তেজ নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। দেখুন,

এই কার্য্যটি সুরগণের একান্ত অভিলষিত; ইহা সম্পাদন করা আপনকার কর্ত্তব্য হইতেছে; অতএব আর কাল বিলম্ব না করিয়া এক্ষণে ত্বরা করুন। তখন অগ্নিদেব অমরগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সেই শৈলসুতা সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি সুরকার্য্য-সাধিনি! দেবগণ দীন নয়নে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি রুদ্রতেজ ধারণ করিয়া তাহাদিগের মনোরথ সফল কর।

ত্রিদশগণ পরমাগ্রহে এইরূপ প্রার্থনা করিলে, সরিদ্বরা তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং অবিলম্বে আপনার জলময়ী মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভুবনমোহিনী দিব্য কামিনীমূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন। তখন এই সুর-তরঙ্গিণীর স্বরূপে সুরত-রঙ্গিণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রতিকেও কেবল এক রতিমাত্র বোধ হইতে লাগিল। সম্মুখে এই নব যুবতির অসামান্য যৌবনমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া, ভগবান্ হুতাশনের শরীর কুসুমশরের শরনিকরে নিতান্ত জর্জ্জরিত ও বাণবিদ্ধ মৃগের ন্যায় তদীয় হৃদয় একবারে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ঐ রূপে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া অবিলম্বে তাঁহাতে পাশুপত তেজ নিঃক্ষেপ করিলেন। ঐ তেজ গঙ্গার গর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার উদরস্থ নাড়ীসকল একবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তিনি বিহ্বলা ও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে জাহ্নবী চৈতন্য লাভ করিয়া অগ্নিকে সম্বোধন পূর্ব্বক

কহিলেন, হুতাশন! এ অসহ্য তেজ আমি আর কোন রূপেই উদরমধ্যে ধারণ করিতে পারিলাম না। আমার অন্তর্দ্দাহ, চেতনা বিলুপ্ত ও শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। একে ত রুদ্রের তেজই নিতান্ত অসহ্য, তাহাতে আবার আপনকার সুতীক্ষ্ণ তেজ মিশ্রিত হওয়ায় উহা অতীব ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে। হুতাশন গঙ্গার এইরূপ কাতর বচন শুনিয়া কহিলেন, দেবি! যদি একান্ত অসহ্য হইয়া থাকে, এই হিমালয়ের পার্শ্বে গর্ব্ভ মোচন কর। তখন গঙ্গাদেবী হুতাশনের নিদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ নাড়ী-প্রবাহ হইতে গর্ব্ভ মোচন করিলেন। সুবর্ণ-প্রভ-সুমেরু-দুহিতা মেনকার কন্যা গঙ্গার গর্ব্ভ হইতে নির্গত হইল বলিয়া ঐ তেজ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উহার প্রভাবে সমীপস্থ ও দূরস্থিত পার্থিব পদার্থ সকল সুবর্ণ ও রজত রূপে পরিণত হইল। উহার তীক্ষ্ণতায় তাম্র ও লৌহও উৎপন্ন হইতে লাগিল। এবং গর্ব্ভমল সীসক রূপে আবির্ভূত হইল। এইরূপ নানাবিধ ধাতু সকল উৎপন্ন হইতে লাগিল। সমস্ত পর্ব্বত এই প্রদীপ্ত তেজের প্রভাজালে জড়িত হইয়া সুবর্ণময় হইয়া উঠিল। বৎস! এই বীর্য্যের রূপ হইতে সুবর্ণ উৎপন্ন হইল বলিয়া তদবধি উহার অপর একটি নাম জাতরূপ হইয়াছে।

রঘুনন্দন! শৈলরাজ-দুহিতা হিমালয়ের পার্শ্বে পাশুপত তেজ পরিত্যাগ করিবামাত্র ঐ তেজ হইতে সুবিখ্যাত-রূপলাবণ্য-সম্পন্ন সুকুমার এক কুমার উৎপন্ন হইলেন।

ইন্দ্রাদি দেবগণ এই সন্তানকে স্তন্য পান করাইবার নিমিত্ত কৃত্তিকাদি ছয় নক্ষত্রকে অনুরোধ করিলেন কৃত্তিকাগণ, এ সন্তানটিকে দেবতারা আমাদিগকেই প্রদান করিলেন, মনে মনে এইটি স্থির করিয়া প্রসূতির ন্যায় নিৰ্ম্মল মানসে স্নেহভরে ঐ নবজাত কুমারকে স্তন্য পান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্রাদি দেবগণ কহিলেন, কৃত্তিকাগণ! তোমাদিগের এই সন্তান কার্ত্তিকেয় নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবেন।

অনন্তর কৃত্তিকাগণ, তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভ কমনীয়-কলেবর সুকুমার নবকুমারকে প্রীত মনে স্নান করাইলেন। কার্ত্তি-কেয় ক্ষুধার উদ্রেক বশতঃ একেবারে ছয় আনন বিস্তার পূৰ্ব্বক ঐ ছয় নক্ষত্রের স্তনপান করিতে লাগিলেন। ষড়ানন এই রূপে কৃত্তিকাগণের স্তনদুগ্ধ পান করিয়া স্বয়ং একান্ত সুকুমার হইলেও একদিনে স্বীয় বাহুবলে দানববল পরাজয় করেন। তদ্দর্শনে অমরগণ নিতান্ত প্রীত ও অগ্নির সহিত সমবেত হইয়া ইঁহাকেই আপনা-দিগের সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করিলেন। রাম! এই কার্ত্তিকেয় গঙ্গার গর্ভ হইতে স্কন্ন অর্থাৎ (নির্গত) হইয়াছেন, এজন্য ইহাঁর অপর একটি নাম স্কন্দ হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই স্কন্দের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তদীয় গুণানুকীর্ত্তন করেন, তিনি ইহ লোকে পুত্র পৌত্রের সহিত সুদীর্ঘ কাল সুখে অতিবাহিত করিয়া অন্তে তাঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হন।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র শ্রীরামের নিকট জাহ্নবী-সংক্রান্ত এই সকল সুমধুর ইতিবৃত্ত সবিস্তরে বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার তৎসংক্রান্ত অপর এক উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন।

মহর্ষি কহিলেন, রাম! পূর্ব্বকালে অযোধ্যা নগরীতে সগর নামে এক সুধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী। এই মহিষীদ্বয়ের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠা তাঁহার নাম কেশিনী এবং অপরটির নাম সুমতি ছিল। তন্মধ্যে সত্যভাষিণী কেশিনী বিদর্ভরাজের কন্যা ছিলেন এবং সুমতি মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে উৎপন্না হন। পতগরাজ গরুড় ইহারই সহোদর। মহীপাল সগর এই প্রেয়সী মহিষীদ্বয়ের স্বামী হইয়াও সন্তানসুখে বঞ্চিত হওয়ায় সংসারের প্রকৃত সুখ কিছুই অনুভব করিতে পারিতেন না; এজন্য তিনি ঐ মহিষীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সন্তানবাসনায় ভৃগু-প্রস্রবণ নামক হিমালয়ের এক পার্শ্বে অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ভৃগু তৎকালে এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন। মহারাজ সগর এই ভৃগুকেই

তপস্যায় প্রসন্ন করিতে অভিলাষ করিয়া ক্রমে একশত বৎসর তথায় অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর বৎসরান্তে, মহর্ষি ভৃগু সন্তানাভিলাষী সগরের তপস্যায় সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার বরপ্রভাবে তুমি বহু পুত্রের পিতা হইবে এবং তোমার কীর্ত্তিও ত্রিলোকে চিরস্থায়িনী হইবে। তোমার এই মহিষীদ্বয়ের মধ্যে একজন একটি বংশধর পুত্র প্রসব করিবে, এবং অপরটির গর্ভে ষাষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইবে।

রাজমহিষীরা মহর্ষির এইরূপ সুধারসাঞ্চিত বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনকার প্রসন্ন বদন হইতে যে বাক্য নির্গত হইয়াছে, উহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। মহাজনের বাক্য প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় কদাচ অর্থকে অনুসরণ করে না, অর্থই তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। অতএব এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আমাদিগের মধ্যে কাহার এক পুত্র এবং কাহারই বা বহু পুত্র হইবে? ধর্ম্মপরায়ণ ভৃগু রাজ-মহিষীদিগের এইরূপ কৌতূহল দর্শন করিয়া কহিলেন, তোমরা আমার নিকট আপন আপন মনোগত ভাব প্রকাশ কর। তোমাদিগের দুই জনের মধ্যে কেই বা বংশধর পুত্র লাভের অভিলাষ কর, এবং কেই বা মহাবল পরাক্রান্ত কীর্ত্তিমান্ বহুপুত্রের জননী হইতে বাসনা কর। এই দুই বরের মধ্যে যে যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই দিতে

প্রস্তুত আছি। রঘুবর! মহীপালের মহিষীদিগের মধ্যে কেশিনীই অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। মুনিবর এইরূপ কহিলে অগ্রে তিনিই বংশধর এক পুত্রের বর চাহিলেন। পরে সুপর্ণ-সহোদরা সুমতি ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষিও তথাস্তু বলিয়া উভয়ের অভিলাষ পূরণ করিলেন। বৎস! মহারাজ সগর এইরূপে পূর্ণ-মনোরথ হইয়া মহর্ষিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রেয়সী মহিষীদ্বয়ের সহিত স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে, রাজার প্রধানা মহিষী কেশিনী অস-মঞ্জ নামে ত্রিলোকবিখ্যাত এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন, এবং সুমতির গর্ভ হইতেও যথা সময়ে তুম্বফলাকার এক গর্ভপিণ্ড ভূমিষ্ঠ হইল। পরে ঐ গর্ভপিণ্ড ভেদ করিবা-মাত্র উহা হইতেই সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র নির্গত হয়। ধাত্রীগণ ঐ ষষ্টি সহস্র সন্তানদিগকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভের মধ্যে রাখিয়া পরম যত্নে পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল। ক্রমে বাল্যকাল অতিবাহিত হইলে, সন্তানগণ যৌবনমদে গর্ব্বিত ও তৎকালসুলভ সৌন্দর্য্যে অতিশয় শোভিত হইয়া উঠিল। সগরের সন্তানদিগের মধ্যে অসমঞ্জই সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও বলবান্ ছিল। পাপাত্মা প্রতিদিন ঐ সকল শিশু সন্তানদিগকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া সর-যূর জলে ফেলিয়াদিত এবং উহাদিগকে স্রোতে নিমগ্ন দেখিয়া মহা আমোদে হাস্য করিত। পৌর জনেরা যখন

কোন সুখাদ্য বস্তু লইয়া স্থানান্তরে গমন করিত, অসমঞ্জ অমনি উহা আক্রমণ করিয়া, হয়ত ফেলিযা দিত, না হয় আপনিই ভোজন করিত। ফলতঃ যে কার্য্য সাধুবিগর্হিত বলিযা লোকে পরিত্যাগ করিত ; অসমঞ্জ তাহাতেই অগ্রগণ্য ছিল। এইরূপে দুরাত্মা নানাপ্রকার ঘৃণিত কার্য্যে অনুরক্ত ও সাধুজনেব নিন্দাস্পদ হইযা উঠিলে, সগর তাহাকে পুর হইতে নির্ব্বাসিত করিযা দেন। ঐ অসমঞ্জের অংশুমান্ নামে এক সুধার্ম্মিক পুত্র ছিল। এই অংশুমান্ই ক্রমে অতিশয় বলবান্ ও প্রিযবাদী হইযা উঠিলেন, এবং কলঙ্কবিহীন শশাঙ্কেব ন্যায লোক-লোচনের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইলে, একদা মহারাজ সগরের এক যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ হয। মহীপাল মনে মনে এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয হইয়া পবে উপাধ্যাযগণের সহিত মন্ত্রণা করত তৎসাধনে প্রবৃত্ত হন।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

প্রদীপ্ত-হুতাশনকল্প মহর্ষি কৌশিক এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, রামচন্দ্র একান্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর! আমাদিগের পূর্ব্ব

পুরুষ মহারাজ সগর কি রূপে সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। মহর্ষি শ্রীরামের নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া সহাস্য বদনে কহিতে লাগিলেন, পুরুষোত্তম! মহাত্মা সগর যেরূপে সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আমি তাহা সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

অচলরাজ হিমাচল ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যস্থলে যে ভূমি খণ্ড আছে; ঐ প্রদেশ আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ এবং যজ্ঞকার্য্যে উহা সম্যক্ প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত। এই স্থানেই মহারাজ সগরের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞীয় দ্রব্যের অনুষ্ঠান হইলে, মহারথ অংশুমান্ মহারাজের আদেশে শরাসনে শাণিত শর সংযোজিত করিয়া যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। দেবরাজ ইন্দ্র এই নরেন্দ্রের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া রাক্ষসী মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক পর্ব্বদিবসে ঐ পবিত্র অশ্বকে অপহরণ করিয়াছিলেন। বৎস! দেবরাজ যৎকালে এই অশ্ব অপহরণ করেন, সেই সময়ে উপাধ্যায়গণ সগরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নরনাথ! পর্ব্বদিবসে আপনকার যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়া কে যেন বেগে পলায়ন করিতেছে। আপনি ত্বরায় অপহারকের প্রাণ সংহার করিয়া অপহৃত অশ্বের উদ্ধার সাধন করুন। নতুবা আমাদিগের সকলকেই ঘোরতর নরকে নিমগ্ন হইতে হইবে। অতএব মহারাজ! সময় থাকিতে ত্বরায় ইহার প্রতিকার বিধান করুন।

তখন মহীপাল সগর উপাধ্যায়গণের মুখে এইরূপ অশুভ সংবাদ শ্রবণে একান্ত আকুল হইয়া সভামধ্যে আপনার ষষ্টি সহস্র সন্তানকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পুত্রগণ! দেখ, এই মহাযজ্ঞ বেদবিহিত বিশুদ্ধ মন্ত্রে অনুষ্ঠিত হইলেও, ছিদ্রান্বেষী নিশাচরদিগের মায়াবলে যদি উহার কোনরূপ বিঘ্নউপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমার সদ্গতি লাভ সুকঠিন হইবে। অতএব তোমরা একমতাবলম্বী হইয়া এই সসাগরা বসুন্ধরার চতুর্দ্দিকে অপহৃত অশ্বের অন্বেষণার্থ গমন কর। দেখিও, যেন অনবধান বা অবজ্ঞাবশতঃ কোন স্থান পরিত্যক্ত না হয়। প্রথমে এক যোজন মাত্র ভূভাগ তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবে। অকৃতকার্য্য হইলে, পশ্চাৎ অপর যোজন আক্রমণ করিয়া আন্তরিক যত্নের সহিত অন্বেষণ কবিবে। এইরূপে সমস্ত ধরাতল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও যদি পরিশ্রম সফল করিতে না পার, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত সেই অপহারকের বা অশ্বের অনুসন্ধান না পাও তাবৎ এই পৃথিবী খনন করিবে। সন্তানগণ! দেখ, এই অশ্ব না পাইলে, কেবল আমাকেই নহে; আরব্ধ যজ্ঞের অসমাপ্তিনিবন্ধন আমাদের সকলকেই দুরপনেয় নরকে নিমগ্ন হইতে হইবে, অতএব আর বিলম্ব করিও না। ত্বরায় গমন কর। এই যজ্ঞে আমি দীক্ষিত হইয়াছি; সুতরাং তোমরা পূর্ণমনোরথ হইয়া যাবৎ প্রত্যাগমন না কর, পৌত্র অংশুমান্ এবং উপাধ্যায় গণের সহিত তাবৎকাল আমাকে এইস্থানেই অবস্থিতি করিতে হইবে।

রাম! ঐ সকল মহাবল পরাক্রান্ত সগরসন্তানগণ পিতার নিদেশে প্রীত হইয়া অশ্বের অন্বেষণার্থ সমস্ত ধরাতল পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কোন স্থানেই তাহার অনুসন্ধান কবিতে পাবিল না। পরিশেষে তাহারা প্রত্যেকে এক যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন বিস্তৃত ভূমিখণ্ড, বজ্রের ন্যায় সারবৎ প্রকাণ্ড বাহু দ্বারা এবং শূল, শক্তি, মুষল ও মুদ্গর দ্বারা বলপূর্ব্বক ভেদ করিতে আরম্ভ করিল। তখন বসুমতী এই ষষ্টিসহস্র সগর-সন্তানের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত ক্লান্তা ও কাতরা হইয়া ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। অসুর, রাক্ষস ও উরগপ্রভৃতি জীবগণ তাহাদিগের অত্যাচারে ও অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া করুণ স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। স্থানে স্থানে বদ্ধমূল পাদপ সকল উন্মূলিত হইয়া বিপর্য্যস্তভাবে পতিত ও পর্ব্বত সকল বিকম্পিত হইতে লাগিল। সগরের ষষ্টি সহস্র সন্তান রসাতল অন্বেষণ করিবার নিমিত্তই যেন ক্রোধভরে পৃথিবীর ষষ্টি সহস্র যোজন খনন করিয়া ফেলিল।

এইরূপে তাহারা বহুল-পর্ব্বত-সঙ্কুল জম্বুদ্বীপকে বলপূর্ব্বক খনন করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ নিতান্ত ভীত হইয়া সর্ব্বলোক-বিধাতা ব্রহ্মার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং বহুবিধ স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বিষণ্ণ বদনে কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! সগরের

ষষ্টিসহস্র সন্তান যজ্ঞীয় অশ্বের অন্বেষণার্থ এক্ষণে সমগ্র ধরাতল খনন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মাদিগের এইরূপ অত্যাচারে বহুসংখ্য সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও জলচর প্রভৃতি নির্দ্দোষ জীব জন্তুগণ অকালে কালকবলে নিপতিত হইতেছে। "এই আমাদের যজ্ঞের অপকারী ও এই আমাদের অশ্বাপহারী" এই বলিয়া, তাহারা নিরপরাধী বহুসংখ্য প্রাণিগণেরও প্রাণদণ্ড করিতেছে। হে প্রজাপতে! এক্ষণে আপনি ত্বরায় ইহার প্রতিকার বিধান করুন, নতুবা আপনকার সৃষ্টি আর রক্ষা পায় না।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ সর্ব্বলোক-বিধাতা পিতামহ দেবগণকে, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় করালদর্শন বলগর্ব্বিত সগরসন্তানগণের ভয়ে একান্ত ভীত ও নিতান্ত বিমোহিত দেখিয়া প্রসন্ন বদনে কহিতে লাগিলেন, দেবগণ! এই চরাচর বিশ্বসংসার যাঁহার মহীয়সী শক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হইয়াছে, এবং যিনি মীন কূর্ম্মাদিরূপ বিনশ্বর শরীর ধারণ করিয়া নিরন্তর বিশ্বের হিত সাধন করিতেছেন; সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরই এই সসাগরা বসুন্ধরার একমাত্র অধিনায়ক। এ বসুমতী সেই বাসুদেবেরই

মহিষী। এক্ষণে সেই বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান্ বাসুদেব কপিলরূপ ধারণ পূর্ব্বক রসাতলে অধিবাস করত এই ধরা ধারণ করিতেছেন। সগরের ষষ্টি সহস্র সন্তান সেই কপিল দেবের কোপানলেই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। তিনি স্বচক্ষে বসুমতীর এমন শোচনীয় দশা নিরীক্ষণ করিয়া কখনই ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিবেন না। সুরগণ! দেখ, এই পৃথিবী বিদারণ এবং অদূরদর্শী সগর-সন্তানদিগের নিধন, ইহা অবশ্যম্ভাবী। কখনই অন্যথা হইবার নহে। অতএব তোমরা অজ্ঞের ন্যায় অজ্ঞান-মোহে বিমোহিত ও ভীত হইয়া অনর্থক কেন শোক করিতেছ? তজ্জন্য তোমরা কিছুমাত্র শোক করিও না। তখন সেই ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যক দেবগণ পিতামহের এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষি ও গন্ধর্ব্বদিগের সহিত প্রসন্ন মনে স্ব স্ব ধামে প্রতিগমন করিলেন।

এ দিকে সগরসন্তানগণের পৃথিবী বিদারণ সময়ে অশনিপাতের ন্যায় অতিশয় ভীষণ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ঐ শব্দে ধরাতলস্থ জীব জন্তুদিগের হৃদয় একে বারে বিকম্পিত হইয়া উঠিল। এইরূপে তাহারা সমস্ত মেদিনীমণ্ডল বিদারণ ও বিচরণ করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়া পরিশেষে পিতার নিকট গিয়া কহিল, মহারাজ! আমরা সমগ্র ধরাতল তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম, এবং তৎপ্রসঙ্গে দেব, দানব, পিশাচ, পন্নগ, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতি বহুসংখ্য প্রাণিগণেরও প্রাণ বিনাশ করিলাম;

কিন্তু কোথাও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। এক্ষণে আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। মহারাজ সগর সন্তানদিগের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া ক্রোধে একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, পুত্রগণ! তোমরা পুনর্ব্বার গিয়া পৃথিবী খনন কর। যেরূপেই হউক, এ বার, তোমাদিগকে সেই অশ্ব বা অপহারকের অন্বেষণ করিতেই হইবে।

বৎস রাম! মহীপাল সগর ক্রোধভরে এইরূপ আদেশ করিলে, তাঁহার ষষ্টিসহস্র সন্তান পুনরায় ধরাতল খনন করিতে আরম্ভ করিল। খনন করিতে করিতে একস্থলে বিরূপাক্ষ নামক পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ডকলেবর একটি হস্তী দেখিতে পাইল। এই মহাগজ আপন মস্তকে শৈল-কাননপূর্ণা বসুন্ধরার কিয়দংশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যখন এই নাগরাজ ভূভার-বহন-পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পর্ব্বকালে শিরশ্চালন করেন, তখনই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। সগরতনযেরা এই দিগ্‌হস্তীকে যথোচিত সম্মান ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণ দিক খনন করিতে আরম্ভ করিল। সে দিকে মহাপদ্মনামে অপর এক মহাগজ পৃথিবীর একদেশ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সগরতনয়েরা এই মহাপদ্মের পর্ব্বতসন্নিভ প্রকাণ্ড কলেবর নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইল, এবং ইহাঁকেও পূর্ব্ববৎ পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া পরে পশ্চিম দিক্ খনন করত গমন করিতে লাগিল। দেখিল, সে-

দিকেও সুমনা নামে অন্যতর এক গজরাজ ভূধরবৎ প্রকাণ্ড কলেবরে ভূভার বহন করিতেছেন। নরেন্দ্র-তনয়েরা এ গজেন্দ্রকেও প্রদক্ষিণ এবং অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া পৃথিবী খনন করিতে করিতে উত্তর দিকে উপস্থিত হইলেন। তথায় তুষাররাশির ন্যায় শুভ্রবর্ণ শুভ্রনামক আর একটি মহানাগ আপনার মস্তকে ধরণীর কিয়দংশ ধারণ করিতেছেন। তাহারা এই দিগ্‌গজকে ভক্তিপূর্ণ নয়নে দর্শন, স্পর্শন ও প্রদক্ষিণ করিয়া রসাতল ভেদ করত চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কোথাও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

ক্রমশঃ বহুতর পরিশ্রমে তাহাদিগের ক্রোধানল দ্বিগুণতর বা ততোধিক হইয়া উঠিল। তাহারা কুত্রাপি অশ্বের অন্বেষণ না পাইয়া পরিশেষে রোষকষায়িত লোচনে প্রবল বেগে পশ্চিমাভিমুখে প্রধাবিত হইল এবং কিয়দ্দূর গিয়া দেখিল, ভগবান্ কপিল-রূপধারী কমলাপতি কমলাসনে আসীন হইয়া স্তিমিত লোচনে হৃৎপদ্মাসনে পরমাত্মার উপাসনা করিতেছেন, এবং তাঁহার অনতিদূরে যজ্ঞীয় অশ্ব সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

রঘুবর! অপরিণামদর্শী সগর-সন্তানগণ কার্য্যা-কার্য্যবিমূঢ় হইয়া এই কপিল দেবকেই যজ্ঞদ্রোহী ও অশ্বাপহারক স্থির কবিল এবং তৎক্ষণাৎ খনিত্র, লাঙ্গল, শিলা ও বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক কোপকষায়িত নেত্রে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রবাধিত হইল, কহিল,

রে পাপাত্মন্ নির্ব্বোধ! তুই আমাদিগের অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস্! জানিস্ না এ অশ্ব সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সহোদর দুর্দ্দান্ত সগরসন্তানদিগের অধিকৃত। জানিলাম, তপশ্চর্য্যা তোর কেবল ছলমাত্র, বাস্তবিক তুই চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারাই কেবল জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকিস্। এক্ষণে দেখ, তোর ভণ্ডতপস্বিতা আমরা এই দণ্ডেই ভগ্ন করিয়া দিতেছি। মহাত্মা কপিল দেব পাপাত্মাদিগের এইরূপ দর্পিত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে অধীর হইয়া এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন, ঐ হুঙ্কার পরিত্যক্ত হইবামাত্র হতভাগ্য সগরতনয়েরা ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

এদিকে মহীপাল সগর সুদীর্ঘকাল সন্তানগণের অদর্শনে শোকে আকুল হইয়া পৌত্র অংশুমান্‌কে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমার ষষ্টিসহস্র সন্তান, সকলেই আমার নিদেশে অশ্বান্বেষণে প্রস্থান করিয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত স্বকার্য্য সাধন করিয়া পূর্ণমনোরথে কেহই প্রত্যাগমন করিল না। এক্ষণে আমি আদেশ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে তোমার পিতৃব্যগণ এবং অশ্বাপহারকের অনুসন্ধান করিয়া আইস, দেখ, ভূগর্ভে অনেকপ্রকার হিংস্রক

জীবজন্তু বাস করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত তুমি এই অসিরত্ন ও শরাসন গ্রহণ কর, এবং গমন কালে পথিমধ্যে যে সকল ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিবে, তন্মধ্যে পূজার্হ ব্যক্তির যথোচিত পূজা ও বধার্হ ব্যক্তির সমুচিত শাস্তি বিধান করিও। বৎস! তুমি অতি ধীর, বীর ও বিচক্ষণ, আমার বংশমধ্যে তোমার ন্যায় স্বভাবসুন্দর আর দুটি জন্মে নাই। আমার কুল তোমা হইতেই উজ্জ্বল হইয়াছে, এবং আমার যজ্ঞও তোমা হইতেই সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

মহাত্মা অংশুমান্, মহারাজ সগর কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিশাল শরাসন ও শাণিত অসিরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরিত পদে নির্গত হইলেন। গমন করিতে করিতে, রসাতলনির্গমনার্থ ভূমির অভ্যন্তরে পিতৃব্যগণের প্রস্তুত সুপ্রশস্ত একটি পথ তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। সুশীল অংশুমান্ সেই পথ অবলম্বন করিয়াই গমন করিতে লাগিলেন; কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, উহার উভয় পার্শ্বে পিতৃব্যগণ কর্ত্তৃক নিহত দেব, দানব ও নিশাচরদিগের শত শত মৃতদেহ বিপর্য্যস্ত ভাবে পতিত রহিয়াছে। মাংসাশী শকুনিগণ মনের উল্লাসে মহা আমোদে ঐ সমস্ত মৃত শরীর ভোজন করিয়া চতুর্দ্দিকে বেড়াইতেছে। অংশুমান্ অতিকষ্টে ঐ সকল বীভৎসদর্শন অতিক্রম করিয়া পরিশেষে রসাতলে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, এক মহাকায় গজরাজ আপন মস্তকে ধরণীর কিয়দংশ ধারণ

করিয়া বিরাজমান আছেন, এবং শত শত দেব দানব পিশাচ রাক্ষস পতঙ্গ ও উরগগণ চতুর্দ্দিকে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পূজা করিতেছেন। তিনি ঐ করিবরকে কৃতাঞ্জলি করে প্রদক্ষিণ ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিযা পরে আপনার পিতৃব্যগণ এবং অশ্বহর্ত্তার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন গজরাজ কহিলেন, রাজকুমার। তুমি অবশ্যই অপহৃত অশ্বের উদ্ধার সাধন করিয়া পূর্ণ মনোরথে স্বধামে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে। অংশুমান্ ঐ দিগ্‌গজের এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য শুনিযা প্রীতমনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং ক্রমশঃ পূর্ব্বোক্ত হস্তিত্রয়ের নিকট উপস্থিত হইযা আপন মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বাক্য-প্রযোগ-সমর্থ সর্ব্বজ্ঞ দিগ্‌হস্তীবাও পূর্ব্ব-বৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিযা তাঁহার হৃদয় আহ্লাদিত করি-লেন।

অংশুমান্ দিগ্‌গজদিগের এইরূপ অনুকূল বাক্য শুনিযা যে স্থানে কপিলদেবের কোপানলে তাঁহার পিতৃব্যগণ ভস্মীভূত হইযা রহিয়াছেন, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইযা পিতৃব্যগণের ভস্মাবশিষ্ট শরীরমাত্র দেখিয়া তাঁহার শোক ও পরিতাপের আর পরিসীমা রহিল না। নয়নযুগল হইতে দরদরিত বারিধারা পড়িতে লাগিল। তিনি কোন রূপেই শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিযা, " হায়! পিতৃব্যগণ! আপনাদিগের লোকাতীত বীর-বিক্রম কি পরিশেষে এই রূপেই পরিণত

হইল," এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার অনতিদূরে যজ্ঞীয অশ্ব সঞ্চরণ করিতে-ছিল, তিনি শোকাশ্রু বিমোচন কালে তাহাকেও দেখিতে পাইলেন। তুরঙ্গমদর্শনে অংশুমানেব মানসে কথঞ্চিৎ আনন্দরসের উদ্রেক হইল বটে, কিন্তু তিনি আনন্দ অনু-ভব কবিবেন কি? দুর্ব্বিনহ শোকাবেগে তাঁহার অনন্য স্থলভ ধৈর্য্যও বিনষ্ট হইয়াছিল।

কিয়ৎকাল এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পরে অংশুমান্ আপনা আপনিই কথঞ্চিৎ শোক সংবরণ পূর্ব্বক পিতৃব্যগণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিযার অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেব অনুসন্ধান করিয়াও তথায জলাশয দেখিতে পাইলেন না। এই অবসরে তাঁহার পিতৃব্যগণের মাতুল বিনতাতনয় বিহগ-রাজ গরুড় তথায উপস্থিত হইলেন। বিনতানন্দন তথায় উপস্থিত হইয়া অংশুমান্‌কে পিতৃব্যশোকে একান্ত আকুল দেখিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি বিলক্ষণ জ্ঞানী, প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় মোহের বশীভূত হইয়া এত শোকাকুল হওয়া ভবাদৃশ বিচক্ষণের কার্য্য নহে। কেহই ভবিতব্যতার অন্যথা করিতে পারেন না। তোমার পিতৃব্যগণ পরিশেষে এই রূপেই পরিণত হইবে, এবং এই নিধনে জীবলোকের একটি অসাধারণ হিত সাধন হইবে, বিধাতা ইহা পূর্ব্বেই অবধারণ করিযাছেন। আর দেখ, এই ত্রিলোকমধ্যে কেহই চিরস্থাযী নহে, অদ্যই হউক বা শত বৎসর পরেই

হউক, জন্মগ্রহণ করিয়া সকলকেই কালসূত্রে বদ্ধ হইতে হইযাছে। অতএব যাহাতে ইহাদিগের পরলোকে সদ্গতি লাভ হয়, এক্ষণে শোক সংবরণ করিয়া তাহার সদুপায় কর। বৎস। তোমার পিতৃব্যগণ ভগবান্ কপিলের কোপাগ্নিতে দগ্ধ হইযাছে। তাহারা নিতান্তপাপকর্ম্মা, লৌকিক সলিলে কখনই তাহাদিগেব সদ্গতি হইবে না। অচলরাজ হিমাচলের গঙ্গা নামে জ্যেষ্ঠা এক কন্যা আছেন। তুমি সেই পতিতপাবনী জাহ্নবীর পবিত্র সলিলে ইহাদিগেব সলিল ক্রিয়া সম্পন্ন কর। তোমার পিতৃব্যগণ যদিচ কপিল মুনির কোপানলে দগ্ধকলেবর হইযা ঘোরতর কলুষে নিমগ্ন রহিয়াছে, তথাপি সেই কলুষনাশিনীর বিশুদ্ধ-সলিল-সংসর্গে তাহার যে অক্ষয স্বর্গ লাভ কবিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব তুমি আমার আদেশে এক্ষণে এই অশ্বটি লইযা স্বগৃহে প্রত্যাগমন কর এবং যাহাতে পিতামহের যজ্ঞশেষ সম্পন্ন ও পিতৃব্যগণের উদ্ধার সাধন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।

রাম! মহাত্মা অংশুমান্ বিনতানন্দনের এই সমস্ত উপদেশগর্ভ বাক্য শুনিয়া অশ্বগ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরিত গমনে গৃহে প্রতি গমন করিলেন, এবং যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞদীক্ষিত পিতামহ সগরের সন্নিধানে পিতৃব্যগণেব পরলোক এবং গরুড়ের আশ্বাস বাক্য আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহীপাল সগর অংশুমানের মুখে এইরূপ শোকজনক সংবাদ শ্রবণ করিয়া

যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং পুত্রশোকে একান্ত আকুল হইয়া অতিক্লেশে আরব্ধ যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ সম্পন্ন করিলেন। তিনি যজ্ঞাবসানে পুরীপ্রবেশ করিযা কিরূপে ত্রিলোকপাবনী জাহ্নবীর ভূলোকে আগমন হইবে, কিরূপেই বা সন্তানগণ নিষ্পাপ হইবে, দিবানিশি কেবল এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার সদুপায় কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। মহীপাল সগর এই রূপে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্যপালন করিযা পরিশেষে স্বর্গে আরোহণ কবিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

বৎস! মহারাজ সগর কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইলে, বিচক্ষণ প্রজাবর্গেরা একমতাবলম্বী হইয়া ধর্ম্মশীল অংশুমান্‌কে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই অংশু-মানের দিলীপ্‌ নামে এক ভুবনবিখ্যাত পুত্র জন্মে। দিলীপ ক্রমশঃ শৈশব কাল অতিবাহিত করিয়া যৌবনদশায় অধিরূঢ় হইলে, মহীপাল চরমদশায় সৎপাত্রে সমগ্র রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পূর্ব্ব পুরুষের উদ্ধারবাসনায় মনোহর হিমাচলশিখরে গমন করিলেন, এবং তথায় দ্বাত্রিংশৎ

সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে রক্তমাংসময় বিনশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে মহীপাল দিলীপ পিতামহদিগের এইরূপ অপমৃত্যুর কথা শুনিয়া নিতান্ত অপ্রসন্নমনা হইয়া উঠিলেন। কিরূপে ত্রিলোক-তারিণী নগেন্দ্রনন্দিনী অবনীতে অবতীর্ণা হইবেন; কিরূপে পিতামহদিগের সলিলক্রিয়া সম্পন্ন হইবে এবং কিরূপেই বা তাঁহাদিগের উদ্ধারসাধন হইবে দিবানিশি এই সকল চিন্তাই তাঁহার বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্যপালন করিযাছিলেন, কিন্তু পিতামহগণের পরিত্রাণের উপায় কিছুই নিরূপণ করিতে পারেন নাই, বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক একটি দুঃখ অনুক্ষণ জাগরূক থাকিত। মহীপাল দিলীপ পরিশেষে এই দুঃখেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তনু ত্যাগ করিলেন, এবং দেহান্তে নিজ কর্ম্মফলে ইন্দ্রলোকে অধিষ্ঠিত হইলেন।

দিলীপের ভগীরথ নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন। পিতার পরলোকের পর ভগীরথ পিতৃরাজ্য অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ব পুরুষদিগের সাংঘাতিক মৃত্যুর বিষয় শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকাকুল হইযা উঠিলেন। তিনি নিঃসন্তান হইয়াও পুত্রোৎপাদনে প্রতীক্ষা না করিয়া মন্ত্রিবর্গের প্রতি প্রজাপালনের ভার অর্পণ করিয়া সেই পতিতপাবনী নগেন্দ্রতনয়াকে অবনীতে আনয়ন করিবার অভিলাষে গোকর্ণপ্রদেশে প্রস্থান করিলেন, এবং তথায়

উপস্থিত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিবার মানসে সুদুস্তর কঠোব তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপোনুষ্ঠানকালে ভগীরথ ইন্দ্রিযগণকে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। তিনি গ্রীষ্মকালে ঊর্দ্ধবাহু হইযা পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্ত্তী, হেমন্তের আগমনে জলনিমগ্ন ও বর্ষাগমে সলিলসিক্ত হইযা কখন মাসান্তে আহার বা কখন গলিতপত্র মাত্র ভোজন করত কাল হরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ তপস্যায তাঁহার সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে, ভগবান্ কমলযোনি তাঁহার প্রতি প্রীত হইযা দেবগণের সহিত আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগীরথ! তুমি তপোবলে আমাকে প্রসন্ন করিযাছ। এক্ষণে তোমার অভিলাষ কি? প্রার্থনা কর। তখন রাজর্ষি ভগীরথ তদীয় পরিতোষ দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ ও চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া কৃতাঞ্জলি করে কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! যদি এ কিঙ্করের তপস্যায় আপনি কিঞ্চিৎ পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ দাসের প্রতি সদয় হইয়া এই বর প্রদান করুন, যেন আমা হইতে পিতামহগণের সলিলক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহাদিগের ভস্মাবশিষ্ট শরীর জাহ্নবী-সলিলে অভিষিক্ত হইলে অবশ্যই সদ্গতি লাভ হইবে। ব্রহ্মন্! এই আমার প্রথম বর। দ্বিতীয় বর এই যে, আমি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিযাছি, এই বিশুদ্ধ বংশ আমা হইতে যেন অবসন্ন না হয়।

ভগবান্ চতুরানন ভগীরথের এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া

সুমিষ্ট বাক্যে কহিলেন, ভগীরথ! তোমার এই মনোরথ অতি মহৎ হইলেও আমার বরে উহা অবশ্যই সফল হইবে। বৎস! সরিদ্বরা জাহ্নবীর জলপ্রবাহ যখন প্রবল বেগে পৃথিবীতলে পতিত হইবে, তখন ধরণী কোন রূপেই তাঁহার প্রবল প্রবাহ ধারণ করিতে পারিবেন না। ভগবান্ গঙ্গাধর ভিন্ন, এ বেগ ধারণে আর কেহই সমর্থ নহেন। অতএব তুমি তাঁহাকেই প্রসন্ন করিয়া শৈলসুতার সলিলধারণে নিযুক্ত কর। ভগবান্ কমলযোনি ভগীরথকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া অমরগণের সহিত স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিধাতা দেবলোকে গমন করিলে, ভগীরথ তাঁহার নির্দেশে পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরাতল স্পর্শ করিয়া সংবৎসরকাল অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবান্ ভবানী-পতির উপাসনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সংবৎসর অতীত হইলে, আশুতোষ তদীয় তপস্যায় সাতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ হইলেন, কহিলেন, বৎস ভগীরথ! আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার মনোরথ পূরণ করিবার জন্য জাহ্নবীর

অবতরণবেগ আমি মস্তকে ধারণ করিব। তখন ভগীরথ মহাদেবের এইরূপ শ্রুতিসুখকর আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া যাব পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

অনন্তর, ভগবান্ চন্দ্রশেখর ভগীরথেব প্রতি প্রসন্ন হইযা শৈলতনযার সলিলবেগ ধারণে স্বীকৃত হইলে, আমি স্বীয় প্রবাহ-বেগে পশুপতিকে লইয়া পাতালতলে প্রবেশ করিব, মনে করিযা জাহ্নবী পতনকালে অবতরণ বেগ অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করত সুদুঃসহ বেগে সেই শোভন শম্ভুশিরে নিপতিত হইতে লাগিলেন। ভগবান্ রুদ্রদেব তাঁহার অন্তরে এইরূপ গর্ব্বের সঞ্চাব হইয়াছে, জানিযা রোষভরে আপনার জটাকলাপ এরূপ মণ্ডলাকারে নিবদ্ধ করিলেন, যে গঙ্গাদেবী গঙ্গাধরকে লইয়া পাতাল-তলে যাইবেন কি, সেই জটাজাল-জড়িত গিবিকন্দর-সন্নিভ পবিত্র শৈবশিরে নিপতিত হইযা আপনিই নিরুদ্ধ হই-লেন। তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিযাও তথা হইতে মহীতল স্পর্শ করিতে পারিলেন না। অনবরত জটাগহ্বরের চারি দিকে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, অনবরত চতুর্দ্দিকে নির্গমনপথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, অগত্যা তাঁহাকে বহুকাল তন্মধ্যেই অবস্থিতি করিতে হইল।

এদিকে ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে গঙ্গাধবের জটাজূট মধ্যে তিরোহিত দেখিয়া পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ আশুতোষ সেই তপস্যায বিশেষ পরিতোষ লাভ

করিয়া জাহ্নবীকে জটাকলাপ হইতে হিমালয়স্থ বিন্দু-সরোবরে পরিত্যাগ করিলেন। শৈলসুতা তথায় পরিত্যক্ত হইবামাত্র সপ্তধারে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগি-লেন। তন্মধ্যে যাঁহারা হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে বিখ্যাত, তাঁহারা পূর্ব্বদিকে গমন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা সুচক্ষু, সিন্ধু ও সীতা নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহারা পশ্চিম দিক পবিত্র করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং যিনি গঙ্গা নামে বিশ্রুত, তিনি ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুণ্য প্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। রাজর্ষি ভগীরথ দিব্য রথে আরোহণ করিয়া পরমানন্দে অগ্রে অগ্রে চলিলেন। এইরূপে গঙ্গাদেবী গগনতল হইতে প্রথমে হরজটায় তৎপরে অবনীতলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার নির্ম্মল জলরাশি মৎস্য, কচ্ছপ ও শিশুমার প্রভৃতি জলচর জীব জন্তুদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত জন্তুদিগের মধ্যে কতকগুলি প্রবাহবলে ভূতলে পতিত হইয়াছে, এবং কতকগুলি শূন্যপথে সূর্য্যের কিরণ-সহযোগে অমেঘসম্ভবা সৌদা-মিনীর শোভা বিস্তার করিয়া নিপতিত হইতেছে; ইহাতে বসুমতীর অভূতপূর্ব্ব এক প্রকার শোভার আবির্ভাব হইয়া উঠিল। দেবর্ষি যক্ষ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ ধরাতলবাহিনী ত্রিলোকতারিণীর অদৃষ্টপূর্ব্ব পবিত্র শোভা সন্দর্শনার্থ স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ করিয়া তথায় সমা-গত হইলেন। দেবগণ ও স্বয়ং পিতামহ নগরাকার

বিমানে ও করিতুরগে আরোহণ করিয়া পরমাগ্রহে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল আগমনশীল সুরগণের এবং তাঁহাদিগের আভরণপ্রভায় বোধ হইতে লাগিল, যেন জলদজাল-পরিশূন্য আকাশমণ্ডল, যুগপৎ প্রকাশিত কোটিসূর্য্যপ্রভার ন্যায় সুশোভিত হইয়া উঠিল। চপল শিশুমার ও সর্পসমূহের শরীরে সূর্য্যের কিরণ নিপতিত হওয়ায় উহারা বিদ্যুতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। দুগ্ধফেণনিভ ফেণরাজি খণ্ড খণ্ড ভাবে ইতস্তত বিকীর্ণ হওয়ায় বোধ হইল, যেন রাজহংস সকলে সকলে কেলি করিয়া চতুর্দ্দিকে বেড়াইতেছে; অথবা শারদীয় জলদাবলী খণ্ড খণ্ড হইয়া স্বর্গচ্যুতা জাহ্নবীর সঙ্গে সঙ্গেই ভূতলে পতিত হইয়াছে।

গমনকালে জাহ্নবী কখন কুটিলভাবে, কখন বা সরল ভাবে কল কল শব্দে পৃথিবী পবিত্র করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন, এবং কোন স্থলে সঙ্কুচিত কোথাও স্ফীত ও কোথাও বা মৃদু গমনে গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথাও বা তরঙ্গে তরঙ্গে আহত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। তাঁহার প্রবাহবেগ কখন ঊর্দ্ধে উত্থিত কখন বা নিম্নে নিপতিত হওয়ায় কেমন এক প্রকার শোভা দেখাইতে লাগিল। ফলতঃ শঙ্করশিরঃ-নির্ম্মুক্ত শৈলসুতার সেই সুপরিষ্কৃত পুণ্য সলিল গমন কালে এক প্রকার আশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। গঙ্গাদেবী গঙ্গাধরের জটাকলাপ হইতে নিপতিত হই-

তেছেন দেখিয়া ধরাতলবাসী ঋষি ও গন্ধর্ব্বেরা ভক্তিভাবে তাঁর বিশুদ্ধ বারি স্পর্শ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা শাপ-প্রভাবে স্বর্গবাসে বঞ্চিত হইয়া অবনীতলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা এই কলুষনাশিনীর পুণ্যপ্রবাহে অবগাহন করিয়া শাপমুক্ত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বিগত-পাপ হইয়া পূর্ণমনোরথে পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন। পৃথিবীস্থ লোক সকল ত্রিলোকপাবনীর পবিত্র সলিল অবলোকন মাত্র পুলকিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাতে অব-গাহন করিতে লাগিলেন, এবং আপনাদিগকে নিষ্পাপ ও কৃতার্থ বিবেচনা করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

রাজর্ষি ভগীরথ দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গমন করিতেছেন, নগরাজ-নন্দিনী লোকলোচনের আনন্দ-বর্দ্ধন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবাহিত হইতেছেন, দেখিয়া দেবগণ ঋষিগণ দৈত্য দানব রাক্ষস গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর অপ্সর ও উরগগণ জলচর জীব জন্তুর সহিত তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামতি ভগী-রথ যে দিকে চলিলেন, ত্রিলোক-তারিণী জাহ্নবীও সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন। এক স্থলে অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি জহ্নু এক যজ্ঞ করিতেছিলেন। গমন কালে গঙ্গাদেবী তাঁহার যজ্ঞক্ষেত্র স্বীয় জলপ্রবাহে একে বারে প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন। মহর্ষি অকস্মাৎ এই ব্যাপার দেখিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইলেন, এবং জাহ্নবীর মনে কিয়ৎ

পরিমাণে অহঙ্কারের উদ্রেক হইযাছে, জানিযা তাঁহার জল-রাশি নিঃশেষে পান করিযা ফেলিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিযা দেবগণ, ঋষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ সকলেই যার পর নাই বিস্মিত হইয়া দিব্য স্তুতিবাক্যে মহর্ষির স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, কহিলেন, ভগবন্! অদ্যাবধি এই সরিদ্বরা আপনকার কন্যা বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাত হইলেন। আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক ইহাঁকে পরিত্যাগ করুন। মহাতেজা মহর্ষি জহ্নু দেবগণের এইরূপ বিনয়বাক্যে প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে কর্ণবিবর হইতে নিঃসারিত করিলেন। এবং সেই অবধি তাঁহার অপর নাম জাহ্নবী হইল।

নগনন্দিনী জাহ্নবী জহ্নুর কর্ণকুহর হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় ভগীরথের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। এবং দ্রুতবেগে মহাসাগরে নিপতিত হইয়া সগরসন্তানগণের উদ্ধারসাধনার্থ রসাতলে প্রবেশ করিলেন। রাজর্ষি ভগীরথ, যেস্থানে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা কপিল দেবের কোপানলে ভস্মীভূত ও গতাসু হইয়া রহিয়াছেন, সবিশেষ যত্ন সহকারে গঙ্গাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সুরতরঙ্গিণী তথায় উপনীত হইয়া স্বীয় পবিত্র সলিলে সেই সকল ভস্মরাশি প্লাবিত করিলেন। সগরের ষষ্টি সহস্র সন্তান তাঁহার পুণ্য প্রবাহে আপ্লুত হইবামাত্র শাপমুক্ত ও বিগতপাপ হইয়া দিব্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

রঘুবর! এইরূপে মহাত্মা ভগীরথ শৈলসুতাকে স্বর্গ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক ভস্মাবশিষ্ট পূর্ব্ব পুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করিলে, সর্ব্বলোকপ্রভু ভগবান্ স্বয়ম্ভু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগীরথ! সূর্য্যবংশ আজি তোমা হইতে শতসূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সগরের ষাষ্টিসহস্র সন্তান তোমা হইতেই আজি সদ্গতি লাভ করিলেন। এক্ষণে যাবৎকাল এই মহাসাগরে জল থাকিবে, তাবৎকাল তোমার পূর্ব্বপুরুষ দেবতার ন্যায় দেবলোকে অবস্থান করিবেন। আর এই গঙ্গাদেবী অদ্যাবধি তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হইলেন, এবং তোমার নামানুসারে ভাগীরথী নাম ধারণ করিয়া ত্রিলোকমধ্যে প্রথিত থাকিবেন। ইনি স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন পথ পবিত্র করিয়া প্রবাহিত হইয়াছেন, এজন্য ইহাঁর অপর একটি নাম ত্রিপথগা হইবে। বৎস! তোমার পূর্ব্বপুরুষ মহাযশা মহারাজ সগর এই সুরতরঙ্গিণীকে অবনীতলে আনয়ন করিবার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি

কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার পর মহাত্মা অংশুমান্ও আপনার মনোরথ পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তৎপরে তোমার পিতা, যিনি মহর্ষির তুল্য তেজস্বী এবং আমার ন্যায় তপস্বী; যিনি সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের দ্বিতীয় অবতার স্বরূপ, যাঁহার নির্ম্মল যশোরাশিতে জগৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সদ্‌গুণ সকল যাঁহার পবিত্র শরীর আশ্রয় করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিত, সেই মহাভাগ দিলীপও বিফল প্রযাস হইয়া পরিশেষে এই চিন্তাতেই লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। বৎস! কেবল তুমিই তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের অভিলষিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞাপালন এবং ত্রিলোকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিলে। তোমার এই কীর্ত্তি স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল ত্রিলোকে চিরস্থায়িনী হইবে। তুমি ভাগীরথীকে ভূতলে আনয়ন করিলে, এই কারণে পরিণামে তোমার ব্রহ্মলোক লাভ হইবে। ভগীরথ! এই গঙ্গাজলে অশুভ কালেও স্নানাদিক্রিয়া সম্পাদন করিবার কোন বাধা নাই; অতএব তুমি এই পুণ্য প্রবাহে অবগাহন করিয়া পবিত্র হও, এবং ভক্তিভাবে পিতৃলোকের সলিলক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্ব নগরে প্রত্যাগমন কর। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমিও স্বধামে চলিলাম।

সর্ব্বলোক-বিধাতা পিতামহ প্রসন্ন বদনে ভগীরথকে এই সকল কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজর্ষি ভগীরথও তাঁহার আদেশানুসারে গঙ্গাজলে অবগাহন

পূর্ব্বক পবিত্র শরীরে ও যথাবিধানে পিতৃলোকের তর্পণাদি করিয়া নিজ রাজধানীতে উপনীত হইলেন, এবং আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া নিরুদ্বেগে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। প্রজারা মহাত্মা ভগীরথকে পূর্ণ মানসে রাজ্যে প্রত্যাগত ও পুত্রবৎ প্রজাপালনে নিরত দেখিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। ভগীরথের বিরহজনিত শোক তাহাদিগের অন্তর হইতে একেবারে অন্তর্হিত এবং "রাজ্যের গুরুতর ভার কে বহন করিবে" এই ভাবনাটিও দূর হইয়া গেল।

রাম! এই আমি তোমার নিকট জাহ্নবী-সংক্রান্ত সমস্ত ইতিবৃত্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য বর্ণের নিকট এই আয়ুষ্কর যশস্কর বংশকর ও স্বর্গফলপ্রদ ভাগীরথীসংবাদ বর্ণন করেন পিতৃগণ ও দেবগণ তাঁহার প্রতি সমধিক প্রীতি লাভ করেন। এবং যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই পবিত্র কথা শ্রবণ করেন, তাঁহার সকল মনোরথ পরিপূরিত, পরমায়ু পরিবর্দ্ধিত, পাপতাপ বিদূরিত ও কীর্ত্তি ত্রিলোকে বিস্তৃত হইয়া থাকে। বৎস! এক্ষণে সন্ধ্যাকাল প্রায় অতিক্রান্ত হইয়াছে, অতএব সায়ন্তন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া নিদ্রিত হও। রামও মহর্ষির বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

রঘুকুল-তিলক রাম ও লক্ষ্মণ প্রভাত সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া মহর্ষিকে কহিলেন, তপোধন। আপনি ত্রিলোক-পাবনী ভাগীরথীর অবতরণ ও তৎকর্ত্তৃক সাগরগর্ত্ত পূরণের যে আশ্চর্য্য উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছেন, উহা অতি অদ্ভুত ও আনন্দজনক। আমরা সাতিশয় বিস্ময় সহকারে সেই পবিত্র কথার সমালোচনায় পরম সুখে পলকের ন্যায় রজনী অতিবাহিত করিয়াছি। অতঃপর আপনার নিকট অন্যান্য আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিতে হইবে। এক্ষণে আসুন, আমরা এই ভাগীরথীর অপর পারে গমন করি। ঐ দেখুন আপনার আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুণ্য-কর্ম্মা মহর্ষিগণ ত্বরিত পদে আগমন করিতেছেন। এবং উৎকৃষ্ট আচ্ছাদন বিশিষ্ট একখানি বিস্তীর্ণ নৌকাও উপস্থিত হইয়াছে।

তখন মুনিবর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া নৌকারোহণ

করিলেন। তাঁহারা নৌকায় আরোহণ করিলে, নাবিকেরা ক্ষণকাল মধ্যেই জাহ্নবীর অপর পারে উপস্থিত হইল। মহর্ষি রাজকুমারদিগের সহিত ভাগীরথীর উত্তর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, ব্রতপরায়ণ কতিপয় ঋষি তাঁহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র সাতিশয় প্রীত হইয়া যথাযোগ্য উপচারে ঐ সকল মহাত্মাদিগের পূজা করিলেন। এবং শিষ্টাচারানুসারে অনাময জিজ্ঞাসা করিয়া সৎকথার আলোচনা করিতে করিতে সকলে জাহ্নবীর তটে উত্থিত হইলেন।

তাঁহারা ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হইলে, সুরলোকের ন্যায় সুরম্য বিশালানাম্নী এক পুরী তাঁহাদিগের নেত্রগোচর হইল। রামচন্দ্র এই মনোহর নগরী অবলোকন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! এই যে মনোহর নগরীটি দেখাযাইতেছে, এখানে কোন্ রাজবংশীয়েরা বাস করিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ পুরঃসর উহার সবিশেষ বর্ণন করুন।

মুনিবর শ্রীরামের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া বিশালা-সংক্রান্ত সমস্ত ইতিবৃত্ত সবিস্তরে বলিতে লাগিলেন, রঘুবর! আমি পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট এই বিশালানগরীর যে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, এক্ষণে তাহা অবিকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সত্যযুগে দিতি ও অদিতির গর্ব্ভে কতকগুলি

মহাবল পরাক্রান্ত ও কতকগুলি সুধার্ম্মিক সন্তান উৎপন্ন হয়। জগতে তাঁহারাই সুরাসুর নামে বিখ্যাত। একদা তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে আমরা কি উপায়ে অজর, অমব ও বোগশূন্য হইয়া সুখে কাল হরণ করিব। এইরূপ চিন্তা কবিতে করিতে হঠাৎ তাঁহাদিগের মনে উদয হইল যে আমরা মহাসমুদ্র মন্থন করিযা অমৃতরস লাভ করিব। সেই সুধারস পান করিলেই আমাদিগের এ মনোরথ সফল হইবে। দেবাসুরগণ এইরূপ অবধারণ করিয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাবা মন্দরনামক মহাপর্ব্বতকে মন্থন দণ্ড এবং নাগরাজ বাসুকিকে মন্থন রজ্জু স্থিব করিযা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সহস্র বৎসর অতীত হইল। বাসুকি অনবরত গরন উদ্গার ও দলন দ্বারা অজস্র শিলা দংশন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দংশনে ঐ সমস্ত শিলা অনলসন্নিভ বিষরূপে পবিণত হইল। এবং উহার তেজে সুরাসুর ও মানুষের সহিত সমুদায বিশ্ব দগ্ধ হইযা বিনষ্ট হইতে লাগিল।

তখন দেবগণ এই ভযাবহ ব্যাপাব দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন পূর্ব্বক আশুতোষ! আমাদিগকে রক্ষা কব, বলিযা তাঁহাব স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রুদ্রদেবের স্তুতি গান করিতেছেন, এমন সমযে বিঘ্ন-বিনাশন বিশ্ব-নিয়ন্তা ভগবান্ নারায়ণ তথায় শুভাগমন করিলেন, এবং সহাস্য বদনে শূলপাণিকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পশুপতে! তুমি দেবাদিদেব, ও দেবগণের অগ্রগণ্য, এক্ষণে দেবাসুরগণের সাগরমন্থনে অগ্রে যাহা উত্থিত হইয়াছে; তাহা তোমারই গ্রহণীয়। অতএব সেই মথনোত্থিত হলাহল পান করিয়া ত্রিলোকের হিতসাধন কর। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী হরি ত্রিপুরারিকে এইরূপ কহিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ ভবানীপতি কমলাপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও দেবগণের কাতরতা সন্দর্শন করিয়া বিষপানে সম্মত হইলেন, এবং অক্লেশে সেই হলাহল গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দেবতারাও নির্ভয়ে পূর্ব্ববৎ সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দেবগণ পুনর্ব্বার সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিলে, মন্দর গিরি অকস্মাৎ রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে অমরগণ অতিশয় কাতর হইয়া গন্ধর্ব্বদিগের সহিত মধুসূদনের নিকট গিয়া কহিলেন, হে ত্রিলোকশরণ্য! আপনি সমস্ত জীবগণের বিশেষতঃ দেবগণের একমাত্র আশ্রয়। অতএব এক্ষণে মন্দর পর্ব্বতকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া অমরগণকে অভয় প্রদান করুন।

ভগবান্ হৃষীকেশ দেবগণ ও গন্ধর্ব্বদিগের এইরূপ স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া কমঠ-রূপ অবলম্বন করিলেন, এবং মন্দর গিরিকে আপনার পৃষ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক সেই মহাসাগর-গর্ব্ভে শয়ন করিয়া রহিলেন। রামচন্দ্র! ভগবান্ গরুড়-ধ্বজের শক্তি অতি অদ্ভুত, তিনি কূর্ম্মরূপ ধারণ পূর্ব্বক

সমুদ্রগর্ভে শয়ন করিযা ও দেবগণের মধ্যবর্ত্তী হইযা স্বয়ং স্বহস্তে পর্ব্বতশিখর আক্রমণ করত মন্থন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সহস্র বৎসর অতীত হইলে সাক্ষাৎ আয়ুর্ব্বেদে দ্বিতীয মূর্ত্তি স্বরূপ দণ্ডকমণ্ডলুধারী দেবপ্রধান ধন্বন্তরি সেই মথ্যমান সমুদ্র হইতে উত্থিত হইলেন। তদনন্তর কমলার ন্যায কমনীয-কান্তি যুবতি অপ্সরা সকল উত্থিত হইল। তাহারা আপ্ অর্থাৎ ক্ষীর রূপ নীরের সারাংশ হইতে উৎপন্ন হইল বলিযা উহাদিগের নাম অপ্সরা রহিল ঐ সকল অপ্সরাদিগের সংখ্যা ষাট কোটি। এতদ্ভিন্ন উহাদিগের পবিচারিকা যে কতশত উৎপন্না হইল তাহা কিছুই স্থিরতর হইল না। বৎস! এই অপ্সরাগণ সমুদ্রগর্ত্ত হইতে উৎপন্ন হইলে, কি দেব, কি দানব, কেহই উহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না। সুতরাং উহারা সাধারণেরই উপভোগ্যা হইল।

অনন্তর, সরিৎপতির অধিপতি ভগবান্ বরুণদেবের দুহিতা সুরাদেবী বারুণী উত্থিতা হইলেন। বরুণাত্মজা সাগরগর্ত্ত হইতে আবির্ভূতা হইয়াই গ্রহীতার অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অসুরেরা তাঁহার পরিগ্রহে সম্মত হইল না, সুতরাং তিনি সুরগণেরই আশ্রয় লইলেন। এই অনিন্দনীয়া বরুণনন্দিনী বারুণীকে পাইয়া অমরগণের হৃদযে অপরিসীম হর্ষের উদ্রেক হইল। বৎস। এই অগ্রাতিগ্রহ নিবন্ধন দৈত্যেরা অসুর

এবং প্রতিগ্রহ নিবন্ধন দেবতারা সুর এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে মনের ন্যায় বেগবান্ উচ্চৈঃশ্রবা নামক এক অশ্বরত্ন উৎপন্ন হইল। তৎপরে উজ্জ্বল-মরীচিযুক্ত শ্রীমান্ দিব্য কৌস্তুভমণি উৎপন্ন হইয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিল। তদনন্তর, অনন্ত-কিরণাবলী-বিরাজিত প্রসন্নমূর্ত্তি উজ্জ্বল শীতাংশু চন্দ্রমা এবং কমলের ন্যায় কমনীয়-কান্তি কমলাদেবী সেই সাগর-গর্ভ হইতে ত্রিলোক উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশিত হইলেন। পরিশেষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুধারস সমুত্থিত হইল। হে বৎস! দানবগণ এই অমৃতের নিমিত্ত ইহা আমার বলিয়া কোলাহল করিতে সমুদ্রকূলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। দেবতারা সুধারস লাভের নিমিত্ত দানবদিগের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে অসুরের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। তখন দানবগণ আপনাদিগের দল ক্রমশঃ দলিত হইতেছে দেখিয়া রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইল। সুরাসুরের সংগ্রাম পুনরায় ঘোরতর হইয়া উঠিল। এই অবসরে ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ মায়াপ্রভাবে মোহিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের মধ্য হইতে অমৃতরস অপহরণ করিয়া লইলেন। তৎকালে যে সকল অসুর তাঁহার প্রতিকূল হইয়া তদভিমুখে ধাবমান হইল, অমিত-বিক্রমশালী ভগবান্ চক্রপাণি তাহাদিগকে অবলীলাক্রমে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই ভয়াবহ সমরে সুরগণের হস্তে

বহুসংখ্য অসুর নিধন প্রাপ্ত হইলে, সুররাজ ইন্দ্র পরম আহ্লাদিত হইয়া প্রফুল্ল মনে ঋষিচারণ-পরিপূর্ণ লোক সকল শাসন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

এদিকে দৈত্যকুল নিহত হইলে, দৈত্যজননী দিতি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া আপন পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার তনয়েরা আমার পুত্র-দিগকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, দেবরাজকে বিনাশ করিতে পারে, এইরূপ একটি পুত্রলাভের অভিলাষ করি। নাথ! আপনি বলুন, যেন তাদৃশ সন্তানরত্নের মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া আমার এ যন্ত্রণা তিরোহিত হইয়া যায়। মরীচি-তনয় মহর্ষি কশ্যপ পুত্রঃশোক-দুঃখিতা দয়িতা দিতির এইরূপ কাতর বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। তুমি সংগ্রামে শক্রবিজয়ী এক পুত্র লাভ করিবে। কিন্তু এরূপ পুত্রলাভের নিমিত্ত তোমাকে সহস্রবৎসর পবিত্র কলেবরে ও বিশুদ্ধান্তঃকরণে তপশ্চরণ করিতে হইবে। যদি তুমি এই সুদীর্ঘকাল সুনিয়মে থাকিতে

পার, তাহা হইলে তুমি সুরপতি-সংহার-সমর্থ এক পুত্র অবশ্যই প্রসব করিবে। নতুবা তোমার সমুদায় প্রয়াস একেবারে বিফল হইয়া যাইবে। এই বলিয়া কশ্যপ পাপ-শান্তির উদ্দেশে আপন করতলে দিতির কলেবর সম্মার্জন করিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ প্রযোগ পূর্ব্বক তপস্যার্থ স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন।

এদিকে মহর্ষি কশ্যপ প্রস্থান করিলে, দিতি অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া কুশপ্লব নামক পবিত্র এক তপোবনে অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই তপস্যা সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র নানা প্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কখন জল, কখন ফল, কখন মূল, কখন বা অনল, কুশ ও কাষ্ঠ, তাঁহার যখন যে বিষয়ে অভিলাস হইত, ইন্দ্রদেব তৎক্ষণাৎ তাহাই আহরণ করিয়া দিতেন। তিনি তপঃক্লেশে কখন ক্লান্তা বা পরিশ্রান্তা হইলে, দেবরাজ ভক্তিভাবে গাত্র সংবাহন দ্বারা তাঁহার শ্রমাপনোদন করিতেন। এইরূপে নযশত নবতি বৎসর অতীত হইলে, একদিন দিতি অতিপ্রীত হইয়া সুরপতিকে কহিলেন, বৎস! আমি পুত্রলাভের অভিলাষ করিয়া তোমার পিতার নিকট বর প্রার্থনা করিলে, তিনি " সহস্র-বৎসর তপস্যান্তে অভিলষিত সন্তান লাভ করিবে " বলিয়া প্রসন্ন মনে আমার মনোরথ পূরণ করেন। আমিও সেই অবধি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে নয়শত নবতি বৎসর অতিবাহিত করিলাম। এক্ষণে নিয়মিত সময়ের কেবল

দশ বৎসরমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই অবশেষ নির্ব্বিঘ্নে অবসান হইলেই তুমি ভ্রাতৃমুখ দেখিতে পাইবে। দেখ, তোমার বিনাশবাসনায় আমি যে সন্তান কামনা করিয়াছিলাম, তাহাকে তোমার সহিত ভ্রাতৃ-স্নেহে নিবদ্ধ ও নির্ব্বাদ করিয়া দিব। তোমরা উভয়ে সৌহার্দ্দের সহিত ত্রৈলোক্য রাজ্যের বিজয-মহোৎসব একত্রে উপভোগ করিবে।

এই কথা বলিতে বলিতে ভগবান্ পদ্মিনীনায়ক গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাব প্রচণ্ড কিরণে ধরাতল উত্তাপিত হইয়া উঠিল। দৈত্যমাতা দিতি প্রতিদিন শয্যার যে স্থানে মস্তক সংস্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইতেন, সে দিন তথায চবণ প্রসারণ করিযা নিদ্রিত হইলেন। দেবরাজ তাঁহার শয়নের এইরূপ ব্যতিক্রম দেখিযা আহ্লাদিত হইয়া উঠিলেন। তাহার মনোমধ্যে অপরিসীম হর্ষের উদ্রেক হইল। তিনি এই সুযোগে দিতির যোনিবিবর দিয়া উদর মধ্যে প্রবেশ কবত গর্ভপিণ্ডকে সপ্তধা খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। গর্ভস্থ অর্ভক শতপর্ব্ব বজ্রপ্রহারে ছিদ্যমান হইযা আর্ত্তস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। ঐ শব্দে দিতিরও নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

অনন্তর দেবরাজ দিতিকে জাগরিত জানিয়া "মারুদ মারুদ" অর্থাৎ রোদন করিও না রোদন করিও না বলিয়া ঐ বালককে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গর্ভস্থ সন্তান কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। তদ্দর্শনে তিনি অধিক-

তর রোষপরতন্ত্র হইয়া কুলিশ প্রহারে ঐ সপ্তধা বিদীর্ণ সন্তানের এক এক অংশকে আবার সপ্তধা করিয়া ফেলিলেন। তখন দৈত্যজননী দিতি সসম্ভ্রমে ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! আমার গর্ভস্থ সন্তানকে বিনাশ করিও না। তুমি এখনই নির্গত হও।

ইন্দ্রদেব দৈত্যমাতার বাক্য-গৌবব রক্ষার নিমিত্ত বজ্রের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এবং নির্গত হইয়া কৃতাঞ্জলি করে কহিলেন, দেবি! যে দিকে মস্তক সংস্থাপন করিতে হয়, আপনি তথায চরণ প্রসারণ পূর্ব্বক যে নিদ্রিত হইয়াছিলেন, এজন্য অশুচি হইয়াছেন। আমি এই অবকাশে আমাব ভাবী শত্রুকে সপ্তধা ছেদন করিয়াছি, এক্ষণে কৃতাঞ্জলি কবে প্রার্থনা করি, আমার এ অপরাধ ক্ষমা করুন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

দেবরাজ দিতিব গর্ভস্থ সন্তানকে ঊনপঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত করিলে, তিনি অতি দীনভাবে ও কাতর বচনে বহুবিধ অনুনয় বিনয় করিয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! আমার গর্ভপিণ্ডকে তুমি যে খণ্ড খণ্ড করিয়াছ, ইহাতে তোমার অণুমাত্রও অপরাধ নাই, আমার স্বকৃতকার্য্য এ

অকার্য্যের কারণ। এক্ষণে তোমার কার্য্য যাহাতে আমাদের উভয়ের প্রীতিকর হয়, তাহাই আমার একান্ত অভিলষিত। বৎস। আমার গর্ব্ভসন্তান তোমার বজ্রাঘাতে ব্যথিত হইয়া যখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে, তখন তুমি মারুদ বলিয়া তাহাকে রোদন করিতে নিষেধ করিয়াছিলে, এজন্য ত্বৎকৃত এই ঊনপঞ্চাশৎ খণ্ড মারুত নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়া বাতস্কন্দনামক সপ্তলোকে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করুক। আমার বাক্যে এবং তোমার আদেশানুসারে ইহারা দিব্যমূর্ত্তিধারী ও সুধাবস পানে পরিতৃপ্ত হইয়া কতকগুলি ব্রহ্মলোকে, কতকগুলি ইন্দ্রলোকে, কতকগুলি অন্তরীক্ষে এবং অবশিষ্ট কতকগুলি কালসহকারে চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিবে। এবং ইহাদিগের সাহায্যে তুমিও শত্রুকুল অকুতোভয়ে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে।

দেবরাজ দিতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন, দেবি। আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, তাহা অবশ্যই সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। আপনকাব আদেশে ইহারা লোকে মারুত নামে বিখ্যাত ও দিব্যরূপী হইয়া আমার সহিত একত্রে অমৃত পান করিয়া নির্ভয়ে ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানে রক্ষকরূপে অবস্থান করিবে। দেবরাজ ও অদিতি উভয়ে সেই তপোবনে এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া সুরলোকে গমন করিলেন। রঘুনন্দন। আমরা শুনিয়াছি, যে তপোবনে দেবরাজ তাপসী দিতির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, সে এই স্থান।

বৎস! অলম্বুষার গর্ভে মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বিশাল নামে এক সুধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। তিনি এই স্থানে স্বীয় নামানুরূপ বিশালা নামে এক সুরম্য নগরী নির্ম্মাণ করেন। মহারাজ বিশালের ঔরসে হেমচন্দ্র নামে এক মহাবল পুত্র উৎপন্ন হন। এই হেমচন্দ্রের পুত্র লোকবিশ্রুত সুচন্দ্র। সুচন্দ্র শুভ্র যশঃ প্রভাবে চন্দ্রকেও তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্রের নাম ধূম্রাশ্ব, ইনি সৃঞ্জয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সৃঞ্জয়ের পুত্র শ্রীমান্ সহদেব। সহদেবের পুত্র পরম ধার্ম্মিক কুশাশ্ব, কুশাশ্বের পুত্র সোমদত্ত। ত্রিলোক-বিখ্যাত কাকুৎস্থ এই সোমদত্তের আত্মজ। এই কাকুৎস্থের পুত্র অমিততেজা মহামতি সুমতিই এই বিশালা পুরীতে অধিবাস করিতেছেন। মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর প্রসাদে এই নগরীর নরপতিগণ বিনয়ী, বিদ্বান্, বলবান্ ও দীর্ঘায়ু ছিলেন। বৎস! আইস, আমরা এই মনোহর নগরীতে অবস্থান করিয়া অদ্যকার রজনী সুখে অতিবাহিত করি। জনকালয়ে আমরা কল্য গমন করিব।

এ দিকে বিশালা নগরীর অধিপতি মহীপতি সুমতি মহর্ষির আগমন সংবাদ পাইয়া সহর্ষে ও সবান্ধবে আসিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। এবং তাঁহাকে প্রথমে যথাবিধি সৎকার, তৎপরে তদীয় অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া কৃতাঞ্জলি করে কহিলেন, তপোধন! অদ্য আমার অধিকার মধ্যে আপনি যে শুভাগমন করিলেন, ইহাতে নিতান্ত পবিত্র ও যথেষ্ট অনুগৃহীত হইয়াছি। আপনকার দর্শনে

আজি আমার রজনী সুপ্রভাত, জীবন সফল হইল এবং আমিও চরিতার্থ হইলাম।

অষ্ট চত্বারিংশ অধ্যায়।

মহাবাজ সুমতি মহর্ষি সন্নিধানে এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার নয়নযুগল রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি নিপতিত হইল। সুমতি তাঁহাদিগের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এমন মনোহর রূপ ত কখন নেত্রগোচর করিনাই। যেমন গম্ভীর প্রকৃতি, তেমনি ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি; তাহাতে আবার অভিনব যৌবন-পদবীতে পদার্পণ কবায় ইহাদিগকে বোধ হইতেছে, যেন অশ্বিনীকুমারযুগল কোন দৈবকারণ বশতঃ দেবলোক পরিত্যাগ কবিযা নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অথবা ইঁহারা দুটি দেবতা, শাপভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছেন। আহা! এই সুকুমার-কলেবর কুমার-যুগলের লোচনযুগল কমলদলের ন্যায় আয়ত; বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত; মুখশ্রী অপরিসীম সাহসে পরিপূরিত; ভ্রূযুগল ঈষৎ বঙ্কিম; বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন বিধাতা জগতের সমুদায় সৌন্দর্য্যরাশির

একত্র সংগ্রহ করিযা নির্জনে মনে মনে এই দুটি মনো-মোহনীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিযাছেন; তাহা না হইলে এমন সুনির্ম্মল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৌন্দর্য্যরাশি আর কোথায লক্ষিত হয।

মতিমান্ সুমতি মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া পরে মহর্ষির নিকট ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, তপোধন! আপনকার নিকট যে এই কুমারযুগলকে দেখিতেছি, ইহাদের আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। ইহাদিগের একটির গমন গজেন্দ্রের ন্যায়, অপরটির গতি মৃগেন্দ্রের তুল্য। ইহারা পরাক্রমে প্রমত্ত মাতঙ্গ ও বলবীর্য্যে গর্ব্বিত শার্দ্দূল। চন্দ্র সূর্য্য একত্র প্রকাশিত হইলে, গগনতল যেমন প্রভাসম্পন্ন হয, উভযের সৌন্দর্য্যে এ প্রদেশও সেইরূপ অলঙ্কৃত হইযাছে। ইহাঁদের পৃষ্ঠে তূণীর, বামকরে কোদণ্ড এবং দক্ষিণ করে বীরচিহ্ন অসিলতা দেখিয়া বোধ হইতেছে; যেন ইহাঁরা কোন রাজর্ষির কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন। অতএব সিজ্ঞাসা করি, ইহাঁরা কে? জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ মহাত্মার বংশ পবিত্র করিয়াছেন? এবং এমন সুকুমার শরীরে কেনইবা এতাদৃশ দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেছেন। মহর্ষে! আপনি ইহাদিগের যথার্থ পরিচয় দিয়া আমার কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

অনন্তর বিশালাধিপতি মহারাজ সুমতি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট রাম ও

লক্ষ্মণ সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। শুনিয়া সুমতি অতিশয় বিস্মিত হইলেন, এবং ইক্ষ্বাকু-কুল-প্রদীপ মহারাজ দশরথের আত্মজ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ আসিয়াছেন, জানিয়া যথোচিত উপচারে তাঁহাদিগের অতিথি-সৎকার করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ও ভূপতি-প্রদত্ত পূজা সাদরে গ্রহণ এবং সে রাত্রি সেই বিশালা নগরীতেই পরম সুখে অতিবাহিত করিয়া পর দিন মিথিলায় উপনীত হইলেন। মহর্ষির সমভিব্যাহারী ঋষিগণ দূর হইতে সেই জনক-নগরী মিথিলার শোভা নিরীক্ষণ করিয়া উহার ভূয়সী প্রশংসা ও অশেষবিধ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাজীবলোচন রাম তত্রত্য উপবনে এক পুরাতন তপোবন দেখিয়া পুরাণ মুনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মুনিবর। এই সম্মুখস্থ সুরম্য স্থানটি আশ্রম বলিয়া বোধ হইতেছে; অথচ কোন মুনিজনের সংশ্রব নাই। অতএব জিজ্ঞাসা করি, এটি কোন্ স্থান? এবং পূর্ব্বে কোন্ মহাত্মাই বা এ স্থানে অবস্থান করিতেন? আপনি সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের এইরূপ কৌতূহল পূর্ণ বচন বিন্যাস শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! এই আশ্রমটি যাঁহার অধিকৃত ছিল, এবং যে কারণে ইহার এমন দুরবস্থা ঘটিয়াছে, আমি আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই দিব্যাশ্রম সন্নিভ আশ্রমপদ পূর্ব্বে মহাত্মা গৌতমের সম্পদ ছিল। তিনি সহধর্ম্মিণী অহল্যার সহিত বহুকাল এই স্থানে

তপস্যা করিয়াছিলেন। আহা! সে সময়ে ইহার কতইবা সমৃদ্ধি ও কতই বা শোভা লক্ষিত হইত। ফলপুষ্পভরে অবনত হইয়া অচেতন তরুলতা সকলেও ঋষির নিকট শিষ্টাচার শিক্ষা কবিত। তাঁহাব প্রভাবে বন্যপ্রাণীর মনেও কখন বৈরভাবের উদ্রেক হইত না, সকলেই সখ্য-ভাবে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত। এমন কি, তৎ-কালে দেবতাবাও ইহাব সমধিক প্রশংসা করিতেন। এক দিন মহর্ষি পত্নীকে পর্ণকুটীরে রাখিযা কোন এক কার্য্যের প্রসঙ্গে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছেন। এই সুযোগে সুরপতি বতিপতির শরসন্ধানে পতিত হইয়া গোতম বেশে অহল্যাসকাশে আসিয়া কহিলেন, সুন্দরি! দগ্ধ মনোভব যখন মনোমন্দিরে প্রবেশ করে, তখন সুধীর ব্যক্তিদিগে-রও ধীরতা বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন মহাত্মারাও অপথে পদার্পণ করেন, সজ্জনের মনেও অসদ্বুদ্ধি উপস্থিত হয়। ঋতুকালের অপেক্ষা করিয়া তখন কেহই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন না। অতএব সুমধ্যমে! আমি এখনই তোমার সহিত বিহার করিতে অভিলাষ করি। হতভাগ্য অহল্যা, দেবরাজ মুনিবেশে আসিয়াছেন, জানিতে পারি-য়াও তাঁহার সম্ভোগ লোভে আকৃষ্ট হইলেন।

অনন্তর অহল্যা ইন্দ্র সঙ্গে মহা হর্ষে রতিরঙ্গরসে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া পরে তাঁহাকে কহিলেন, দেবরাজ! অদ্য আপনকার সম্ভোগলাভ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল। এক্ষণে যাহাতে আমাদের মান

থাকে তাহাই করা কর্ত্তব্য, অতএব আপনি ত্বরায় প্রস্থান করুন, দেখিবেন. যেন কেহ আপনাকে দেখিতে না পায়। মহর্ষির কোপচক্ষের লক্ষিত হইলে, অভিসম্পাত দুষ্পরিহার্য্য। দেবরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, নিতম্বিনি! তোমার সহযোগলাভ করিয়া আজি আমার সমধিক পরিতোষ জন্মিয়াছে। এক্ষণে আমি চলিলাম। এই বলিয়া সসব্যস্তে আশ্রম হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, সাক্ষাৎ হুতাশনকল্প মহর্ষি গৌতম তীর্থসলিলে অভিষেক ক্রিয়া সমাপন করিয়া সমিধকুশহস্তে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতেছেন। বৎস! দেবদানবেরাও যাঁহার কোপকষায়িত নেত্রের লক্ষিত হইতে ভয় করেন, তপোবলে যাঁহার শরীর মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় দুনিরীক্ষ্য, সাক্ষাৎ তপোমূর্ত্তি সেই ঋষিবরকে দেখিয়া সুরবর ইন্দ্র নিতান্ত বিষণ্ণমনা হইলেন। তাঁহার মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। মহর্ষি গৌতম দুর্বৃত্ত দেবরাজকে মুনিবেশে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া রোষাবেশে কহিলেন, রে পাপাত্মন্ দেবাধম! তুই আমার রূপ অবলম্বন করিয়া আমারই ভার্য্যা-সম্ভোগরূপ ঘোরতর অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্, অতএব এ অপরাধে তোর বৃষণ এখনই ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িবে। মহর্ষি এই কথা বলিবামাত্র ইন্দ্রদেবের বৃষণদ্বয় স্খলিত ও ভূতলে পতিত হইল। এবং তিনিও তেজোহীন হইয়া পড়িলেন। মহর্ষি দেবরাজকে এইরূপ অভিস্পাত করিয়া পরে রোষভরে অহল্যাকে

কহিলেন, পাপীয়সি! তোকেও সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্যা (১) হইয়া এই আশ্রমে বহুকাল ভস্মরাশিতে শয়ন ও বায়ুমাত্র ভোজন করিতে হইবে। আত্মকৃত অকার্য্যের নিমিত্ত তোর অনুতাপের আর পরিসীমা থাকিবে না। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে পব এক সময়ে দশরথাত্মজ শ্রীরাম এই ঘোরতর অবণ্যে আগমন করিবেন, তুই লোভ ও মোহের বশীভূত না হইয়া নির্ম্মল চিত্তে তাঁহার অতিথিসৎকার করিলেই সকল পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। এবং পুনরায় এই দর্শনীয শরীরলাভ করিযা আমাব সকাশে সহর্ষে আগমন করিতে পারিবি।

মহাতেজা মহর্ষি গৌতম দুঃশীলা অহল্যাকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া স্বীয আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধ-চারণ-সেবিত পরম রমণীয হিমাচল শিখরে তপোনুষ্ঠান কবিতে লাগিলেন।

---

(১) পদ্মপুবাণে অহল্যাপাষাণী হইযাছিল এইরূপ লিখিত আছে যথা, শাপদগ্ধা পুবা ভর্ত্রা রাম শক্রাপরাধতঃ। অহল্যাখ্যা শিলা যজ্ঞে শতলিঙ্গীকৃতঃ সুরাট। কিন্তু রামাযণে "বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী। অদৃশ্যা সর্ব্বভুতানাং আশ্রমেস্মিন বসিষ্যসি এইরূপ লিখিত আছে।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

এদিকে দেবরাজ বৃষণবিহীন হইয়া দীন নয়নে দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও চারণদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি মহাত্মা গৌতমের ক্রোধ উৎপাদন ও তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদন করিয়া তোমাদিগের হিতসাধন করিয়াছি। তিনি কোপান্বিত হইয়া অভিসম্পাত না করিলে, তাঁহার তপঃক্ষয় হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং তিনি যোগবলে অনায়াসেই সমুদায় দেবস্থান অধিকার করিয়া লইতেন। কিন্তু আমি তাঁহার কোপে পড়িয়া বৃষণবিহীন হইয়াছি। এবং তাপসী অহল্যাও সর্ব্বভূতের অদৃশ্যা হইয়া স্বদোষের পরিণাম ভোগ করিতেছেন। দেবগণ! আমি সুরকার্য্য সাধনের নিমিত্তই এতাদৃশ ঘোরতর কার্য্যে পদার্পণ করিয়াছিলাম। অতএব যাহাতে আমি উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাই, তদ্বিষয়ে তোমরা সবিশেষ চেষ্টা কর।

তখন দেবগণ দেবরাজের এইরূপ বাক্য শুনিয়া মরুদ্গণের সহিত পিতৃদেবসমাজে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে, হুতাশন কহিলেন, পিতৃ-

দেবগণ! দেবরাজ দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত গৌতমের ক্রোধোৎপাদন করিয়া বৃষণবিহীন হইয়াছেন, এক্ষণে তোমাদিগের যে এই মেষের বৃষণ আছে, তাহাই ইহাঁকে প্রদান কর। এই মেষ বৃষণবিহীন হইয়াও তোমাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিবে। অদ্যাবধি যাহারা তোমাদিগের তুষ্টি-সাধন জন্য এইরূপ মণ্ডভাবাপন্ন মেষ প্রদান করিবে, অক্ষয় ফললাভে তাহারা কদাচ বঞ্চিত হইবে না।

তখন পিতৃদেবগণ অগ্নির বাক্যে মেষের বৃষণযুগল উৎপাটন করিয়া ইন্দ্রে সংযোজিত করিয়া দিলেন। বৎস! সেই দিন হইতে পিতৃদেবগণের মণ্ডমেস ভক্ষণের একটি নিয়ম প্রচলিত হইল এবং দেবরাজ ইন্দ্রও মহাত্মা গৌতমের তপঃপ্রভাবে তদবধি মেষবৃষণ হইয়াছেন। পুরুষোত্তম! এক্ষণে তুমি সেই পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেবরূপিণী তপস্বিনী অহল্যার উদ্ধার সাধন কর।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই কথা বলিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও তাদৃশ পুরাবৃত্ত শ্রবণে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া অনুজ লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৌতমাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, ভাগ্যবতী অহল্যাদেবী তপঃপ্রভাবে এরূপ উদ্দীপ্তা হই-য়াছেন, যে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সন্নিহিত হইলে, দেব দানবেরও দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া যায়। তাঁহার অলোক-সামান্য রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিলে, বোধ হয়, যেন

বিধাতা নির্জ্জনে বসিয়া সবিশেষ আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ফলতঃ রূপলাবণ্যে অহল্যার সমান দুটি অতি বিরল। তিনি দিব্যমায়াময়ীর ন্যায় বিস্ময়কারিণী, তুষারপরিবৃত পৌর্ণমাসী শশীর ন্যায় মনোমোহিনী এবং ধূমপরিব্যাপ্ত প্রদীপ্ত হুতাশনশিখা ও মেঘান্তরিত প্রভাকরের ন্যায় অসীম-প্রভা-সম্পন্না হইয়াছেন। অহল্যা মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে এতকাল ত্রিলোকের অদৃশ্যা হইয়া ছিলেন, এক্ষণে রামদর্শনে শাপমুক্ত ও বিগতপাপ হইয়া গ্রহণান্তে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় লোকলোচনের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে সেই ভাগ্যবতী অহল্যারে অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে ও ভক্তিভাবে তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। অহল্যা স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া রাজকুমারযুগলের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিলেন। রামদর্শনে তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি প্রীতমনে ভক্তিভাবে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন দ্বারা যথাবিধি তাঁহার অতিথি সৎকার করিলেন। শাপনির্ম্মুক্তা মুনিপত্নীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রামও যথোচিত প্রীত হইলেন। দেবগণ দেবলোক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভির ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া গন্ধর্ব্বেরা মহা আমোদে গান করিতে আরম্ভ করিল। অপ্সরা সকল মনের উল্লাসে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে মহর্ষি গৌতম যোগচক্ষু দ্বারা এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবলোকন করিয়া প্রীত মনে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং যথাবিধি শ্রীরামের সৎকার করিয়া সহধর্মিণীর সহিত পরমসুখে পূর্ব্ববৎ তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও মহর্ষিকৃত সৎকারে সবিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়া মিথিলায় গমন করিলেন।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর রঘুবংশাবতংস শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ গৌতমাশ্রম হইতে উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর গিয়া মহর্ষির সহিত মিথিলেশ্বরের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। রাম তথায় উপস্থিত হইয়া যজ্ঞের সমারোহ দর্শন করিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! মহারাজ জনক অতিমহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। নানা দিগ্দেশাগত বেদাধ্যায়ী বহুসংখ্য ব্রাহ্মণের পরস্পর মিষ্টালাপে যজ্ঞভূমি কোলাহলময় হইতেছে। কোন স্থানে শান্তপ্রকৃতি সংশিতব্রত মহর্ষিগণ রত্নাসনে উপবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সামবেদ গান করিতেছেন। কোথাও বা পরিচারকেরা ঘৃতপূর্ণ হেমকুম্ভ মস্তকে লইয়া মহা আমোদে আগমন করিতেছে। ঋষিনিবাস সকল অভ্যাগত ঋষিগণের ও বহুসংখ্য শকটে সমা-

কীর্ণ হইয়াছে। ফলতঃ যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, যজ্ঞসংক্রান্ত সমারোহ ভিন্ন, আর কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। অতএব মহর্ষে! এক্ষণে আমাদিগকে যথায় অবস্থিতি করিতে হইবে, আপনি এরূপ একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করুন। তখন কুশিকতনয় রামের বাক্যানুসারে সুপরিষ্কৃত ও জলাশয়-সম্পন্ন বাসোপযোগী একটি নিবাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন।

এদিকে মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক মহর্ষির আগমন সংবাদ পাইয়া রাজপুরোহিত শতানন্দ এবং অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণের সহিত ত্বরিত পদে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন এবং যথোচিত উপচারে ও বিনীত ভাবে তাঁহার পূজা করিলেন। বিশ্বামিত্র জনকপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া, প্রথমে তাঁহার, তৎপরে যজ্ঞের, তৎপশ্চাৎ উপাধ্যায় ও পুরোহিতদিগের অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর তিনি অসীম হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক শতানন্দ প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত সম্মিলিত হইলে, রাজর্ষি জনক কৃতাঞ্জলি করে তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন। আপনি সহচর ঋষিগণের সহিত আসন পরিগ্রহ করুন।

অনন্তর, বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলেন। তিনি দিব্যাসনে আসীন হইলে, পুরোহিত শতানন্দ এবং মন্ত্রিবর্গের সহিত রাজা জনক অপর এক আসনে উপবেশন করিয়া সম্বদ্ধ করপুটে নিবেদন করিলেন, তপোধন! ত্রিভুবন দুর্ল্লভ অমৃত লাভে অন্তঃকরণে যেরূপ আনন্দ-রসের

উদ্রেক হয়, অদ্য আপনকার দর্শনলাভ করিয়া আমার অন্তরে ততোধিক সুখসঞ্চার হইতেছে। আজি দৈব অনুকূল হইয়া আমার যজ্ঞসমৃদ্ধি সফল করিলেন। আজি আপনকার দর্শনেই আমি শতযজ্ঞের ফল লাভ করিলাম। আপনকার তেজঃপ্রদীপ্ত পবিত্র শরীর সন্দর্শন করিয়া আমি ধন্য ও যার পর নাই অনুগৃহীত হইলাম। ঋষিবর! মনীষিগণ দ্বাদশ দিবস দীক্ষা-কাল নিরূপিত করিযাছেন। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দ্বাদশ দিবস অবস্থান করিয়া যজ্ঞভাগলাভার্থী দেবগণকে দর্শন করুন।

বাক্যবিশারদ রাজর্ষি জনক মহর্ষি সন্নিধানে এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া পুনরায় কৃতাঞ্জলিকরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার নিকট যে এই দুইটি কুমারকে দেখিতেছি, ইহাঁরা পৃষ্ঠে তূণীর, বাম করে কোদণ্ড ও দক্ষিণ করে বীরচিহ্ন অসিলতা ধারণ করিয়াছেন। ইহাঁরা পরাক্রমে অমরগণের এবং সৌন্দর্য্যে অশ্বিনীকুমারের অনুরূপ। ইহাঁদিগের আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়, প্রশস্ত ললাটদেশ, বিশাল বক্ষঃস্থল পদ্মপলাশ-নিন্দিত লোচনদ্বয়, অপরিসীম সাহস ও ঈষৎ হাস্যে পরিপূর্ণ মুখশ্রী, আমি যতবার দেখিতেছি, ততই যেন আমার দর্শনপিপাসা বলবতী হইতেছে। আহা! চন্দ্র সূর্য্য সমুদিত হইলে গগনমণ্ডলের যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা হয়, অভিনব যৌবনারূঢ় কুমারদ্বয়ের আগমনে এ প্রদেশ আজি ততোধিক সুশোভিত হইয়াছে। ভগবন্! জিজ্ঞাসা করি, ইহাঁরা

কে? কোন্ মহাত্মার সুকৃতি-পরিণাম? এবং কিরূপে ও কি কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে আগমন করিলেন? আপনি আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন; শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! এই যে দুইটি কুমারকে দেখিতেছেন, ইহাঁরা কোশলাধিপতি রাজর্ষি দশরথের আত্মজ। ইহাঁদের একের নাম রাম, অপরটির নাম লক্ষ্মণ। মহর্ষি এইরূপ পরিচয় দিয়া পরে তাঁহাদের সিদ্ধাশ্রম-নিবাস, রাক্ষসবিনাশ, নির্ভয়ে দুর্গমপথে আগমন, বিশালা-দর্শন, অহল্যার শাপমোচন ও গৌতমসমাগম প্রভৃতি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া বর্ণন করিলেন, পরিশেষে কহিলেন, এই রাজকুমারযুগল এক্ষণে আপনকার প্রসিদ্ধ শরাসন দর্শনে অভিলাষী হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

— ০০ —

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

তপঃপ্রদীপ্ত মহর্ষি গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র শতানন্দ বিশ্বামিত্রের মুখে জননীর শাপ-বিমোচন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত এবং কাকুৎস্থকুল-

প্রদীপ দশরথাত্মজ শ্রীরামের দর্শন লাভ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি রাজকুমারযুগলকে সুখাসনে আসীন দেখিয়া বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন। আমার যশস্বিনী জননী প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন ত? সেই তপস্বিনী সর্ব্ব-জনবন্দনীয় রামচন্দ্রকে ত ফলপুষ্পাদি দ্বারা ভক্তিভাবে যথোচিত পূজা করিয়াছেন? দুরাত্মা দেবাধম ইন্দ্র আমার জননীর প্রতি যে অনুচিত আচরণ করেন, আপনি শ্রীরামের নিকট উহা সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। আহা। মহর্ষে। আমার তাপসী জননী ত রামদর্শনে শাপমুক্ত হইয়া পিতার সহিত পুনর্ব্বার সঙ্গতা হইয়াছেন? পতি-বিরহ-কাতরা অহল্যাকে নিষ্পাপ দেখিয়া পিতা প্রীত মনে ত অভিনন্দন করিয়াছেন? প্রিয়দর্শন রাম আমার পিতৃপ্রদত্ত পূজা স্বীকার করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন কি? আমার পিতৃদত্ত সৎকার গ্রহণ করিয়া রাম প্রসন্নমনে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়াছেন ত?

বাক্যবিশারদ মহর্ষি বিশ্বামিত্র গৌতমতনয় শতা-নন্দের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সকলই সম্পাদিত হইয়াছে। পরশু-রামের মাতা রেণুকা যেমন প্রিয়পতি ভার্গবের সহিত পুনরায় সঙ্গতা হইয়াছিলেন, তোমার জননী তাপসী অহল্যাও সেইরূপ মহর্ষি গৌতমের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ববৎ প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছেন। তখন শতানন্দ মহর্ষি-

৬৮ আনন্দজনক সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিনয়মধুর বাক্যে রামচন্দ্রকে কহিলেন, পুরুষোত্তম! তুমি ত নির্বিঘ্নে আসিয়াছ? এই পূজাপাদ মহর্ষির সহিত যে তুমি আসিয়াছ, ইহা আমাদিগের পরম সৌভাগ্য। যাঁহার অতিসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য অতি আশ্চর্য্য; তপোবলে যিনি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিযাছেন, সেই অমিতপ্রভাব মহর্ষি কৌশিক আমাদের উভয়েরই পরম হিতৈষী। ইনি সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন, সুতরাং পৃথিবীতলে তুমিই ধন্য, তোমার ন্যায় সৌভাগ্যশালী অতিবিরল। রঘুবর! এই মহাত্মার যেরূপ বল, যেরূপ প্রভাব, এবং যে প্রকারে ইনি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিযাছেন, আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে কুশ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি স্বয়ং প্রজাপতি স্বয়ম্ভূর তনয়। তাঁহার আত্মজের নাম কুশনাভ। এই কুশনাভ মহাবল পরাক্রান্ত ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন; এবং গাধিনামে ত্রিলোকবিখ্যাত এক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা বিশ্বামিত্র সেই গাধির বংশই পবিত্র করিয়াছেন। ইনি বহু সহস্র বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজাপালন করেন। ইহাঁর রাজত্ব সময়ে প্রজাবর্গের সুখসমৃদ্ধির আর পরিসীমা ছিল না। একদা এই মহর্ষি বিশ্বামিত্র চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে মেদিনী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বহুসংখ্য নদ, নদী, বন, উপবন, পর্ব্বত, নগর, রাষ্ট্র ও আশ্রম পর্য্যটন

করিতে করিতে পরিশেষে বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তথায় কোন স্থানে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ সুখে অবস্থিতি করিতেছেন। কোন স্থানে প্রশান্তচিত্ত হরিণশাবকেরা অকুতোভয়ে চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার স্থানে স্থানে ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ সাক্ষাৎ পিতামহের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ করিতেছেন। কোন স্থানে লতা-জাল-জড়িত তরুশ্রেণী ফলপুষ্পভরে অবনত ও কোথাও বা হোমগৃহের পূর্ব্ব-ভাগ হইতে অনবরত ধূমপটল উত্থিত হইয়া তপোবনের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোন স্থানে হুতাশন কল্প ব্রহ্মর্ষি, জপহোমপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় বালখিল্য ও বৈখানসেরা স্তিমিত লোচনে পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে-ছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ সলিলমাত্র পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। কেহ ফল মূল, কেহ গলিত পত্র ও কেহ কেহ কেবল বায়ুমাত্র ভোজন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় ব্রহ্ম-লোকের ন্যায় বশিষ্ঠের সেই সর্ব্বসুখাস্পদ পবিত্র আশ্রম পদ অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

বিশ্বামিত্র স্থির নেত্রে তপোবনের অপরিসীম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া পরে ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সন্নিধানে উপনীত হইলেন। এবং আনন্দিত চিত্তে বিনীত ভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বশিষ্ঠদেব রাজর্ষির অনাময় প্রশ্ন পূর্ব্বক নানাবিধ সুস্বাদু ফলে যথোচিত সৎকার করিলেন। বিশ্বামিত্র মহর্ষিপ্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া ক্রমান্বয়ে তাঁহার তপস্যা, অগ্নিহোত্র, শিষ্য ও আশ্রমস্থ পাদপসমূহের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ রাজসমীপে আপনার সমস্ত কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, মহারাজ! কেমন আপনকার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ত? আপনি ত ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন? আপনি ত ভৃত্যবর্গকে উপযুক্ত সময়ে বেতনাদি দান করিয়া থাকেন? আপনকার শাসনানুযায়ী কার্য্য করিতে তাহারা ত কখন শৈথিল্য প্রকাশ করে না? আপনি ত বিপক্ষ হইতে জয়শ্রী অধিকার করিতে পারিয়াছেন? নরনাথ! আপনকার চতুরঙ্গিণী সেনা, ধনাগার ও মিত্রদিগের ত মঙ্গল? আপনকার পুত্র পৌত্রেরা ত কুশলে আছেন? বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, তপোধন! যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনকার প্রসাদে সে সকল বিষয়েরই কুশল।

তাঁহারা এইরূপ শিষ্টাচারপ্রসঙ্গে কিযৎ কাল অতিবাহিত করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলে, বশিষ্ঠদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহারাজ! এই চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত আপনকার অতিথিসংকার করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। আপনি আমার শ্রেষ্ঠ অতিথি ও সর্ব্বতোভাবে পূজনীয়। অতএব মৎকৃত আতিথ্য-সংকার স্বীকার করিয়া আমার মনোভিলাষ পূরণ করুন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আতিথ্যের প্রস্তাবনাতেই আমার আতিথ্য করা হইল। আপনি আমার পূজনীয়; আপনকার আশ্রমোচিত ফল, মূল, পাদ্য, আচমনীয় এবং আপনকার পবিত্র দর্শনেই আমি যথোচিত প্রীত হইয়াছি; আপনাকে নমস্কার। এক্ষণে আমি চলিলাম। প্রার্থনা করি, আপনকার স্নেহচক্ষু ক্ষণমাত্রের জন্যও যেন মুদ্রিত না হয়। তাহা হইলেই আমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিলে, মহর্ষি তাঁহার গমনে অনুমোদন না করিয়া বারংবার আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বামিত্র কিছুতেই তাঁহার অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অবশেষে কহিলেন, ভগবন্! আচ্ছা, আপনকার যেরূপ অভিরুচি, করুন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত হইলে, বশিষ্ঠদেব শবলানাম্নী বিচিত্রবর্ণা পবিত্র হোমধেনুকে

আহ্বান করিয়া কহিলেন, শবলে! আমি এই অক্ষৌহিণী-সেনাসমভিব্যাহৃত মহারাজ বিশ্বামিত্রের অতিথি সৎকার করিব। অতএব তুমি অবিলম্বে রাজভোগ্য উৎকৃষ্ট সামগ্রী প্রদান করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ কর। কামদে! মধুরাদি ছয় রসের মধ্যে যিনি যাহা অভিলাষ করেন, আমার প্রীতি সম্পাদনার্থ তোমাকে তাহাই প্রচুরপরিমাণে দিতে হইবে। অতএব শীঘ্র চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ সুরস দ্রব্যের অনুষ্ঠান কর।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

শতানন্দ কহিলেন, রঘুনন্দন! কামদা শবলা মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া মধু, ইক্ষু, লাজ, উৎকৃষ্ট গৌড়ীমদ্য, রাশীকৃত সুগন্ধ অন্ন, বহুবিধ মিষ্টান্ন, প্রচুর পরিমাণে পায়সান্ন, মহামূল্য পানীয়, সূপ, পূপ, দধিকুল্যা, সুস্বাদু ভক্ষ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ স্বর্ণময় ও রজতময় ভোজনপাত্র সকল ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি করিয়া যাহার যে দ্রব্যে অভিরুচি তাহাকে তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রদান করিতে লাগিল। তখন সেই হৃষ্টপুষ্টজনভূয়িষ্ঠ সৈন্যগণ বশিষ্ঠকৃত আতিথ্য সৎকারে সবিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়া মহা আমোদে ভোজন কবিতে লাগিল। স্বয়ং বিশ্বামিত্র ও প্রধান

প্রধান অন্তঃপুরচর অমাত্য, বন্ধু, বান্ধব, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, ভৃত্য ও দাসবর্গের সহিত সমুচিত সমাদরে সৎকৃত ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া মহাতপা বশিষ্ঠকে কহিলেন, ভগবন্! মাদৃশ লোকের কিরূপে সংকার করিতে হয়, তাহা ভবাদৃশ ব্যক্তি বিলক্ষণ অবগত আছেন। আপনকার এই অতিথিসপর্য্যায আমি অপর্য্যাপ্ত আনন্দ অনুভব করিলাম। এক্ষণে আমার একটি প্রার্থনা, আমি শত সহস্র দুগ্ধবতী ধেনু আপনাকে প্রদান করিতেছি। আপনি তাহার বিনিময়ে আমারে এই কামপ্রসবিনী শবলা প্রত্যর্পণ করুন। তপোধন! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, ন্যায়ানুসারে ইহাতে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার বর্ত্তিয়াছে। কারণ, আপনকার শবলা একটি রত্নবিশেষ, রত্নে রাজারই স্বামিত্ব।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, মহারাজ! শত সহস্র কি, আপনি যদি শতকোটি ধেনু বা রাশীকৃত রজতভার প্রদান করেন, তাহা হইলেও আমি শবলাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। শবলা ত্যাগের পাত্রী নহে, মহাত্মার কীর্ত্তির ন্যায় এই ধেনু প্রতিনিয়ত কাল আমার সঙ্গে রহিয়াছে। এই পয়স্বিনী শবলা হইতে আমার হব্য কব্য ও প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। অগ্নিহোত্র বলি ও হোম ইহারই আয়ত্ত এবং ইহারই সাহায্যে আমার স্বাহাকার ও বষট্-কার সাধ্য যাগ যজ্ঞ ও বিবিধ বিদ্যা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। মহারাজ! এই সকল সদ্গুণে শবলা আমার সর্ব্বস্ব। এবং

নিতান্ত প্রীতিকরী। অতএব আমি কোন মতেই শবলারে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শুনিয়া পুনর্ব্বার নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনাকে হেমময়-গ্রীবা-বন্ধন-যুক্ত অঙ্কুশ-ভূষিত ও সুবর্ণালঙ্কৃত সুবর্ণ চতুর্দ্দশ সহস্র মত্ত হস্তী, বাহ্লীকাদি-দেশসম্ভূত সৎকুলোৎপন্ন এক সহস্র দশটি বেগবান্ অশ্ব, কিঙ্কিনী-জাল-জড়িত শ্বেতাশ্ব-চতুষ্টয়-যুক্ত আটশত স্বর্ণ-ময় রথ এবং বিচিত্র রাগ-রঞ্জিত এক কোটি পয়স্বিনী গাভী প্রদান করিতেছি। এতদ্ভিন্ন, অভিলাষানুরূপ রত্ন-জাত প্রদান করিতেও আমি প্রস্তুত আছি। আমাকে এই ধেনুটি দান করুন।

বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক পুনরায এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! শবলাকে আমি কোন মতেই দিতে পারিব না। শবলা আমার ধন, শবলা আমার রত্ন এবং শবলা আমার জীবন-সর্ব্বস্ব। এই শবলা হইতে আমার দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ সকল সম্পন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন আমার অন্যান্য দৈবী ক্রিয়া সকলও ইহা হইতেই সাধিত হইয়াথাকে।. অতএব মহারাজ! আর অধিক অনুরোধ করিবেন না, আমি কোন রূপেই শবলারে দিতে পারিব না।

—ঃ—

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

পুরুষোত্তম! রাজর্ষি বিশ্বামিত্র যখন দেখিলেন, যে মহর্ষি কোন রূপেই স্বীয় প্রার্থনাপূরণে স্বীকৃত হইলেন না, তখন তিনি বলপূর্ব্বক সেই শবলারে লইয়া চলিলেন। শবলা আশ্রম হইতে নীত হইয়া বাস্পাকুল লোচনে ও দুঃখিত মনে শোকভরে চিন্তা করিতে লাগিল। হায়! এত দিনে মহর্ষি কি আমাবে যথার্থই পরিত্যাগ করিলেন। কেন, আমি ত তাঁহার কোন অপকার করি নাই। তবে, রাজ-পরিচারকেরা আমায় আকুল করিয়া লইয়া যায় কেন? আহা! আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত ছিলাম। আজি তিনি আমার এমন কি অপরাধ দেখিলেন, যে চিরসঞ্চিত বদ্ধমূল স্নেহে একে বারে জলাঞ্জলি দিয়া অসীম দুঃখসাগরে আমায় নিমগ্ন করিলেন।

শবলা বারংবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ ও দীন মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই অগণ্য রাজসৈন্যগণের মধ্য হইতে বায়ুবেগে ধাবমান হইল এবং সেই তেজস্বী মহর্ষি সন্নিধানে উপনীত হইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে করুণ

বচনে রোদন করিতে করিতে কহিল, ভগবন্! এখন কি আমারে পরিত্যাগ করিলেন, রাজসৈন্যেরা আমায় আশ্রম হইতে লইয়া যায় কেন? ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব শোকাভিভূতা ভগিনীর ন্যায় শোকাকুলা শবলার করুণ বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, শবলে! তুমি আমার এমন কোন অপরাধ কর নাই যে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করি। এই বলোন্মত্ত মহীপাল বল পূর্ব্বক তোমারে লইয়া যাইতেছেন। ইনি প্রবল, আমি হীনবল। দেখ, এই হস্ত্যশ্ব-রথ-সঙ্কুল ধ্বজপট-সমাকীর্ণ শত শত সৈন্য রহিয়াছে। আমি তাপস, আমার বল কেবল আমি। বিশেষতঃ ইনি রাজা ক্ষত্রিয়, ও পৃথিবীর অধীশ্বর, এবং আজি আমার আশ্রমে অতিথি হইয়াছেন, সুতরাং ইনি কোন রূপেই আমাদিগের বধার্হ নহেন।

অনন্তর বাক্যপ্রযোগ--কুশলা শবলা বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিনীত বাক্যে কহিল, ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয় জাতির বল অতিসামান্য এবং ব্রাহ্মণেরা অধিকতর তেজস্বী, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আপনকার তেজ অতীব দুরাসদ ও অপরিমেয়; সুতরাং বিশ্বামিত্র অতিশয় বীর্য্যবান্ বা বলবান্ হইলেও আপনকার সুদুঃসহ তেজ কদাচ সহ্য করিতে পারিবে না। ব্রহ্মর্ষে! আমি ব্রহ্মার ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য করিতে পারিব। দুরাত্মার শাসনে আমাকেই নিয়োগ করুন। আমি অবলীলাক্রমে ঐ দুর্ব্বৃত্তের দর্প ও বল সমুদায় বিনষ্ট করিয়া দিতেছি।

বশিষ্টদেব কামদুঘা শবলার মুখে এইরূপ প্রীতিকর বাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, কামদে। তবে তুমি শত্রু-সৈন্য বিনাশের নিমিত্ত এক্ষণে শত্রুনিসূদন সৈন্য সকল সৃষ্টি কর। তখন শবলা বশিষ্ঠের আদেশ পাইবামাত্র ভয়ঙ্কর হুম্বারব পরিত্যাগ করিয়া পহ্লব নামক অগণ্য ম্লেচ্ছ সৈন্য উৎপাদন করিতে লাগিল। ঐ সকল মহাবীর সৈন্যেরা উৎপন্ন হইবামাত্র বিশ্বামিত্রের সাক্ষাতে তদীয় সেনা সকল সংহার করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে রাজর্ষি কৌশিক কোপকষায়িত নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বিবিধ অস্ত্র প্রযোগ পূর্ব্বক পহ্লব সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। তখন শবলা তাহাদিগকে বিনষ্ট প্রায় দেখিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রান্ত ভীষণমূর্ত্তি যবনের সহিত শকজাতীয় সৈন্য সকল সৃষ্টি করিল। এই সমস্ত সেনাদিগের পরাক্রম অতি অদ্ভুত; হস্তে বীর চিহ্ন সুতীক্ষ্ণ অসি, ও পট্টিশ। ইহারা পীতবর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ পীতাম্বরে আবৃত। এই সকল বীর পুরুষেরা প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিযা বিশ্বামিত্রের সৈন্যরাশি দগ্ধ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া তাহাদিগের প্রতি ঘোরতর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সমস্ত অস্ত্রে যবন কাম্বোজ ও বর্ব্বরেরা একান্ত আকুল হইয়া পড়িল।

পঞ্চ পঞ্চাশৎ অধ্যায়।

মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বীয় সেনাদিগকে বিশ্বামিত্রের শস্ত্রাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত ও বিমোহিত দেখিয়া কামপ্রসবিনী ধেনুরে কহিলেন, অয়ি কামপ্রসবিনি শবলে! এক্ষণে যোগবলে পুনর্ব্বার ইহা অপেক্ষাও অধিকতর তেজস্বী অগণ্য সৈন্য সকল সৃষ্টি কর। শবলা তাঁহার আদেশ পাইবামাত্র এক ঘোরতর হম্বারব পরিত্যাগ করিল, ঐ গম্ভীর রব পরিত্যক্ত হইবামাত্রই প্রভাকরের ন্যায় প্রখরমূর্ত্তি কাম্বোজজাতীয় সহস্র সহস্র সৈন্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। তৎপরে তাহার আপীনদেশ হইতে শস্ত্রধারী বর্ব্বরজাতীয় সৈন্যগণ, যোনিবিবর হইতে যবন সেনাগণ, অপানদেশ হইতে শকজাতীয় সৈন্যগণ এবং রোমকূপ হইতে ম্লেচ্ছ, হারীত ও কিরাত প্রভৃতি ভূরি ভূরি বীর সৈন্য সকল আবির্ভূত হইল। প্রভূত বলবীর্য্যসম্পন্ন ঐ সমস্ত সূর সৈন্যগণ এইরূপে উৎপন্ন হইয়া প্রবল বেগে সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইল এবং বিপক্ষের পদাতি হস্তী অশ্ব ও রথের সহিত সমুদায় সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল।

মহাত্মা বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র ঐ সময়ে সশস্ত্রে সমরাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পিতৃদেবের সৈন্যদিগকে এইরূপে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া আরক্ত লোচনে বশিষ্ঠের প্রতি ধাবমান হইল। তেজঃ প্রদীপ্ত বশিষ্ঠদেব তাহাদিগকে এইরূপ সগর্ব্বে সমাগত ও অসৎকার্য্য প্রবৃত্ত দেখিয়া যেমন এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন, দুর্বৃত্ত বিশ্বামিত্র-তনয়েরা, অশ্ব রথ ও পদাতির সহিত অমনি ভস্মীভূত হইয়া গেল।

তখন বিশ্বামিত্র আত্মজ-গণকে সম্মুখে সসৈন্যে নিহত দেখিয়া, বেগশূন্য সাগবের ন্যায়, রাহুগ্রস্থ দিবাকরের ন্যায়, এবং ভগ্নদংষ্ট্র উরগের ন্যায় একান্ত প্রভাশূন্য হইয়া পড়িলেন। তনয়েরা সসৈন্যে সমরাঙ্গণে শয়ন করিয়াছে, দেখিয়া তিনি ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হইলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির অবসান হইয়া আসিল। তিনি দীন নয়নে অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তুমি রাজধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে দীক্ষিত হও। এই আমি চলিলাম। বিশ্বামিত্র বিষয়বৈরাগ্যের সহিত তনয়কে এই কথা বলিয়া সিদ্ধ-চারণ পরিসেবিত উরগ-পরিবৃত নগাধিরাজ হিমালয়ের এক পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় উপনীত হইয়া ভগবান্ ব্যোমকেশকে প্রসন্ন করিবার অভিলাষে ঘোরতর তপস্যারম্ভ করিলেন।

এইরূপে কিংকাল অতিবাহিত হইলে, ভগবান্ আশুতোষ তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন, কহিলেন, মহারাজ! তুমি কিজন্য এমন ক্লেশকর ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতেছ। এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ প্রকাশ কর। আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিবার জন্যই এস্থানে আসিয়াছি, তখন বিশ্বামিত্র সর্ব্বলোক-নমস্কৃত শঙ্করকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কবিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের সহিত সরহস্য ধনুর্ব্বেদ আমাকে প্রদান করুন। এবং দেব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি লোকে যে সকল অভ্যস্ত অস্ত্র আছে, তৎসমুদায়ও আমারে দিতে হইবে। এই আমাব অভষ্ট ফল, আপনকার প্রসাদে আমার অভিলাষ যেন সফল হয়। তখন ভগবান্ আশুতোষ তাঁহার বাক্যে তথাস্তু বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

পুরুষোত্তম! ক্ষত্রিয়জাতি স্বভাবতই বলগর্ব্বিত। তাহাতে আবার দেব প্রভাবে বরলাভ করিয়া বিশ্বামিত্রের গর্ব্ব ও দর্পের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি পর্ব্বকালীন মহাসাগরের ন্যায বলবীর্য্যে অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রাণ এবারে নিশ্চয়ই আমার হস্তে নিহত হইবে। তিনি এইরূপ স্থির করিয়া পুনর্ব্বার বশিষ্ঠের তপোবনে প্রবেশ পূর্ব্বক অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার অস্ত্র প্রভাবে তপোধন দগ্ধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিগণ ভীত ও উপদ্রুত হইয়া প্রাণভয়ে ইতস্তত পলায়ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রমবাসী মৃগপক্ষী ও শিষ্য সকল ব্যাকুলান্তঃকরণে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। এইরূপে সেই সর্ব্বসমৃদ্ধি-সম্পন্ন আশ্রমপদ দুর্গম অরণ্যের ন্যায় ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠদেব উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ভয় নাই ভয় নাই; দিবাকর যেমন, নীহাররাশিকে সংহার করেন, সেই রূপ আমিও অবলীলাক্রমে এই দুষ্টকে বিনষ্ট করিতেছি, এই বলিয়া তিনি সকলকে আশ্বাস প্রদান করিলেন, এবং রোষকষায়িত লোচনে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, রে পাপাত্মন্ নরাধম! তুই যখন আমার চিরসম্বর্দ্ধিত তপোবনকে উচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্, তখন আর তোর পরিত্রাণ নাই। এই বলিয়া তিনি প্রলয়কালের প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া দ্বিতীয় কালদণ্ডের সদৃশ ভয়ঙ্কর একদণ্ড উদ্যত করিলেন।

ষট্পঞ্চাশৎ অধ্যায়।

মহাবল পরাক্রান্ত বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের এইরূপ কোপ-কঠোর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক " তিষ্ঠ তিষ্ঠ " বলিয়া তাঁহার প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মর্ষি দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় সেই দুর্ভেদ্য ব্রহ্মদণ্ড উদ্ধৃত করিয়া কোপ-পরীত নেত্রে পরুষ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রে ক্ষত্রিয়াপসদ! তপোবলে কতিপয় অকিঞ্চিৎকর অস্ত্র লাভ করিয়া অজেয় ব্রহ্মবলকেও কি পরাজয় করিতে অভিলাষ করিয়া ছিস্? এই দেখ্, আমি একমাত্র ব্রহ্মবল অলবম্বন করিয়াই তোর সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিলাম। তোর কত-দূর বল, এখনই তাহা প্রদর্শন কর্। অথবা তোর সহিত অনর্থক বাগ্‌যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। শুষ্ক তৃণরাশিকে ভস্মসাৎ করিতে হুতাশনের আর প্রয়াস কি? আমি এই দণ্ডেই তোর ক্ষত্রিয় গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিতেছি। তুই স্থির-নেত্রে সবিস্ময়ে আমার অলৌকিক ব্রহ্মবল অবলোকন কর্। ব্রহ্মর্ষি এই বলিয়া অবলীলাক্রমে আপন ব্রহ্মদণ্ডে বিশ্বামিত্রের সেই ভীষণাস্ত্র নিবারণ করিয়া ফেলিলেন।

জলদাবলী প্রচুর পরিমাণে জল বর্ষণ করিলে, জ্বলন্ত অনল যেমন অচিরাৎ নির্ব্বাপিত হয়, ব্রহ্মর্ষির ব্রহ্মদণ্ডপ্রভাবে বিশ্বামিত্রের আগ্নেযাস্ত্রও সেইরূপ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল।

আগ্নেয়াস্ত্র নিষ্ফল হইল, দেখিয়া কোপনশীল কুশিক-কাত্মজের ক্রোধের আর তখন পরিসীমা রহিল না। তিনি অধিকতর তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ক্রমে রৌদ্র, বারুণ, ঐন্দ্র, ঐষিক, পাশুপত, মানব, মথন, মোহন, মূষল, গান্ধর্ব্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, সন্তাপন, বিলাপন শোষণ, দারণ, দুর্জয় বজ্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, পিনাক, শুষ্ক ও আর্দ্র অশনি, দণ্ড, বায়ব্য, পৈশাচ, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, শক্তিদ্বয়, ক্রৌঞ্চারস্ত্র, বিদ্যাধরাস্ত্র, কালাস্ত্র, কঙ্কাল, কঙ্কণ কাপাল, ত্রিশূল ও হয়শির প্রভৃতি অস্ত্র সমস্ত বশিষ্ঠের প্রতি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব এক-মাত্র ব্রহ্মদণ্ডেই সমস্ত নিরাস করিয়া দিলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র তাঁহার প্রতি অমোঘবির্য্য ব্রহ্মাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন। এই ব্রহ্মাস্ত্র নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় উজ্জ্বল বেশে প্রবল বেগে ধাবমান হইতে লাগিল, দেখিয়া অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণ, দেবর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও উরগগণ সকলেই ভয়ে একান্ত অভিভূত হই-লেন। আরণ্য জীব জন্তুগণ প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ণ করিতে লাগিল। কিন্তু এমন ভযাবহ অস্ত্র প্রবল বেগে আসিতেছে, দেখিয়া ব্রহ্মর্ষির মনে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হইল না, প্রত্যুত তাঁহার শরীর ক্রোধভরে এরূপ ভয়ঙ্কর

হইয়া উঠিল যে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তখন ত্রিলোককেও একান্ত আকুলওবিমোহিত হইতে হইয়াছিল। তদীয় রোম-কূপ হইতে ধূমপরীত প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় করাল দর্শন তদীয় ব্রহ্মদণ্ডও তখন প্রলয়কালীন বিধূম বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। ব্রহ্মর্ষি একমাত্র ব্রহ্মবলপ্রভাবে অবলীলাক্রমে সেই দুর্ব্বিষহ ব্রহ্মাস্ত্রও নিরাস করিয়া ফেলিলেন।

পুরুষোত্তম! ব্রহ্মর্ষি এই ভয়াবহ অস্ত্র সকল অনায়াসে নিবারণ করিলে, তদীয় সন্নিহিত মহর্ষিগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহার স্তুতিবাদ করিয়া কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি এই মহাবল বিশ্বামিত্রকে যার পর নাই নিগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি, নিজ মহীয়সী-শক্তি-প্রভাবে আপনি এ ব্রহ্মতেজ সংবরণ করুন। আপনকার এই অপ্রতিহত পরাক্রম দর্শনে ত্রিলোক ভয়ে একান্ত অভিভূত হইতেছে। বিশেষতঃ শত্রুর প্রতি উহা প্রকাশ করিলে আপনারই বলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন। আপনার প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া ত্রিলোকও নিশ্চিন্ত হউক। তখন মহাতেজা মহর্ষি বশিষ্ঠদেব ঋষিগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া শত্রুবিনাশ-বাসনায় ক্ষান্ত হইলেন। এদিকে মহাবল বিশ্বামিত্র ব্রহ্মবলে বলহীন হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, অহো! ক্ষত্রিয় বলে ধিক্। দিব্য ব্রহ্মবলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মর্ষি একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা আমার সমু-

দায় অস্ত্রই বিফল করিয়া ফেলিলেন। অতএব আমি এই দুর্ব্বল ক্ষত্রিয়ভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্তই তপস্যায় মনঃসমাধান করিব।

সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

এইরূপে মহারাজ বিশ্বামিত্রের মনে বৈরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরাভবের কথা মনে করিয়া তাঁহার পরিতাপের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি অনবরত দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিসে বৈর-নির্য্যাতন হইবে, অনবরত এই চিন্তাই তাঁহার বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি বিষয়বাসনার সহিত সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুবিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহিষী সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় কেবল ফলমূলমাত্রে প্রাণ যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অতিকঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ, দৃঢ়নেত্র ও মহারথ নামে (১) তাঁহার সুধার্ম্মিক চারি পুত্র উৎপন্ন হইল।

এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইলে, একদা ভগবান্ বিধাতা পিতামহ তদীয় তপস্যায় প্রীত ও অমরগণের সহিত তথায় আবির্ভূত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে কুশিকাত্মজ! তুমি তপোবলে রাজর্ষিলোক সকল

(১) বঙ্গীয় পুস্তকে শেষোক্ত পুত্রের নাম মহোদর এইরূপ নিখিত আছে।

পরাজয় করিয়াছ। অদ্যাবধি আমরা তোমাকে রাজর্ষি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিলাম। বিধাতা বিশ্বামিত্রকে এইরূপ বর দান করিয়া সুরগণের সহিত সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। মহতপা বিশ্বামিত্র পিতামহের মুখে এই রূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক লজ্জায় অধোমুখ হইয়া দুঃখাবেগে দীনভাবে কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি এতকাল এমন কঠোর তপস্যা করিলাম। কেবল ফুলমূলমাত্র ভোজন করিয়া এতকাল জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলাম। তথাপি বিধাতা আমাকে রাজর্ষি ভিন্ন আর কোন বরই প্রদান করিলেন না। বোধ হয়, এরূপ তপস্যায় ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত আমি অধিকতর কষ্ট স্বীকার করিয়া তপস্যা করিব। বিশ্বামিত্র মনে মনে এইরূপ পুনর্ব্বার ঘোরতর তপস্যায় নিশ্চয় করিয়া মনঃসমাধান করিলেন।

এই সময়ে ইক্ষ্বাকুবংশীয় ত্রিশঙ্কুনামে এক সুধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। সত্যপরায়ণ এই মহীপাল একদা মনে করিলেন, আমি যজ্ঞ সাধন করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিব। তিনি মনে মনে এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া পরে ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের সান্নিধানে আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ দেব তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহা কখনই সিদ্ধ হইবার নহে! মহর্ষি এইরূপ প্রত্যাখ্যান করিলে, ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ দিকে যাত্রা

করিলেন, এবং যে স্থানে বশিষ্ঠের একশত তনয় তপস্যা করিতেছেন, তথা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন. সুদীর্ঘতপা মনস্বী ঋষিকুমার সকল সমাহিত চিত্তে তপস্যায় অভি-নিবিষ্ট রহিয়াছেন। মহীপাল আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইয়া আনুপূর্ব্বিক অভিবাদন পূর্ব্বক লজ্জাবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলি পুটে কহিতে লাগি-লেন, হে শরণ্য তপস্বিগণ! আপনারা শরণাগত বৎসল। আমি বহুসংখ্য লোকের শরণ্য হইলেও এক্ষণে আপনা-দিগের শরণাপন্ন হইলাম। তপোধনগণ! আমি এক যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠানার্থ কৃতসংকল্প হইয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ-দেবকে ইহার ব্রতী হইতে অনুরোধ করিয়া ছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকট নতশিরে করযোড়ে প্রার্থনা করি-তেছি, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমার এই অভিলাষ পূরণ করুণ। তাহা হইলে, আমি নিশ্চয়ই সশরীরে সুরলোকে গমন করিতে পারিব। দেখুন, গুরুদেবের নিকট আমি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। এক্ষণে আপনারা, ভিন্ন আর কে আমার অভিলাষ পূরণ করিবেন? আর দেখুন, ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের গুরুই পরম গতি। সুতরাং ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের পর কেবল আপনারাই আমার একমাত্র আরাধ্য।

অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

তখন মুনিতনয়েরা মহীপাল ত্রিশঙ্কুর এইরূপ বাক্য শুনিয়া রোষাকুলিত লোচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ। দেখ দেখি, যিনি প্রতিনিয়ত সত্য ধর্ম্মে নিরত রহিয়াছেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহীপালগণ যাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া প্রতিপালন করেন। সেই পূজ্যপাদ পিতা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তুমি সেই চিরবিশুদ্ধ রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কোন্ সাহসে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছ। নরনাথ! আমাদের পিতৃদেব সামন্য নহেন, তিনি অবহিত চিত্তে যাগানুষ্ঠান করিলে, ত্রৈলোক্য সিদ্ধিও দুর্লভ নহে। অতএব সেই মহাত্মাই যখন অসাধ্য বলিয়া তোমার মনোরথ পূরণে অস্বীকার করিয়াছেন, বল দেখি, আমরা কোন্ সাহসে সেই বিষম সাহসের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব। মূল অতিক্রম করিয়া শাখান্তর অবলম্বন করিলে কখনই অভিলষিত লাভ হয় না। অতএব তুমি স্বস্থানে চলিয়া যাও। পিতৃদেবের অসাধ্য কার্য্য সাধন করিতে গিয়া আমরা কোনমতেই তাঁহার অবমাননা করিতে পারি না।

বশিষ্ঠতনয়েরা এইরূপ প্রতিকুল বাক্যে মহীপালকে নিরাশ করিলে, তিনি নিতান্ত কোপপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, তপস্বিগণ! দেখুন্, আমি প্রথমত বশিষ্ঠদেবের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, এখন আবার আপনারাও আমায় নিরাশ করিলেন, ভালই, আমি এক্ষণে উপায়ান্তর অবলম্বন করিব। আপনারা সুখে থাকুন।

তখন ঋষিকুমারেরা ত্রিশঙ্কুর এইরূপ অবজ্ঞাসূচক বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে নিতান্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, রে পাপাত্মন্ নরাধম! তুই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিলি, আমরা অভিসম্পাত করিতেছি,তুই অচিরাৎ চণ্ডালত্ব লাভ কর। ঋষি-সন্তানগণ ত্রিশঙ্কুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া উহার মুখাবলোকন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিবার অভিলাষে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রজনীও উপস্থিত হইল।

অনন্তর রাত্রি অতিবাহিত হইলে, ঋষিশাপে ত্রিশঙ্কুর শরীরে চণ্ডালভাব সকল সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার কলেবর কৃষ্ণবর্ণ ও রুক্ষ হইয়া উঠিল। বিকীর্ণ কেশ, শ্মশানমাল্য চিতাভস্মলেপ, লৌহ নির্ম্মিত ভূষণ ও নীলীরাগ রঞ্জিত বসন তাঁহাকে নিতান্ত করালদর্শন করিয়া তুলিল, মন্ত্রী ও অনুগত প্রজাবর্গেরা মহীপালের এইরূপ বিকটদর্শন চণ্ডালরূপ অবলোকন করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল।

রামচন্দ্র! এইরূপে মহারাজ ত্রিশঙ্কু শাপানলে দগ্ধান্তঃ-

করণ ও বন্ধুবান্ধব-বিহীন হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে কৌশিকের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মশীল বিশ্বামিত্র সেই করালদর্শন চণ্ডালরূপী ত্রিশঙ্কুরে নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত কৃপাপরবশ হইলেন, কহিলেন, একি মহারাজ! তোমার আকার প্রকার দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যেন, তুমি কোন শাপপ্রভাবে চণ্ডালরূপ ধারণ করিয়াছ। জিজ্ঞাসা করি, এক্ষণে কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছ।

বচনবিশারদ মহারাজ ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের মুখে এইরূপ স্নেহের কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলি করে কহিলেন, হে প্রশান্তমূর্ত্তে! আমি সশরীরে স্বর্গলাভের অভিলাষ করিয়া গুরুদেব বশিষ্ঠ এবং গুরুপুত্রদিগের নিকট গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার অভিলাষ পূর্ণ হওয়া দূরে থাক্, আমার জাতি বেশ ও রূপ পর্য্যন্তও এইরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ভগবন্। আমি পূর্ণ একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; তথাপি তাহার ফললাভে বঞ্চিত হইলাম। তপোধন! আমি পূর্ব্বে প্রাণান্তেও কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি নাই। এবং এক্ষণে এই ক্ষাত্র ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি; কষ্টের দশায় পড়িলেও আমি কোন কালে অসত্য কথা মুখাগ্রে আনিব না। ভগবন্! আমি চিরকাল ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করিয়াছি; সতত সমাহিত চিত্তে বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। সদ্গুণে ও সদাচারে গুরুজনের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করি-

য়াছি; কখন অন্যের অনিষ্টাচরণে অগ্রসর হই নাই। কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মসাধনে ও যজ্ঞানুষ্ঠানে যত্নবান্ হইয়া গুরুদেবগণের বিরাগ সংগ্রহ করিলাম। ইহাতেই আমার বোধ হইতেছে, মনুষ্যদিগের অদৃষ্টই প্রবল। পুরুষকার অতি অকিঞ্চিৎকর। অদৃষ্টই সমস্ত বিষয় সম্যক আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। এবং উহাই মনুষ্যদিগের পরমগতি। দেখুন দেখি, তপোধন! চিরকাল এত ধর্ম্মসঞ্চয় করিয়া কেবল অদৃষ্টের দোষেই আমার সমস্ত ঐহিক কার্য্য নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে প্রার্থনা, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

মহাত্মা বিশ্বামিত্র মহীপতি ত্রিশঙ্কুর এইরূপ শোক-সূচক বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া নিতান্ত কৃপাপরবশ হইলেন, এবং মধুর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ। তুমি যে ধার্ম্মিক তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। তোমার চরিত্র বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি তোমাকে অভয় প্রদান করিতেছি, তুমি আমার আশ্রমে নির্ভয়ে অবস্থিতি কর। তোমার যজ্ঞসাধন নিমিত্ত আমি, সৎকর্ম্মশীল সহকারী ঋষিগণকে আহ্বান করিব। তাহা হইলে তুমি পরম সুখে আপন মনোরথ সফল করিতে

পারিবে। শাপপ্রভাবে তুমি যে এই রূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছ; ইহাতে তোমার স্বর্গগমনের কোন অন্তরায় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তুমি এই শরীরেই সুরলোকে গমন করিতে পারিবে। বৎস! তুমি যখন শরণাগত বৎসল কৌশিকের শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন স্বর্গলাভ ত তোমার হস্তগতই হইয়াছে।

তেজস্বী বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলিয়া প্রজ্ঞাসম্পন্ন সুধার্ম্মিক তনয়দিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ! তোমরা বিশেষ মনোযোগী হইয়া এই যজ্ঞের সমস্ত দ্রব্যাদি আহরণ কর। তৎপরে তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ, তোমরা আমার নিদেশে শিষ্য, সুহৃদ্ এবং বশিষ্ঠের পুত্রদিগের সহিত সমুদায় বহুদর্শী ঋষি ও ঋত্বিক্গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন কর। যদি কেহ আহূত হইয়া কোনরূপ অনাদর সূচক বাক্য প্রয়োগ করে, তোমরা আসিয়া অবিকল আমার নিকট বলিবে।

অনন্তর মহাত্মা কৌশিকের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শিষ্যগণ চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন, দেশ বিদেশ হইতে ব্রহ্মবাদী ঋষিরাও আগমন করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহার শিষ্যগণ অচিরকাল মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাকে কহিলেন, গুরো! সকলদেশ হইতেই ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ এবং অপরাপর প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ সমাদর পূর্ব্বক আপনার নিমন্ত্রণে স্বীকার করিয়া আগমন

করিতেছেন। কেবল মহোদয়নামা এক ঋষি এবং বশিষ্ঠের একশত পুত্র আসিবেন না। তাঁহারা আপনার কথা শুনিয়া কোপপ্রদর্শন পূর্ব্বক যেরূপ কহিয়াছেন, শ্রবণ করুন। তাঁহারা কহিলেন, যে যজ্ঞের কর্ত্তা চণ্ডাল যাজক ক্ষত্রিয়, সে যজ্ঞে দেবর্ষিগণ কিরূপে হবি ভোজন করিবেন, চণ্ডালপ্রদত্ত ভোজ্য উপভোগ করিয়া ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ কিপ্রকারেই বা নিষ্কণ্টকে স্বর্গলাভ কবিতে পারিবেন। তপোধন। তাঁহারা কোপাকুলিত লোচনে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

তখন মহাতেজা বিশ্বামিত্র শিষ্যগণের মুখে এই-রূপ বাক্য শুনিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া কহিতে লাগিলেন, আমি অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করি-তেছি। দোষ আমাকে কোন প্রকারে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহা জানিয়া শুনিয়াও যে দুরাত্মারা আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছে; এজন্য তাহারা অবশ্যই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। আমি দেখিতেছি, তাহাদিগের মৃত্যু অতি সন্নিহিত হইয়াছে। তাহারা সাতশত জন্ম মুষ্টিকানামে প্রসিদ্ধ হইয়া শববস্ত্র আহরণ ও নির্দ্দয় হৃদয়ে কুক্কুরমাংসে উদর পূরণ করিয়া বিকৃতাকারে ও বিকৃতাচারে সমস্তলোকে বিচরণ করুক। আর পাপাত্মা মহোদয়ও আমাকে অকারণে দোষ দিতেছে; অতএব সেও চণ্ডাল হইয়া নিরন্তর নির্দ্দয়ভাবে প্রাণী হিংসা

করুক। আমার রোষে বিবিধ দোষে দূষিত হইয়া দুরাত্মাকে সুদীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। মহাতপা মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিমন্ত্রিত মুনিগণের সমক্ষে মহোদয় ও বশিষ্ঠ-সন্তানদিগকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

কিয়ৎকাল পরে পরম তেজস্বী মহর্ষি কৌশিক মহোদয় এবং বশিষ্ঠতনয়দিগকে তপঃপ্রভাবে নিহত জানিয়া ঋষিগণমধ্যে কহিতে লাগিলেন, তপস্বীগণ! এই ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহীপাল ত্রিশঙ্কু পরম ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও অতি বদান্য। ইনি নিরন্তর ইন্দ্রিয়বর্গকে স্ববশে রাখিয়াছেন। এক্ষণে এই মহাত্মা সশরীরে স্বর্গলাভের অভিলাষ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া সমাহিত চিত্তে আমার সহিত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে, অবশ্যই ইহাঁর মনোরথ সফল হইবে।

মহর্ষি ঋষিগণকে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, তাঁহারা একত্রিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই কোপনশীল কৌশিক যাহা কহিলেন, তাহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে। যদি এই বাক্যে অনাদর প্রকাশ

করিয়া আমরা বিপরীত পথে পদার্পণ করি, তাহা হইলে অনলসঙ্কাশ ঋষির অভিসম্পাত দুষ্পবিহার্য্য। সুতরাং আমাদিগকে ইহাঁর অনুগামী হইয়াই চলিতে হইবে অতএব আইস, যাহাতে ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারেন, আমবা সমবেত হইয়া এক্ষণে সেইরূপ যজ্ঞই আরম্ভ করি।

মুনিগণ পরস্পর এইরূপ পরামর্শ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তেজস্বী বিশ্বামিত্র স্বয়ং এই যজ্ঞের যাজকতা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রবিৎ ঋত্বিকেরা সাম্প্র-দায়িক বিধি ও কল্পশাস্ত্রানুসারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে মহাতপা মহর্ষি বিশ্বামিত্র বেদ-বিহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকে অংশার্থী দেব-গণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুরগণ কেহই তথায় আগমন করিলেন না। তদ্দর্শনে তিনি যৎপরো-নাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞীয় স্রুক্ উত্তোলন পূর্ব্বক সুগভীর-স্বরে ত্রিশঙ্কুকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি আজি আমার স্বোপার্জ্জিত তপস্যার প্রভাব প্রত্যক্ষ কর। আমি স্বীয় তপস্যার ফলেই তোমাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিতেছি। নরনাথ! ইহাতে তুমি কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না। সশরীরে স্বর্গলাভ যদিচ সুলভ নহে; তথাপি, আমি বাল্যকালাবধি যেকিছু তপস্যার ফল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি, তুমি আজি তাহারই প্রভাবে নির্ভয়ে সুর-

লোকে গমন কর। মহর্ষি এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, মহীপাল ত্রিশঙ্কু অমনি সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে লাগিলেন। সভাস্থ ঋষিগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সবিস্ময়ে অনিমেষ নেত্রে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

মহারাজ ত্রিশঙ্কুরে সশরীরে স্বর্গারোহণে প্রবৃত্ত দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া তাহাকে কহিলেন, ত্রিশঙ্কু। তুমি এমন কি ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছ, যে তাহার বলে তুমি সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতেছ। ক্ষান্ত হও। তুমি কদাচ এ পবিত্রধামে আগমন করিও না। ত্রিশঙ্কু তাঁহাদিগের বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া ক্রমেই যখন ঊর্দ্ধগামী হইতে লাগিলেন, সুরপতি তখন কুপিত হইয়া পরুষ বাক্যে কহিলেন, রে পাপাত্মন্! তুই গুরুশাপগ্রস্ত হইয়া নিতান্ত অপবিত্র হইয়াছিস্। এ পবিত্র ধাম পাপাত্মাদিগের বাসোপযোগী নহে। অতএব তুই এইদণ্ডেই অধোমুণ্ডে পতিত হ। তখন মহারাজ ত্রিশঙ্কু এইরূপে মহেন্দ্রের কোপোদ্দীপন করিয়া পুনরায় অধোমুণ্ডে ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন এবং বিশ্বামিত্রকে উদ্দেশ করিয়া "ভগবন্। পরিত্রাহি পরিত্রাহি" বলিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র ক্রোধে একান্ত আকুল হইয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া এক চীৎকার করিয়া উঠিলেন; এবং সেই সমস্ত ঋষিবর্গের সমক্ষে দ্বিতীয় প্রজাপতির

ন্যায় দক্ষিণ দিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং অপরাপর নক্ষত্র সকলের সৃষ্টি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোষভরে কহিয়া উঠিলেন, দেখ, মহর্ষিগণ! আমি এখন অন্য এক ইন্দ্রের সৃষ্টি করিব। অথবা এখানে দ্বিতীয় ইন্দ্রের আবশ্যক নাই। মৎকৃত এই লোকে মহারাজ ত্রিশঙ্কুই দেবরাজ হইবে। এক্ষণে আমি অপরাপর সুরগণের সৃষ্টি করি। মহর্ষি এই বলিয়া তৎ সাধনে প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে ঋষিগণ ও দেবাসুরগণ বিশ্বামিত্রকে এইরূপ অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত দেখিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে নানাপ্রকার স্তুতিবাদ করিয়া বিনয়বাক্যে কহিলেন, তপোধন! মহারাজ ত্রিশঙ্কু গুরুর অভিশাপে চণ্ডাল হইয়াছেন। এমন অপবিত্র শরীরে ইনি কখনই পবিত্র ধামের যোগ্য হইতে পারেন না। অতএব আমরা করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ করুন। তৎশ্রবণে বিশ্বামিত্র কহিলেন, সুরগণ! আমি এই নরেন্দ্রকে সশরীরে সুরলোকে প্রেরণ করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এক্ষণে আমি প্রাণান্তেও সে অঙ্গীকার অনর্থক করিতে পারিব না। মাদৃশ তপস্বিজন প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি উল্লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে অঙ্গীকার প্রতিপাল্য বলিয়া আর কে বিশ্বাস করিবে? অতএব এক্ষণে হয়, ত্রিশঙ্কুই সশরীরে স্বর্গভোগ করুক, না হয় আমি যে সমস্ত নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করিয়াছি, যাবৎকাল এই পৃথিব্যাদি লোক বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল তৎসমুদায়ও

বিদ্যমান থাকুক। দেবগণ! আমি অনুনয় করিয়া কহিতেছি, তোমরা প্রসন্ন হইয়া ইহার অন্যতর পক্ষে আমাকে অনুমোদন কর।

তখন দেবগণ মহর্ষির একান্ত অধ্যবসায় জানিয়া কহিলেন, তপোধন! আপনি যখন এবিষয়ে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন, তখন আপনার মনোরথই সফল হইবে। এক্ষণে অন্তরীক্ষে জ্যোতিশ্চক্রের যে গতিপথ নির্দ্দিষ্ট আছে; আপনার সৃষ্ট এই সমস্ত নক্ষত্র তাহার বহির্ভাগে বিরাজিত হইবে। মহীপাল ত্রিশঙ্কু এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমুদ্ভাষিত হইয়া অবাঙ্মুখে অবস্থান করিবেন; এবং এই সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থও স্বর্গীয় লোকের ন্যায় প্রতিনিয়ত এই কৃতকার্য কীর্ত্তিমান ত্রিশঙ্কুর অনুসরণে প্রবৃত্ত থাকিবে। রামচন্দ্র! দেবগণ এইরূপ কহিয়া বিরত হইল, ধর্ম্মশীল কৌশিক বলিলেন, দেবগণ! তোমরা যাহা কহিলে, আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। তিনি ঋষিগণের সমক্ষে এইরূপ সম্মতি প্রকাশ করিয়া পরে যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ সমাপন করিলেন। যজ্ঞান্তে দেবগণ ও ঋষিগণ স্ব স্ব অভিলষিত প্রদেশে গমন করিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

অভ্যাগত মুনিগণ যজ্ঞাবসানে স্ব স্ব ধামে যাত্রা করিলে, তপোধন বিশ্বামিত্র তপোবনবাসী তাপসদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাপসগণ! দেখ, মহীপাল ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করাতে আমাদের তপস্যার নানা প্রকার অন্তরায় ঘটিতেছে; অতএব আইস, আমরা না হয় অন্যদিকে গিয়া তপোনুষ্ঠান করি। শুনিয়াছি, পশ্চিম প্রদেশে সুবিস্তীর্ণ তপোবন সকল রহিয়াছে। তথায় পুষ্কর নামক একটি পবিত্র তীর্থ আছে। তথায় গমন করিলে, ঐ তীর্থের তীরস্থিত মনোহর তপোবনে অবস্থান করিয়া আমরা মনের সুখে তপোনুষ্ঠান করিতে পারিব। মহর্ষি এই কথা বলিযা তত্রত্য তাপসদিগের সহিত সেই পবিত্র পুষ্করতীর্থে যাত্রা করিলেন। এবং তথায় উপস্থিত হইয়া অযত্নলভ্য ফলমূল দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক পরম সুখে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অযোধ্যাধিপতি মহীপাল অম্বরীষ এক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। এই যজ্ঞ আরব্ধ হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র গুপ্তভাবে আসিয়া তাঁহার যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করিয়া

লইয়া যান। তদ্দর্শনে তদীয় পুরোহিতগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার যজ্ঞ সাধন জন্য আমরা যে পশুটি আনয়ন করিয়াছিলাম, আপনকার দুর্নীতি-নিবন্ধন তাহা অপহৃত হইয়াছে। রক্ষণাবেক্ষণে যাহার বিশেষ অভিনিবেশ না থাকে, দোষ সকল তাহাকেই স্পর্শ করিয়া বিনষ্ট করে; অতএব এক্ষণে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া পশুটি আনয়ন করুন। অথবা ইহার প্রতিনিধিস্বরূপ কোন এক মনুষ্যকে ক্রয় করিয়া দেন। নরনাথ! এই প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিলে এই রূপ প্রায়শ্চিত্তই বিধি বিহিত।

মহীপাল অম্বরীষ উপাধ্যায়গণের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহস্র ধেনু নিষ্ক্রয় স্বরূপ দিয়া পশুর প্রতিনিধি এক মনুষ্য সংগ্রহে অভিলাষী হইলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নানা দেশ, নগর, জনপদ, বন, উপবন ও পবিত্র আশ্রমপ্রভৃতি নানা স্থান পর্য্যটন করিলেন। কিন্তু মনুষ্য-সংগ্রহে কোথাও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহীপাল ক্রমে নানা দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে ভৃগুতুঙ্গ নামক এক পর্ব্বতশৃঙ্গে গমন করিলেন, দেখিলেন, তথায় মহর্ষি ঋচীক পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে সমাসীন রহিয়াছেন। মহারাজ সেই তপঃপ্রদীপ্ত মহর্ষির সন্নিহিত হইয়া প্রথমে তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদন করিলেন। পরে সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি।

এই যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, কোন ছলান্বেষী ব্যক্তি আমার যজ্ঞীয় পশুটিকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। আমি সমস্ত দেশ পর্য্যটন করিলাম; সমস্ত ভূভাগ তন্নতন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলাম; কুত্রাপি পশুর অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না। এক্ষণে আপনি যদি এই লক্ষধেনুর বিনিময়ে পশুর প্রতিনিধির স্বরূপ আপনার একটি পুত্রকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ ও যৎপরোনাস্তি অনুগৃহীত হই।

অম্বরীষ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি ঋচীক কহিলেন, নরনাথ! আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। মহর্ষির এই কথা শুনিয়া তাঁহার পত্নী তখন কহিলেন, মহারাজ! জ্যেষ্ঠ পুত্র যেমন পিতার প্রিয়, কনিষ্ঠ পুত্রও সেইরূপ মাতার স্নেহের পাত্র। আমি প্রাণান্তেও কনিষ্ঠ তনয়কে বিক্রয় করিতে পারিব না। মুনি ও মুনিপত্নী উভয়ে এইরূপ কহিলে, মধ্যম শুনঃশেফ স্বয়ংই অম্বরীষকে কহিলেন, মহারাজ! জ্যেষ্ঠ সন্তান পিতার প্রিয়পাত্র। মাতাও কেবল কনিষ্ঠ পুত্রকেই অবিক্রেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। আমি মধ্যম। পিতা মাতা যখন আমার কথা কিছুই উল্লেখ করিলেন না, তখন আমার বোধ হয়, মধ্যমই বিক্রেয়। আমাকে অনায়াসেই ইঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন। অতএব আপনি আমাকেই ক্রয় করিয়া লইয়া চলুন। শুনঃশেফ এইরূপ কহিলে মহীপাল অম্বরীষ শতসহস্র

ধেনু ও বহুসংখ্য রত্নরাশি প্রদান করিয়া তাঁহাকে ক্রয় করিলেন; এবং অবিলম্বে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সহর্ষে তথা হইতে গমন করিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। মহীপাল অম্বরীষ মধ্যাহ্ন কালীন প্রভাকরের প্রখর কিরণে একান্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া বিশ্রামার্থ পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হইলেন। এবং তথায় উপনীত হইয়া সেই পরম রমণীয় পুষ্কর তীর্থে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঋচীকতনয় শুনঃশেফও রথ হইতে অবরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, তাঁহার মাতুল মহর্ষি বিশ্বামিত্র অপরাপর সংশিতব্রত তাপসগণে পরিবৃত হইয়া সুসংযত চিত্তে তপস্যায় সমাধান করিয়া রহিয়াছেন। শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইয়া বিষণ্ণ বদনে ও দীন নয়নে তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বারি ধারা পড়িতে লাগিল। রোদন করিতে করিতে কহিলেন, তপোধন! পিতা মাতা স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকালের নিমিত্ত আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি পিতৃবিহীন, মাতৃ-

বিহীন ও বন্ধুবান্ধব-বিহীন হইয়াছি। আমার মলিন বদন দেখিয়া ও আমার রোদন শুনিয়া রোদন করে এ সংসার মধ্যে আমার এমন আব কেহই নাই। ভগবন! আপনি শরণাগত-বৎসল। যে আপনার শরণাগত হয়, আপনি তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, তাহাকে আশ্রয় দিয়া তাহার অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন। আমি কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে এই মহী-পাল কৃতকার্য্য হন; এবং আমিও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া তপঃসাধন পূর্ব্বক স্বর্গলোক লাভ করিতে পারি, আপনি কৃপা করিয়া ইহার কোন সদুপায় বিধান করুন। তপোধন! আপনি অনাথের নাথ; আমি অনাথ! আপনি অগতির গতি; আমি গতিবিহীন। আপনি প্রসন্ন মনে এ অনাথের অধিনাথ হইয়া পিতার ন্যায় আমার এ বিপদ বিনষ্ট করুন।

শুনঃশেফ ম্লান বদনে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, শরণাগত-বৎসল বিশ্বামিত্র নানাপ্রকার মধুর বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া পুত্রগণকে কহিলেন, বৎসগণ! দেখ, জগতে সকলেই আপন আপন হিতের নিমিত্ত সৎপুত্র কামনা করিয়া থাকে, পিতার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করাই পুত্রের একমাত্র কার্য্য। এই নিরাশ্রয় মুনিবালক শরণার্থী হইয়া আমার সকাশে আসিয়াছে। এক্ষণে ইহার জীবন রক্ষা করিয়া আমার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। পুত্রগণ! তোমরা কেহই অধা-

র্ম্মিক নহ। সৎকার্য্যেও তোমাদিগের বিশেষ অনুরাগ আছে। সম্প্রতি এই মহীপাল অম্বরীষ এক যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন। তোমরা এই যজ্ঞের পশু হইয়া অগ্নি ও সুরগণের তৃপ্তি সাধন কর। তাহা হইলে এই অনাথ মুনিকুমারের জীবন রক্ষা হয়; অম্বরীষের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ পায়; এবং আমিও যথোচিত প্রীতিলাভ করিতে পারি।

বিশ্বামিত্রের এইরূপ নিদারুণ বাক্য শুনিয়া তাঁহার তনয়েরা তখন অভিমানে পরিপূর্ণ হইলেন এবং সাহ-ঙ্কারে পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আপনি অন্যের পুত্রের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত কোন্ প্রাণে আপন পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন; জীবের প্রতি দয়া করিয়া স্বীয় মাংস ভোজন করা যেরূপ, আপনকার এ অভিলাষটিও যে অবিকল সেইরূপই হইতেছে।

কোপন-শীল কৌশিক তনয়গণের মুখে এইরূপ পরিহাসজনক বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, রে পাপাত্মা পামরগণ! তোদের এতদূর অভিমান যে, আমার সমক্ষে অকাতরে এমন নিদারুণ কথা ওষ্ঠের বাহির করিলি, যে পুত্র পিতার বাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় আচরণ করে, যে সন্তান গুরুবাক্যে উপহাস করিয়া অনাস্থা প্রকাশ করে; সে পুত্র পিতার কুপুত্র। সে সন্তান কখনই পিতৃকুল উজ্জ্বল করিতে পারে না। দুরাত্মাগণ! এই অধর্ম্ম

নিবন্ধন তোদের আর পরিত্রাণ নাই। বশিষ্ঠতনয়েরা যেমন আমার অভিশাপে জাতিভ্রষ্ট হইয়া স্বীয় দুষ্কর্ম্মের পরিণাম ভোগ করিতেছে, তোরাও সেইরূপ হীনজাতি হইয়া কুক্কুরমাংসে জীবিকা নির্ব্বাহপূর্ব্বক পূর্ণ সহস্র বৎসর পৃথিবীতলে ভ্রমণ কর্।

মহর্ষি পুত্রদিগকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া পরে শোকাকুল শুনঃশেফকে কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে দুইটি গাথা প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি যখন কুশনির্ম্মিত পবিত্র কাঞ্চীদাম, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে অলঙ্কৃত হইয়া বৈষ্ণবযূপে নিবদ্ধ ও অগ্নির স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইবে, ঐ সময়ে মদ্দত্ত এই দুইটি গাথা উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া সংযত চিত্তে ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তুতিবাদ করিবে। তাহা হইলে অম্বরীষের যজ্ঞে অবশ্যই তোমার প্রাণ-রক্ষা হইবে।

ঋষিকুমার শুনঃশেফ পরম কারুণিক বিশ্বামিত্রের মুখে এইরূপ অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া অবহিত চিত্তে ও ভক্তি ভাবে ঐ মন্ত্রদ্বয় গ্রহণ করিলেন। এবং দ্রুতপদে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আর বিলম্ব করিবেন না; ত্বরায় গিয়া দীক্ষাগ্রহণ ও যজ্ঞসাধনে প্রবৃত্ত হউন। রাজা ঋষিপুত্রের বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া প্রফুল্লমনে অবিলম্বে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং সদস্যগণের আদেশানুসারে শুনঃশেফকে কুশনির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা চিহ্নিত এবং রক্তবস্ত্র,

রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে বিভূষিত করিয়া পশুরূপে যূপে নিবদ্ধ করিলেন।

ঋচীকতনয় যূপে নিবদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্রপ্রদত্ত গাথা দ্বয় উচ্চৈঃস্বরে গানপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্র ও যজ্ঞের পরমদেতা ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ বিশ্বামিত্রোপদিষ্ট সেই সুললিত সুমিষ্ট স্তুতিবাক্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শুনঃশেফকে তাঁহার অভিলষিত দীর্ঘায়ু ও বিশুদ্ধ যশঃ প্রদান করিলেন। মহীপাল অম্বরীষও সহস্রলোচনের প্রসাদে নির্ব্বিঘ্ন যজ্ঞাবশেষ নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্ম যশ ও শ্রী প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

রাম! পরম কারুণিক মহর্ষি বিশ্বামিত্র এইরূপে শরণাগত ঋষিবালকের প্রাণরক্ষা করিয়া পুষ্কর নামক পবিত্র তীর্থে পুনরায় ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সহস্রবৎসর অতীত হইল। মহর্ষি ব্রতান্তে কৃতস্নাত হইলে, একদা ভগবান্ কমলযোনি তদীয় অসামান্য তপঃপ্রভাব দর্শনে প্রীত হইয়া অমরগণের সহিত তথায় আবির্ভূত হইলেন, কহিলেন, তাপস! তুমি স্বোপার্জ্জিত তপস্যার ফলে অদ্যাবধি ঋষিত্ব লাভ করিলে।

তোমাব মঙ্গল হউক। বিধাতা বিশ্বামিত্রকে এইরূপ বর দান করিয়া সুরগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন। তপঃপ্রদীপ্ত বিশ্বামিত্রও পূর্ব্ববৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল। একদিন মেনকানাম্নী অপ্সরা সেই পুষ্করতীর্থে আসিয়া আলুলায়িত বসনে অবগাহন করিতে ছিল। বিশ্বামিত্র, মেঘমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় সরোবর মধ্যে সেই মনোমোহিনী মেনকারে নয়নগোচর করিয়া কামমদে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, অয়ি চারুবিলাসিনি! তুমি কে! নির্জ্জন কাননে একাকিনী কিজন্য আসিয়াছ। তোমার অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিয়া আমার মন প্রাণ একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। দগ্ধ মনোভবের ভুবনবিজয়ী শরে আমার শরীর নিতান্ত জর্জ্জরিত হইয়াছে। এখন মুহূর্ত্তকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করাও আমার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সুন্দরি! আমাদিগের আশ্রমপদ অতিশয় সুখসেব্য। তুমিও একাকিনী। বলিতে পারি না, যদ্যপি অভিলাষ হয়, সেই সুখসেব্য আশ্রমে অবস্থান করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম সুখ অনুভব কর।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কামমদে উন্মত্ত হইয়া এই রূপ কহিলে, মেনকা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, ভগবন্! আমি অপ্সরার কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি নাম মেনকা। আপনাকে দর্শন করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাকে যাহা

অনুমতি করিবেন, আমি তাহাতেই সম্মত আছি। মেনকা ঈষৎ হাস্যে এই কথা বলিবামাত্র, তপোনিধি তাহার হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং তপস্যার পরম বিঘ্নস্বরূপ সেই কামিনী-সহযোগে উন্মত্ত হইয়া পরম সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দশ বৎসর অতীত হইল। সামান্য সুখ লালসায় তপোধনের তপস্যার ঘোরতর অন্তরায় হইতে লাগিল। শোক ও পরিতাপ তাঁহার অন্তঃকরণকে একান্ত কলুষিত করিয়া তুলিল। মনোমধ্যে বিলক্ষণ লজ্জারও উদ্রেক হইল। একদিন অতীত কার্য্যের অনুতাপ করিয়া মহর্ষি দুঃখিতান্তঃকরণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! আমি সামান্য সুখে বিমোহিত হইয়া দশবৎসর কাল অহোরাত্রির ন্যায় অতিবাহিত করিলাম। যে ব্রত অবলম্বন করিয়া এতকাল নিরাহারে ও বায়ুমাত্র ভোজনে আমার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহিত হইল। তুচ্ছ কামিনীর সহযোগে মুগ্ধ হইয়া আমি সেই পবিত্র ব্রতেরও বিলক্ষণ বিঘ্ন উৎপাদন করিলাম। হায়! এতদিন আমি কি অকার্য্যই অনুষ্ঠান করিলাম। এই বলিয়া মহর্ষি ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অনুতাপের আর পরিসীমা রহিল না।

মেনকা অকস্মাৎ মহর্ষির এই রূপ ভাবান্তর অবলোকনে নিতান্ত ভীত হইয়া কম্পিত কলেবরে ও করযোড়ে তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। বিশ্বামিত্র তাহাকে একান্ত

ভয়বিহ্বলা দেখিয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এবং তাহারে বিদায় করিয়া তথা হইতে অবিলম্বে উত্তর পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। মহর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া কামপ্রবৃত্তি দমন করিবার মানসে অতিকঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কৌশিকী-তীরে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সহস্র বৎসর অতীত হইলে, ইন্দ্রাদি-দেবগণ সেই তপঃপ্রভাবে নিতান্ত ভীত হইয়া ঋষিগণের সহিত প্রজাপতির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র মহর্ষিত্ব লাভের অভিলাষ করিয়া বহুকাল অতি কঠোর তপস্যা সাধন করিতেছে। আপনি প্রসন্ন হইয়া ইহাঁর অভিলাষ পূরণ করুন।

তৎশ্রবণে ভগবান্ কমলযোনি বিশ্বামিত্র সন্নিধানে আবির্ভূত হইয়া মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, তাপস! তোমার তপস্যায় বিশেষ প্রীত হইয়াছি। অদ্যাবধি তোমাকে মহর্ষিশব্দে নির্দ্দেশ করিলাম। বিশ্বামিত্র স্বয়ম্ভুর এই রূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমায় সদাচারলভ্য ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করিলেন না। আমার বোধ হইতেছে। এখনও আমি ইন্দ্রিয়নিগ্রহে কৃতকার্য্য হই নাই। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! কারণ সত্ত্বেও যাহার চিত্তবিকার উপস্থিত না হয়, লোকে তাহাকেই জিতেন্দ্রিয় বলে। অতএব প্রথমে তুমি সেই দুর্ল্লভ জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভের জন্যই যত্নবান্ হও। এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত স্বধামে গমন করিলেন।

দেবতারা প্রস্থান করিলে, ঋষিবর বিশ্বামিত্র ঊর্দ্ধবাহু ও অবলম্বন শূন্য হইয়া বায়ুমাত্র ভোজনে জীবন ধারণ পূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যায় মনঃ সমাধান করিলেন। মহত্মা গ্রীষ্মাগমে পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইয়া, বর্ষাগমে অনাবৃত প্রদেশে অবস্থান করিয়া, হিমাগমে অহোরাত্র সলিলের অভ্যন্তরে থাকিয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন। এই রূপ কঠোরসাধ্য তপোনুষ্ঠানে তাঁহার সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

এদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণ এই উৎকট তপস্যায় যার পর নাই ভীত হইয়া, কিসে আপনাদিগেব হিত সাধন হইবে, কি প্রকারেই বা কুশিকাত্মজের অনিষ্ট সম্পাদান হইবে, মনে মনে এই বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সকলে একত্রিত হইয়া রম্ভাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, রম্ভে! সুরকার্য্য সাধনের নিমিত্ত তোমাকে বিশ্বামিত্রের সন্নিধানে গমন করিতে হইবে। তথায় গিয়া এই ভুবনবিজয়ী রূপলাবণ্যে মহর্ষিকে

বিমোহিত করিয়া তদীয় তপস্যাব বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। রম্ভা সুরপতির এই কথায় ভীত ও লজ্জিত হইয়া কর-যোড়ে কহিল, ত্রিদশনাথ। কৌশিক নিতান্ত কোপনশীল, তাঁহার তপস্যার কোন রূপ বিঘ্ন জন্মাইলে, অভিসম্পাত দুষ্পরিহার্য্য। এমন বিষম সাহসের কার্য্যে আমার কোন রূপেই সাহস হইতেছে না। ত্রিদশনাথ! প্রার্থনা করি, ক্ষমা করুন, আমায় রক্ষা করুন।

ভয়বিহ্বলা রম্ভা করপুটে এই রূপ নিবেদন করিলে, দেবরাজ তাহারে কহিলেন, সুন্দরি! ভয় কি! আমি এই পাদপদল-সমলঙ্কৃত সরস বসন্তে কলকণ্ঠ কোকিলের রূপ ধারণ করিয়া রতিপতির সহিত তোমার সন্নিধানে অবস্থান করিব। তুমি ললিত বেশে ঋষির সমীপে গমন পূর্ব্বক বিবিধ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিবে।

অনন্তর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রম্ভা সুররাজের আদেশে উজ্জ্বল সাজে সজ্জিত হইয়া সুললিত বেশে হাসিতে হাসিতে ঋষির সন্নিধানে গমন করিল। দেববাজ কোকিলরূপ ধারণ পূর্ব্বক অনঙ্গের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া কলকণ্ঠে কুহু কুহু রব করিতে লাগিলেন। তখন রম্ভা, রতিপতির সহিত সুরপতিকে সম্মুখে দেখিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে মনোহর স্বরে সংগীত আরম্ভ করিল। এদিকে সুবাসিত পুষ্পপরাগ আহরণ করিয়া, মৃদুমন্দভাবে মলযানিল প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র মুদ্রিত লোচনে তপস্যায় মনঃ-

সমাধান করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে তিনি, কোকিলের কুহুরবে, রম্ভার মনোহর সঙ্গীতে, সুশীতল মলয়ানিলে একান্ত পুলকিত হইয়া, যেমন চক্ষু উন্মীলন করিয়াছেন, অমনি দেখিলেন, সম্মুখে এক রমণীয়াকৃতি নবীনা রমণী নানাপ্রকার ভাবভঙ্গীর সহিত নৃত্যগীত করিতেছে! মহর্ষি অকস্মাৎ এই অসম্ভাবিত ঘঠনা নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্দিহান হইলেন, এবং জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেন, দেবরাজ ইন্দ্রই এইরূপে চাতুরী বিস্তার করিয়া তপস্যার বিঘ্নসম্পাদনে অভিলাষী হইয়াছেন। কোপনশীল কৌশিক তখন আর ক্রোধ সংযত করিতে পারিলেন না। অমনি পরুষ বাক্যে রম্ভাকে উদ্দেশ করিয়া কহিয়া উঠিলেন। রে পাপীয়সি! আমি ষড়্বর্গকে পরাজয় করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তুই কোন্ সাহসে আমাকে প্রলেভিত করিবার চেষ্টা করিতেছিস্। আমি, এই অপরাধে তোরে অভিসম্পাত করিতেছি; তুই দশ সহস্রবৎসর শিলাময়ী হইয়া এই আশ্রমে অবস্থান কর্। কোন সময়ে তপঃপ্রদীপ্ত তেজস্বী এক ব্রাহ্মণ আসিয়া আমার অভিশাপ হইতে তোকে উদ্ধার করিবেন।

রামচন্দ্র! কোপনস্বভাব কৌশিক কিছুতেই ক্রোধ সংযত্ত করিতে না পারিয়া রম্ভারে এইরূপ অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক পরে নিতান্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ঋষিশাপে রম্ভাকে শিলাময়ী হইতে দেখিয়া দেবপতি রতিপতির সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র কামক্রোধ নিবন্ধন তপস্যার এইরূপ অন্তরায় ঘটিতেছে, দেখিয়া মনে মনে অতিশয় অনুত.প করিতে লাগিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি প্রাণান্তেও আর ক্রোধ প্রকাশ করিব না এবং এইরূপে আব কাহাকেও অভিশাপ দিব না। এক্ষণে বহুকাল কেবল কুম্ভক করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক দেহ শোষনে প্রবৃত্ত হইব। তপোবলে যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে না পারি, তাবৎকাল নিঃশ্বাস বোধপূর্ব্বক সংযত চিত্তে তপস্যায় মনঃসমাধান করিয়া থাকিব।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া উত্তর দিক্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে গমন করত অতিকঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং সহস্রবৎসর মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে রহিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার শরীর সুদারুণ ব্রতানুষ্ঠানে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নিতান্ত নীরস হইয়া উঠিল। তপস্যার পরমবিঘ্ন স্বরূপ কামাদি আন্তরিক শত্রুসকল তাঁহার অন্তর হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এইরূপে সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে, মহাব্রত মহর্ষি বিশ্বামিত্র একদিন অন্নভোজন করিবার অভিলাষ করিলেন। অন্নও প্রস্তুত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র এই সময়ে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া দ্বিজাতিবেশে মহর্ষি-সকাশে আগমন পূর্ব্বক সেই সিদ্ধান্ন প্রার্থনা করিলেন। কৌশিক উদার চিত্তে ভক্তিভাবে তাঁহাকে সমুদায় অন্নপ্রদান করিলেন এবং আপনি অনাহারে থাকিয়া মৌনব্রত অবলম্বন পুর্ব্বক নিশ্বাস রোধ করিয়া রহিলেন। এইরূপে পুনরায় সহস্র বৎসর অতীত হইযা গেল। মহাত্মার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই অগ্নিপ্রভাবে ত্রিলোক প্রদীপ্ত হইযাই যেন একান্ত আকুল হইতে লাগিল।

এদিকে দেবর্ষি, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, উরগ ও রাক্ষসগণ সকলেই তপঃপ্রদীপ্ত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সেই সুতীক্ষ্ণ তপস্তেজ দর্শনে নিতান্ত বিমোহিত, দুঃখিত ও হীনপ্রভ হইয়া সর্ব্বলোকপ্রভু ভগবান্ স্বয়ম্ভূর সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বিষণ্ণ বদনে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! মহর্ষি কৌশিকের ক্রোধ ও লোভ উদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত আমরা বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। মহাত্মার পবিত্র শরীরে এক্ষণে পা ের লেসমাত্রও লক্ষিত হইতেছে না। তাঁহার তপোবল ক্রমশই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আপনি যদি তাঁহার অভিলাষ পূরণ না করেন, তাহা হইলে, তদীয় তপঃ

প্রভাবে নিশ্চয়ই ত্রিলোক দগ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। ঐ দেখুন, তাঁহার তপঃপ্রভাবে এখন প্রভাকরের আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রভা নাই। ধরাতলস্থ সমস্ত লোক স্ব স্ব কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে পরাঙ্‌মুখ হইয়া মোহগ্রস্তের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সাগর সকল তরঙ্গ-সংকুল; পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ; বসুন্ধরা দেবী নিরন্তর কম্পিত হইতেছেন। চতুর্দ্দিক্ একান্ত আকুল। কোন পদার্থেরই সম্যক্ অভিজ্ঞান লাভ হইতেছে না। তদীয় তপোরূপ তেজঃ দর্শনে নিতান্ত আকুল হইযা পবন সভযান্তঃকরণে সঞ্চরণ করিতেছে। ভগবন্! আমরা অনেক প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার তপোবিঘ্নের চেষ্টা করিয়াছিলাম। এপর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইলাম না। এক্ষণে সেই অনলসঙ্কাশ মহর্ষি কৌশিক প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় যাবৎ বিশ্ববিনাশের সঙ্কল্প না করেন, তাবৎ তাঁহাকে প্রসন্ন করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। আমরা অধিক আর কি কহিব, এক্ষণে সুররাজ্য লাভ করিযাও যদি তিনি প্রসন্ন হন, আপনি তাহাতেও অমত করিবেন না।

ইন্দ্রাদি দেবগণ এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের সহিত সেই মহর্ষির সন্নিধানে আবির্ভূত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, তাপস! আমরা তোমার তপস্যায় যথোচিত পরিতোষ লাভ করিয়াছি। এই তপস্যার প্রভাবে তুমি আজি হইতে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিলে। অদ্যাবধি দীর্ঘজীবী হইয়া

নিরাপদে কাল হরণ কর। তখন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাদি দেবগণের মুখে এই কথা শুনিয়া প্রফুল্ল মনে তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন, কহিলেন, দেবগণ! আমি যদি দীর্ঘায়ুর সহিত এক্ষণে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিলাম, তাহা হইলে, ওঁকার, বষট্‌কার ও বেদ সমুদায় আমাকে প্রদান করুন। এবং যিনি বেদবিদ্দিগের অগ্রগণ্য; একমাত্র ব্রহ্মবল অবলম্বন করিয়া যিনি আমার সমুদায় প্রয়াস বিফল করিয়াছিলেন; সেই স্বয়ম্ভূতনয় বশিষ্ঠ মহাশয়ও আমাকে নির্ম্মল চিত্তে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া সম্বোধন করুন। ত্রিদশগণ! আমার মনোরথ পূরণ করা যদি আপনাদিগের অভিমত হয়, করুন, নতুবা স্বস্থানে চলিয়া যান, আমি পুনরায় তপস্যা করি।

দেবগণ কহিলেন, তপোধন! তোমার সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ হইবে। আজি হইতে তুমি ব্রহ্মবিৎদিগের অগ্রগণ্য হইলে। সুরগণ বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিয়া বশিষ্ঠের নিকট গমন করিলেন, এবং বিশ্বামিত্রের তপস্যার বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে, তিনি মহাতপাঃ কৌশিকের ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি বিষয়ে সম্যক্ অনুমোদন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিলেন। তখন দেবগণ পুনর্ব্বার গিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন; কুশিকতনয়! তুমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ হইলে, ব্রহ্মণ্য-প্রতিপাদক সমস্ত কার্য্যেই তোমার অধিকার জন্মিল। এই বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

বিশ্বামিত্র চিরাভিলষিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া আপনাকে যারপর নাই কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া পরমানন্দে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রামচন্দ্র! এই মহর্ষি এইরূপ উপায়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। ইনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার, বেদের আধার ও সমস্ত মুনিগণের শ্রেষ্ঠ। তপোবল একমাত্র ইহাঁকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ইনি মূর্ত্তিমান্ তপস্যার স্বরূপ, ও পরম তেজস্বী। যোগবলে জগতের যাবতীয় পদার্থ ইঁহার মনোমন্দিরে নিরন্তর সজ্জিত রহিয়াছে। গৌতমতনয় শতানন্দ এইরূপে বিশ্বামিত্রের প্রভাব কীর্ত্তন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

রাজর্ষি জনক রাম ও লক্ষ্মণের সমক্ষে শতানন্দের মুখে এই সকল আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলি করে কৌশিককে কহিলেন, তপোধন! আপনি, কাকুৎস্থকুল-প্রদীপ শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া আমার যজ্ঞ-দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্য ও যার-পর নাই অনুগৃহীত হইলাম। আপনার তেজঃপুঞ্জ শরীর দর্শনে আজি আমার দেহ পবিত্র হইল। দ্বিজবর শতানন্দ যে সবিস্তরে আপনকার তপঃপ্রভাব কীর্ত্তন করিলেন, তাহা আমি শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম, সভাগত সদস্যেরাও আপনার গুণানুবাদ স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। আপনার অপ্রমেয় তপঃপ্রভাব, অপরি-

চ্ছেদ্য শক্তি ও অপরিমিত গুণগ্রাম সংক্রান্ত এইসমস্ত আশ্চর্য্য কথা শ্রবণকরিয়া, আমি সম্যক্ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। অভিনব বিষযের ন্যায় উহা বারংবার শ্রবণ করিতেই আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। তপো .ন! ভগবান্ মরীচিমালী এক্ষণে অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিয়াছেন। দৈবক্রিয়ার কাল অতীত হইয়া যায়। সম্প্রতি সায়াহ্ন ক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। কল্যপ্রভাতে পুনরায় আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র সহর্ষ চিত্তে রাজর্ষির সবিশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। মিথিলেশ্বর জনক তাঁহার যথোচিত পূজা ও প্রদক্ষিণাদি করিয়া বন্ধুবান্ধব ও উপাধ্যায়গণের সহিত পুরী প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা কৌশিকও রাম লক্ষ্মণের সহিত অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর রজনী অবসান হইলে, রাজর্ষি জনক প্রভাত সময়ে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি কৌশিককে আহ্বান করিলেন, এবং প্রথমে মহর্ষি,তৎপশ্চাৎ রাম ও লক্ষ্মণের যথোচিত সৎকার করিয়া

কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার একান্ত নিদেশানুবর্ত্তী। অনুমতি করুন, আপনকার কোন্ প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব।

বচন-বিশারদ মহর্ষি কৌশিক কহিলেন, মহারাজ! আপনার গৃহে ত্রিলোক-বিশ্রুত যে শরাসন সংগৃহীত আছে, এই দুই রাজকুমার তাহা দর্শনার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন। আপনি ইহাঁদিগকে সেই প্রসিদ্ধ শরাসন প্রদর্শন করুন। তদ্দর্শনে ইহাঁরা পূর্ণমনোরথ হইয়া যথাভিলষিত প্রদেশে প্রতিগমন করিবেন।

মিথিলাধিপতি রাজা জনক কুশিকাত্মজের এই কথা শুনিয়া সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, ঋষিবর! এই কার্ম্মুক-রত্ন যে কারণে আমার আলয়ে সংগৃহীত আছে। আপনি প্রথমে তাহাই শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ভগবান্ শূলপাণি দক্ষযজ্ঞ-বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবলীলাক্রমে এই প্রকাণ্ড কোদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে সুরগণকে কহিয়াছিলেন। সুরগণ! আমি যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি; কিন্তু তোমরা অনাদর পূর্ব্বক আমার লভ্যাংশ প্রদানে অমত করিতেছ; এই কারণে আমি এই শরাসন দ্বারা এখনি তোমাদিগের মস্তক ছেদন করিব। ভগবান্ পিনাকপাণি নিতান্ত পরুষ বাক্যে এইরূপ কহিলে, অমরগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া বিষণ্ণ বদনে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন আশু-

তোষ অমরগণের স্তুতিবাক্যে পরিতোষ লাভ করিয়া এই বিশাল শরাসন তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। দেবতারা এই হরকোদণ্ড লাভ করিযা পরে, আমার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাতের নিকট ন্যাসস্বরূপে উহা রাখিয়া যান। সেই হইতে এই শরাসন আমার আলযে রহিয়াছে।

অনন্তর একদা আমি যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠানার্থ অভিলাষী হইয়া হলদ্বারা যজ্ঞভূমি শোধন করিতে ছিলাম। ঐসময় লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে কমনীয়কান্তি এক কন্যারত্ন উত্থিত হয়। সেই অযোনি-সম্ভবা কন্যা লাঙ্গলের মুখ হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া নাম সীতা (১) রাখিয়াছি। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তনয়া ক্রমে আমার আলয়েই পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। তদনন্তর, আমি একটি পণ করিলাম, যিনি এই প্রসিদ্ধ হরকার্ম্মুকে জ্যাযোজনা করিতে সমর্থ হইবেন, এ কন্যারত্ন আমি তাঁহার হস্তেই অর্পণ করিব। এক্ষণে সীতার বিবাহ যোগ্য কাল উপস্থিত। কত শত বিশুদ্ধবংশীয় রাজকুমারেরা তাহার পাণি গ্রহণ লালসায় আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব-

(১) লাঙ্গলের পদ্ধতি অর্থাৎ লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ করিলে, যে একটি রেখা হয, তাহার নাম সীতা (যথা সীতা লাঙ্গলপদ্ধতিঃ অমরকোষ) রাজা জনক ঐ কার্য্যস্থলে কন্যারত্ন লাভ করেন বলিয়া নাম সীতা রাখিয়াছেন।

কৃত পণানুসারে বীর্য্যশুল্কা বলিয়া আমি কাহারও হস্তে সংপ্রদান করি নাই।

পরে বহুসংখ্য সুবিখ্যাত বীর ভূপালগণ হরশরাসনের সার অবগত হইবার বাসনায় মিথিলায় আগমন করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে সেই কার্ম্মুক রত্ন প্রদর্শন করিলাম। কিন্তু জ্যারোপণ করা দূরে থাকুক, তাঁহারা উহা গ্রহণ কি উত্তোলন, কিছুতেই সমর্থ হইলেন না। আমি তাঁহাদিগকে হীনবীর্য্য দেখিয়া এবং পূর্ব্বকৃত পণ স্মরণ করিয়া অগত্যা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। তপোধন! পরিশেষে যে রূপ ঘটনা হইয়া ছিল, তাহাও শ্রবণ করুন।

মহীপালগণ এইরূপ বীর্য্যশুল্কে কৃতকার্য্য হওয়া সংশয়স্থল বুঝিতে পারিয়া এবং আমিই এতাদৃশ কঠীন পণ করিয়া তাঁহাদিগকে নিরাকৃত করিয়াছি, স্থির করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। এবং বল প্রকাশ পূর্ব্বক সীতার পাণিগ্রহণ করিব, নিশ্চয় করিয়া মিথিলা অবরোধ করিলেন। নগরীতে নানাপ্রকার অসহ্য উপদ্রব আবম্ভ হইল। আমি দুর্গ-মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক সাহসের উপর নির্ভর করিয়া একাকী সেই প্রবল শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সংবৎসর পুর্ণ হইতে না হইতেই আমার দুর্গস্থিত সমুদায় সামগ্রী নিঃশেষিত হইয়া গেল। দেখিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত ও একান্ত আকুল হইলাম; ভাবিলাম, এক্ষণে তপস্যায় প্রবৃত্ত

হইয়া দেবগণকে প্রসন্ন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাঁহারা প্রীত হইলে এ বিপদ হইতে অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিব। আমি মনে মনে এই সিদ্ধান্তই স্থির করিয়া সুসংযত চিত্তে তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলাম। দেবতারা আমার সেই তপস্যায় পরিতোষ লাভ করিয়া আমাকে চতুরঙ্গিণী সেনা প্রদান করিলেন। আমি পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই যুদ্ধে স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ ক্রমশঃ সমরশায়ী ও নিঃশেষিত হইতে প্রবৃত্ত হইল, দেখিয়া দুরাচার পামরেরা পরাজিত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ণ করিল।

তপোধন! যাহার নিমিত্ত এত কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, আমি সেই প্রকাণ্ড হরকোদণ্ড আজি শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে প্রদর্শন করিব। রঘুবংশাবতংস লোকাভিরাম শ্রীরাম যদি ইহাতে জ্যা-যোজনা করিতে পারেন, তাহা হইলে, আমি পরমাহ্লাদে সীতারে ইহাঁর হস্তেই অর্পণ করিব।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

রাজর্ষি জনক এই রূপ কহিয়া বিরত হইলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ! তবে এখন শ্রীরামচন্দ্রকে হরকার্ম্মুক প্রদর্শন করুন। মহীপাল মহর্ষির নিদেশ শ্রবণমাত্র সচিবদিগকে কহিলেন, সচিবগণ! তোমরা অবিলম্বে সেই গন্ধমাল্য-সুশোভিত দিব্য শৈব শরাসন আনয়ন কর। সচিবেরা রাজাজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ পুরী প্রবেশ পূর্ব্বক কার্ম্মুকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্গত হইতে লাগিলেন। ঐ কোদণ্ড অষ্টচক্রযুক্ত প্রকাণ্ড এক শকটে লৌহনির্ম্মিত মঞ্জুষার মধ্যে সংস্থাপিত ছিল। অতি দীর্ঘাকার হৃষ্ট পুষ্ট পাঁচ সহস্র মনুষ্যে অতিকষ্টে উহা আকর্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর মন্ত্রিগণ সভামধ্যে শৈবধনু আনয়ন করিয়া মহীপালকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা আপনার আদেশ ক্রমে শরাসন আনয়ন করিলাম। যদি আবশ্যক বোধ করিয়া থাকেন, প্রদর্শন করুন। রাজর্ষি জনক শ্রবণ মাত্র, রাম ও লক্ষ্মণের সমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে মহত্মা

কৌশিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঋষিবর! আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা দেবতার ন্যায় এই শরাসন অর্চনা করিতেন, এবং যে সকল মহীপালগণ ইহার সার পরীক্ষায় অসমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাও পূজার্হ বলিয়া স্বীকার করেন। ব্রহ্মন্! এই কার্ম্মুকরত্নের ভারত্বের বিষয় আর কি কহিব। এস্থলে হীনবল মানবজাতির কথা উল্লেখ করা কেবল বাহুল্য মাত্র। সুর, অসুর, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, উরগ ও গন্ধর্ব্বেরাও ইহাতে জ্যারোপণ বা শরসংযোজন করিতে অসমর্থ। ফলতঃ সেই দেবাদিদেব ভগবান্ পিনাকপাণি ভিন্ন, এই শরাসনে জ্যাযোজনা কি উহা আকর্ষণ বা আস্ফালন করেন, ত্রিলোক-মধ্যেও এমন বীর পুরুষ লক্ষিত হয় না। এক্ষণে আপনার আদেশে সেই কার্ম্মুকরত্ন আনয়ন করিলাম। কৃপা কবিযা কুমার যুগলকে প্রদর্শন করুন।

তখন কৌশিক রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস। এই সেই ধনু অবলোকন কর। শ্রবণমাত্র রাম একান্ত কৌতূকাবিষ্ট হইয়া নতশিরে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং মঞ্জূষা উদ্ঘাটন করিয়া শরাসনে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি দিব্য শরাসন দর্শন করিলাম। আদেশ করিলে, ইহাতে জ্যারোপণ ও শরসংযোজনেও আমি যত্নবান্ হই৷ ইহা শুনিবামাত্র মহীপাল ও মহর্ষি নিরতিশয় হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাতে অনুমতি প্রদান করিলেন। রাম অতিবিনীত ভাবে মহর্ষির পাদপদ্ম

বন্দনা করিয়া বামকরে কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন। তৎকালে সভাস্ত সমস্ত লোক বিস্ময়াকুল লোচনে রামচন্দ্রের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ ও মহারাজের সেই দারুণ প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া নিতান্ত দীন বদনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন। হায়! প্রায় শত শত মহাবীর মহীপালগণ এই শরাসনে জ্যাযোজনা করিবার নিমিত্ত প্রভূত প্রয়াস পাইয়া ছিলেন; মৈথিলীর পাণি-গ্রহণ-লালসায় প্রায় শত শত বিখ্যাত ধনুর্দ্ধরেরা মিথিলায় আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু এ কার্ম্মুকের কর্কশতা নিরীক্ষণ করিযা স্বীয় জ্যাঘাত-চিহ্নিত বৃহৎ ভুজদণ্ডে কাহাকে ধিক্কার করিতে না হইয়াছে; লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া কাহাকেই বা অধোবদনে প্রস্থান করিতে না হইয়াছে। এতাদৃশ বীর পুরুষেরাও যে কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই এমন সুকুমার কলেবর পদ্মপলাসলোচন রাম কি রূপে সেই অসাধ্য কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন। আহা! মৈথিলীর যেমন মনোমহিনী মুর্ত্তি। রামচন্দ্রের অলোক সামান্য রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিলেও তেমনি মোহিত হইতে হয়। মহারাজ যদি জানকীর বিবাহার্থ ধনুর্ভঙ্গ পণ না করিতেন, তাহা হইলে, সৎপাত্রে কন্যারত্ন অর্পণ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতে পারিতেন।

সভাস্থ লোক মনে মনে এই রূপ বলিতে বলিতে রাম অবলীলাক্রমে সর্ব্বজন-সমক্ষে সেই বিশাল শরাসনের মধ্যভাগ গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক

আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোদণ্ড তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। ঐ সময়ে বজ্র নির্ঘোষের ন্যায়, পর্ব্বত বিদারণের ন্যায় একটি ভীষণ নিনাদ উত্থিত হইয়া সমস্ত দিক্ পরিপূরিত ও মেদনী প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। সভাস্থ সমস্ত লোক অনিমেষ নেত্রে দশরথাত্মজের এই লোকাতীত বীরবিক্রম প্রত্যক্ষ করিতে ছিলেন, রাম, লক্ষ্মণ, মহর্ষি ও রাজর্ষি ভিন্ন সকলেই সেই ভীষণ রবে হতচেতন হইযা ভূতলশায়ী হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে সভাস্থ লোক আশ্বস্ত ও অতীব বিস্ময় রসে নিমগ্ন হইয়া ভূরি ভূরি অশীর্ব্বাদ ও অগণ্য ধন্য বাদ করিতে লাগিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! দেবগণও যে কার্য্যে অগ্রসর হইতে ভয় করেন, রাম অবলীলাক্রমে সেই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইলেন। এমন সুকুমার শরীরে এতাদৃশ লোকাতীত বিক্রম দেখিয়া ইঁহাকে কোন রূপেই মনুস্য বলিয়া বোধ হয় না। পুরুষোত্তম! ত্রিলোক মধ্যে তুমিই ধন্য, ত্রিলোক মধ্যে তুমিই অদ্বিতীয় বীর পুরুষ। এই বলিয়া তাঁহারা উদার চিত্তে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ধনুর্ভঙ্গকালীন যে বিশাল শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, সেই ঘোরতর নিনাদ শ্রবণে জনকের চেতনা বিলুপ্ত হইয়া ছিল না বটে, কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ দর্শনে তাঁহার মনোমধ্যে এত অধিক আনন্দ রসের উদ্রেক হইয়া ছিল, যে, তিনি কিয়ৎকাল হত চেতনের ন্যায় হইয়াছিলেন।

পরে তিনি রামচন্দ্রের প্রতি সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অপরিসীম হর্ষ প্রকাশ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আহা! বৎসের শরীর কি গম্ভীর! এমন লোকাতীত কার্য্য সম্পাদন করিয়াও ইহাঁর সহাস্য বদনে গর্ব্বের চিহ্ন কিছুমাত্র লক্ষিত হইতেছে না। আমি অনেকানেক রাজপুত্র দেখিয়াছি, অনেকানেক রাজকুমারেরা এই ধনুর্ভঙ্গ লালসায় মিথালায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু রামের ন্যায় শান্তস্বভাব, রামের তুল্য উদারচিত্ত, রামের সদৃশ বিনয়ী ও রামের সমান স্বভাব সুন্দর, ভূমণ্ডলে আর দুটী দৃষ্টি হয় নাই।

এই রূপ বলিতে বলিতে রাজর্ষির মুখমণ্ডল আনন্দ রসে পরিপূর্ণ ও সর্ব্ব শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি স্নেহভরে রামচন্দ্রকে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! জানকীর পরিণয় বিষয়ে আমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষে অপসারিত হইয়াগেল। এই ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার অতি চমৎকার। ঋষিবর! এই দুরানম্য কোদণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইবে, আমার দুহিতা সীতা সৎপাত্রের সহিত পরিণীতা হইয়া জনকের কুলে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবে; স্বপ্নেও কখন আমার এরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয় নাই। আহা! এতদিনে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। এতদিনে আমি প্রাণসমা জানকীরে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিব। এক্ষণে আপনি যদি অনুমতি করেন। তবে আমার দূতগণ

বেগবান্ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় গমন করুক এবং বিনয় বাক্যে মহারাজ দশরথের নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত ও রামচন্দ্রের লোকাতীত বিক্রমের কথা বিশেষ রূপে নিবেদন করিয়া তাঁহাকে এখানে আনয়ন করুক।

বিশ্বামিত্র রাজর্ষি জনকেব প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। মহাত্মা জনক মহারাজ দশরথকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ও তাঁহাকে মিথিলায় আনয়ন করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে দ্রুতগামী দূতগণকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

দূতগণ মিথিলাধিপতি জনকের আদেশ পাইয়া দ্রুতপদে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিল। গমন কালে বাহন সকলের যে দিন যেখানে নিতান্ত ক্লান্তিবোধ হইল, সে দিন সেই স্থানেই বিশ্রামস্থান নিরূপণ করিয়া লইল। এইরূপে তাহারা পথিমধ্যে তিন দিন অতিবাহিত করিয়া চতুর্থ দিবসে রাজধানী অযোধায় উপস্থিত হইল। মিথিলেশ্বরের প্রেরিত দূত সকল রাজদর্শণে আগমন করিয়াছে, জানিতে পারিয়া, দ্বারপালেরা অবিলম্বে তাহাদিগকে মহারাজে নিকট লইয়া গেল।

এদিকে মহীপাল দশরথ মন্ত্রকুশল মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে আত্মজদিগের বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন, এমনসময়ে ঐসমস্ত দূতেরা রাজসন্নিধানে উপনীত হইয়া বিনয়মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া ভগবান্ কুশিকাত্মজের আদেশে বিনীতভাবে মহারাজকে কহিয়াছেন, নরনাথ! আমার প্রাণাধিকা জানকীর পাণিগ্রহণের নিমিত্ত আমি যে ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছিলাম। তাহা আপনার অবিদিত নাই। অনেকানেক হীনবল ভূপালগণ এই ধনুর্ভঙ্গ প্রসঙ্গে মিথিলায় আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলকেই অধোবদনে পরাঙ্মুখে প্রস্থান করিতে হইয়াছে। এক্ষণে আপনার আত্মজ শ্রীরাম, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত যদৃচ্ছাক্রমে আগমন পূর্ব্বক সভামধ্যে সেই দুরানম্য হরকোদণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া পণে মৈথিলীরে পরাভব করিয়াছেন। আমি, মহাত্মা রামচন্দ্রের লোকাতীত বীরবিক্রম ও অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণে একান্ত বাধ্য হইয়া তাঁহার হস্তেই জানকীরে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, কেবল আপনার অনুমতি প্রতিক্ষা। মহারাজ! প্রার্থনা করি, আপনি, উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত অবিলম্বে মিথিলায় পদার্পণ করিয়া প্রাণাধিক রাম ও লক্ষ্মণের সহাস্য বদন অবলোকন করুন, এবং স্বচক্ষে পুত্রদ্বয়ের বিবাহ মহোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়া

দুর্ব্বিষহ প্রতিজ্ঞাভার হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। নরনাথ! রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আদেশে এবং পুরোহিত শতানন্দের উপদেশে বিনীত ভাবে আপনাকে এই সকল কথা কহিয়াছেন।

রাজা দশরথ দূতগণের মুখে এই অচিন্তনীয় শুভসংবাদ শুনিয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। এবং অবিলম্বে বশিষ্ঠদেব, বামদেব ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, কেমন আপনাদিগের এবিষয়ে মত কি? আমার রাম লক্ষ্মণের সহিত ভগবান্ কুশিকাত্মজের প্রযত্নে থাকিয়া এক্ষণে বিদেহ নগরে অবস্থান করিতেছে। তদীয় লোকাতীত পরাক্রম দেখিয়া রাজর্ষি জনক তাঁহার হস্তেই কন্যা দানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। যদি তাঁহাকে বৈবাহিক সম্বন্ধের যোগ্য বিবেচনা করেন, বলুন আমরা সকলেই জনকালয়ে গমন করি। শ্রবণমাত্র বশিষ্ঠ মহাশয় নিরতিশয় হর্ষপ্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! রাজর্ষি জনক অতিবিশুদ্ধ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ংই যখন আপনকার পুত্রের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়াছেন, তখন ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি আছে। অতএব আমরা সকলেই ইহাঁতে সম্মত হইলাম।

তৎশ্রবণে রাজা দশরথ পরম আহ্লাদিত হইয়া, মন্ত্রিগণকে কহিলেন, সচিবগণ! তবে আমরা কল্যই মিথিলায় যাত্রা করিব। ত্বরায় গমনের সমস্ত উদ্যোগ কর। তখন মন্ত্রিগণ রাজাজ্ঞা পাইয়া মহাহর্ষে সমস্ত

আয়োজন করিতে লাগিলেন। আনন্দ মহোৎসবে সে দিন যেন পলকের ন্যায় অতিবাহিত হইয়া গেল।

একোন সপ্ততিতম অধ্যায়।

পর দিন প্রভাতে মহীপাল, উপাধ্যায় ও বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া পরমাহ্লাদে সারথি সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! আমার ধনাধ্যক্ষেরা অদ্য প্রচুর পরিমাণে ধন ও উজ্জ্বল রত্নরাশি লইয়া সাবধানে অগ্রে গমন করুন। আমার আদেশে চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে গমনের নিমিত্ত সজ্জিত হইতে বল। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, মার্কণ্ডেয়, ও কাত্যায়ন ইঁহারা, অশ্ব বা শিবিকাযোগে আমার অগ্রে অগ্রে গমন করুক। মিথিলেশ্বরের দূতগণ গমনের নিমিত্ত ত্বরা দিতেছে। অবিলম্বে আমার রথ সজ্জিত কর।

অনন্তর, রথ সজ্জিত হইলে, মহারাজ দশরথ মন্ত্রিগণের সহিত মিথিলায় যাত্রা করিলেন। চতুরঙ্গিণী সেনা ও অসংখ্য দাস দাসী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। চতুর্থ দিনের পর মহীপাল মহাসমারোহে মিথিলায় উপনীত হইলেন। এদিকে মিথিলেশ্বর সূর্য্যবংশাবতংস

দশরথের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া পরমাদরে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অপহৃত পদার্থের পুনঃপ্রাপ্তির ন্যায় পরস্পরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া উভয়ের মনোমধ্যে অপরিসীম হর্ষের উদ্রেক হইল। অনন্তর, জনক বিনয়মধুর বাক্যে দশরথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নরনাথ! কেমন আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আপনার শুভাগমনে অদ্য আমার রজনী সুপ্রভাত, কুল পবিত্র, ও জীবন সার্থক হইল, এবং আমিও ধন্য হইলাম। আজি আমার সৌভাগ্যের সীমা রহিল না। দেবগণে পরিবৃত দেবপতির ন্যায় ভগবান্ বশিষ্ঠ মহাশয় স্বয়ং ঋষিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া মিথিলাপুরী পবিত্র করিবেন, আপনি মহা সমারোহে ও সবান্ধবে জনকালয়ে আগমন করিবেন, আপনকার সহিত অশেষ সুখকর অভাবিত বৈবাহিক সম্বন্ধ নিবন্ধন আমার কুল অলঙ্কৃত হইবে; এমন সৌভাগ্যসুখ আমি স্বপ্নেও কখন অনুভব করি নাই। রাজর্ষি জনক এইরূপ শিষ্টাচারানুমোদিত বহুল কথোপকথন শেষ করিয়া পুনরায় কহিলেন মহারাজ! কল্য প্রভাতে আমার যজ্ঞ সমাপন হইবে। প্রার্থনা করি, আর কালবিলম্ব না করিয়া কল্যই বিবাহক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া দিবেন।

রাজা দশরথ সভামধ্যে জনকের এই রূপ বাক্য শুনিয়া অসীম প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, বিদেহনাথ! লোকত ও ধর্ম্মত এই রূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, সৎপাত্রের

দান গ্রহণ করিলে, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। অতএব আপনি যে বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে আর আমাদের অমত কি আছে। তখন রাজর্ষি জনক মহীপালের এইরূপ শ্রুতি-সুখকর বাক্য শ্রবণ-গোচর করিয়া অপারআনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

উভয়ের এই রূপ শিষ্টাচারানুমোদিত বহুল কথোপ-কথনে দিবা অবসান হইয়া আসিল। ক্রমে রজনী উপস্থিত। মুনিগণ একত্র অবস্থান নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া পরম সুখে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন। বহু দিনের পর বৎস রাম লক্ষ্মণের সহাস্য বদন অবলোকন করিয়া, দশরথের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি অকৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক বারম্বার তাঁহাদিগের মুখ চুম্বন ও মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গী া কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সুস্থ চিত্তে ও পরম সুখে নিদ্রিত হইলেন। রাজর্ষি জনকও বিধানানুসারে যজ্ঞাব-শেষ সমাপন পূর্ব্বক পরিণয়োচিত পূর্ব্বদিবসীয় কার্য্য কলাপ সম্পাদন করিয়া বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

রজনী অতিবাহিত হইলে, রাজর্ষি জনক মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে প্রাতঃসবনাদি কার্য্য সমাধান করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! স্রোতস্বতী ইক্ষুমতী-তীরে সাংকাশ্যানাম্নী এক নগরী আছে। ঐ নগরী দেখিতে এমন মনোহর, যে সুরপুরী অমরাবতীর সহিত তুলনা করিলেও অত্যুক্তি বোধ হয় না। উহার পরিসরে প্রাকারস্থিত যন্ত্রফলক সকল সজ্জিত রহিয়াছে। তথায় কুশধ্বজ নামে আমার এক ভ্রাতা বাস করিতেছেন। তিনি অতি ধার্ম্মিক, তেজস্বী ও মহাবল পরাক্রান্ত। এক্ষণে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, তিনি আমার যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্তই তথায় অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে যজ্ঞ শেষও হইয়া গিয়াছে, অতএব তিনি এখানে আসিয়া আমার সহিত জানকীর বিবাহ মহোৎসব নির্ব্বাহ করুন।

পুরোহিত শতানন্দ সন্নিধানে রাজা এই কথা বলিবামাত্র কার্য্যকুশল দূতেরা তাঁহার নিকট আগমন করিল। তিনিও তাহাদিগকে সাংকাশ্যা নগরীতে যাইবার আদেশ দিলেন।

দূতেরাও নরেন্দ্রের আদেশ পাইয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক উজ্জ্বল বেশে মহীপাল কুশধ্বজের আনয়ন জন্য তথায় যাত্রা করিল। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে দেবদূত সকলেই যেন ভগবান্ বিষ্ণুকে আনয়ন করিবার জন্য গমন করিতেছেন। অনন্তর দূতেরা সাংকাশ্যা নগরীতে উপনীত হইয়া রাজা জনক যেরূপ বলিযা দিয়াছিলেন, কুশধ্বজের নিকট অবিকল সমস্ত নিবেদন করিল। মহারাজ কুশধ্বজ দূতমুখে জানকীর পরিণয়সংবাদ শ্রবণে প্রীত হইয়া ত্বরায় মিথিলায় যাত্রা করিলেন এবং রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক মহাত্মা জনক ও পুরোহিত শতানন্দকে যথাবিধি অভিবাদন করিলেন। মহারাজ জনক প্রিয় সহোদর কুশধ্বজকে আলিঙ্গন করিয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পরমোৎকৃষ্ট রাজোচিত দিব্য আসনে উপবেশন করাইলেন।

অনন্তর অমিতদ্যুতি রাজর্ষি জনক ও কুশধ্বজ, মন্ত্রিপ্রধান সুদামনকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, মন্ত্রিবর! তুমি অবিলম্বে মহারাজ দশরথের নিকট গমন করিয়া পুরোহিত, বন্ধু বান্ধব, অমাত্য ও আত্মজগণের সহিত তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন কর। রাজমন্ত্রী সুদামন রাজাজ্ঞা পাইবামাত্র রঘুকুল-প্রদীপ রাজা দশরথের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক অবনতমস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! বিদেহরাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন।

আপনি সবান্ধবে তথায় গিয়া তাঁহার কৌতূহল দূর করুন।

মহাত্মা দশরথ মন্ত্রিপতির এইরূপ বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া অমাত্য, বন্ধু বান্ধব ও আত্মজদিগের সহিত যথায় জনক আসীন রহিয়াছেন তথায় উপনীত হইলেন। কহিলেন, বিদেহরাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আমাদের কুলপুরোহিত ও কুলদেবতা। আমাদের সকল কার্য্যে বিশেষতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্যে অগ্রে যাহা বলিবার, তাহা ইনিই বলিয়া থাকেন। এক্ষণে মহাত্মা বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অন্যান্য ঋষিগণের সহিত আমার কুল-পর্য্যায় কীর্ত্তন করুন।

দশরথ এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব জনককে কহিলেন, মহারাজ! যিনি আদি অন্ত বিহীন, যাঁহার মহিমা মনেরও অগোচর; সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভগবান্ ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। পরে এই ব্রহ্মা হইতে মরীচি জন্ম গ্রহণ করেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের পুত্র বিবস্বৎ। বিবস্বৎ হইতে মনু উৎপন্ন হন। এই মনুই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এবং অযোধ্যার আদি রাজা মহাত্মা ইক্ষ্বাকু ইহাঁরই আত্মজ। ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র জন্মে। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি। মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ বাণ এই বিকুক্ষির ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। বাণের পুত্র মহাবল অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্র

পৃথু। পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু। মহারাজ ত্রিশঙ্কু হইতে ধুন্ধুমার নামে এক পুত্র জন্মে। ইনি অতি যশস্বী ও তেজস্বী ছিলেন। ধুন্ধুমারের পুত্র মহারথ যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতার সুগন্ধি নামে এক পুত্র জন্মে। এই সুগন্ধির দুই পুত্র ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধি হইতে মহাত্মা ভরত জন্ম গ্রহণ করেন। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। এইরূপ জনশ্রুতি আছে; মহারাজ অসিতের রাজত্ব সময়ে হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু প্রভৃতি ভূপালগণ ইহাঁর সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। দুর্ব্বল অসিত সেই যুদ্ধে পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া প্রেয়সী মহিষীদ্বয়ের সহিত হিমাচলে প্রস্থান করিয়া মানবী লীলা সংবরণ করেন। শুনিযাছি, মহারাজ অসিতের দুই মহিষী সসত্ত্বা ছিলেন। মহীপাল পরলোক যাত্রা করিলে, রাজমহিষীরা সপত্নীসুলভ কলহের বশবর্ত্তিনী হইয়া উঠিলেন। বলিতে কি, ক্রমে তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি এরূপ বিদ্বেষ জন্মিয়া উঠিল যে, অবশেষে এক জন অপরটির গর্ব্ভ নষ্ট করিবার মানসে ভক্ষ্য দ্রব্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করাইয়াছিলেন।

এই সময়ে ভৃগুনন্দন ভগবান্ চ্যবন সেই রমণীয় গিরিরাজ শিখরে অবস্থান করিতেন। পতিবিয়োগকাতরা অসিতমহিষী কালিন্দী পুত্রকামনায় সেই দেবপ্রভাব ভগবান্ ভার্গবের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে তাঁহার পাদপদ্মে নিপতিত হইলেন। ভৃগুনন্দন

তদীয় বিনীত ভাব অবলোকনে প্রসন্ন হইয়া পুত্রোৎপত্তি প্রসঙ্গে তাঁহাকে কহিলেন, অয়ি ভাগ্যবতী কমল-লোচনে! তোমার গর্ব্ভে মহাবল পরাক্রান্ত পরম সুন্দর এক পুত্র অবস্থান করিতেছে। অচিবাৎ গরলের সহিত ভূমিষ্ঠ হইবে। তুমি শোকাকুল হইও না। তখন পতি-দেবতা কালিন্দী ভৃগুনন্দনের বাক্যে আশ্বস্ত ও প্রীত-হইয়া ভক্তিভাবে তদীয় পাদপদ্মে প্রণিপাত পূর্ব্বক পুত্রোৎপত্তি প্রত্যাশায় তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, যথাসময়ে রাজমহিষী পরম সুন্দর মহাবীর এক পুত্র প্রসব করিলেন। তাঁহার সপত্নী গর্ব্ভবিনাশ বাসনায় যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাহাও নির্গত হইল। এই সন্তান গর অর্থাৎ গরলের সহিত ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিযা সগর নামে বিখ্যাত হইলেন। সগরের অসমঞ্জ নামে এক পুত্র জন্মে। অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্। অশুমানের পুত্র দিলীপ। ত্রিলোকবিখ্যাত মহাত্মা ভগীরথ এই দিলীপের আত্মজ। ভগীরথের ককুৎস্থ নামে এক পুত্র জন্মে। ককুৎস্থের পুত্র রঘু। রঘুর পুত্র প্রবৃদ্ধ। ইনি শাপ প্রভাবে রাক্ষসকলেবর ধারণ করিয়া নিরন্তর মাংস ভোজন করিতেন। তৎপুরে ইহাঁরই নাম কল্মাষপাদ * হইয়াছিল, ইহাঁর

---

*মহীপাল প্রবৃদ্ধ বশিষ্ঠকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রতি-শাপ দিবার নিমিত্ত জল গ্রহণ করিযাছিলেন। কিন্তু স্বপত্নীর অনুনয়ে প্রতিশাপে পরাঙ্মুখ হইয়া উদ্ধৃত জল নিজের পাদদ্বয়েই নিঃক্ষেপ করেন। তদবধি ইহাঁর নাম কল্মাষপাদ হইয়াছিল।

পুত্রের নাম শঙ্খণ। শঙ্খণের পুত্রের নাম সুদর্শন। তৎপরে এই সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ। শীঘ্রগের পুত্র মরু। মহীপাল প্রশুশ্রুক এই মরুর ঔরসে উৎপন্ন হন। প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ। অম্বরীষের পুত্র নহুষ। নহুষের যযাতি নামে এক পুত্র জন্মে। যযাতির পুত্র নাভাগ। নাভাগের পুত্র মহীপাল অজ। এই মহাত্মা দশরথ জন্ম গ্রহণ করিয়া মহীপাল অজের বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ এই দশরথেরই পুণ্যপরিণাম। বিদেহরাজ! এই সুবিস্তীর্ণ ইক্ষ্বাকুবংশ অতি নির্ম্মল ও পরম পবিত্র। ধর্ম্ম, মূর্ত্তি-মান্ হইয়া এই বিশুদ্ধ বংশে নিরন্তর অধিবাস করিতে-ছেন। অসত্য বাক্যে বা অসদ্ব্যবহারে বা কুসংসর্গে ইহার কোন অংশই কোন কালে দূষিত হয় নাই। এক্ষণে আমাদের অভিলাষ, আপনি অনুরূপ পাত্রে সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা সংপ্রদান করুন।

এক সপ্ততিতম অধ্যায়।

বশিষ্ঠ মহাশয় এই রূপে বরপক্ষীয় কুলপর্য্যায় কীর্ত্তন করিয়া বিরত হইলে, মহাত্মা জনক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! কন্যাদান কালে কুলপরিচয় প্রদান

করা সদ্বংশীয়দিগের কর্ত্তব্য। সুতরাং আমিও আমার কুলক্রম আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন কবিতেছি, শ্রবণ করুন।

নিমি নামে পরম ধার্ম্মিক এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বয়ং এরূপ সুমহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যে ত্রিলোকমধ্যে অদ্যাপি তাঁহার নাম দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইহাঁর পুত্রের নাম মিথি। মিথির পুত্র জনক। এই জনক হইতে আমাদের বংশপরম্পরায় সকলেই "জনক" এই সাধারণ উপাধি লাভ করিয়াছেন। জনকের পুত্র উদাবসু। উদাবসুর পুত্র মহাত্মা নন্দিবর্দ্ধন। মহাবীর সুকেতু এই নন্দিবর্দ্ধন হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। সুকেতুর পুত্র মহাবল দেবরাত। দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর। মহাবীরের পুত্র সুধৃতি। ইনি অতি শূর ও সুধীর ছিলেন। এই সুধৃতি হইতে মহাত্মা ধৃষ্টকেতু জন্ম গ্রহণ করেন। ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্য্যশ্ব। হর্য্যশ্বের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রতীন্ধক। মহাত্মা প্রতীন্ধকের ঔরসে কীর্ত্তিরথ নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। কীর্ত্তিরথের পুত্র দেবমীঢ়। দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ বিবুধের। পুত্র মহীধ্রক। মহীপাল মহীধ্রকেব কীর্ত্তিরাত নামে এক পুত্র জন্মে। কীর্ত্তিরাতের পুত্র মহারোমা। মহারোমার পুত্র স্বর্ণরোমা। স্বর্ণরোমার পুত্র হ্রস্বরোমা। এই মহাত্মার দুই পুত্র, তন্মধ্যে আমি জেষ্ঠ এবং আমার ভ্রাতা কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। বৃদ্ধ পিতা আমার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার ও কনিষ্ঠ কুশধ্বজের রক্ষাভার অর্পণ

করিয়া, চরমদশায় তপোনুষ্ঠানার্থ গহন কাননে প্রবেশ করেন। তাঁহার স্বর্গারোহণ পর আমি, বৎস কুশধ্বজকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া ধর্ম্মত ও লোকত ব্যবহার অনুসারে প্রজাপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম

অনন্তর, কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, সংকাশ্যা নগরীর অধিপতি মহাবীর সুধন্বা নামে এক মহীপাল মিথিলা নগরী অবরোধ করিবার নিমিত্ত আগমন করে। সে আসিয়া প্রথমে আমার নিকট এই বলিয়া একটি দূত প্রেরণ করিল, যে বিদেহরাজ! তুমি ত্বরায় হরকার্ম্মুকের সহিত জানকীরে আমার হস্তে অর্পণ কর। নতুবা এই তোমার মিথিলা পুরী অবরোধ করিলাম। যদি ক্ষমতা থাকে, ত্বরায় সজ্জিত হও। আমি দূতমুখে এইরূপ গর্ব্বের কথা শুনিয়া সাতিশয় রোষপরতন্ত্র হইয়া উঠিলাম। ক্রমে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দুর্ব্বল সুধন্বা অচিরকাল মধ্যেই সেই যুদ্ধে পরাজিত ও গতাসু হইয়া সমরাঙ্গণে শয়ন করিল, দেখিয়া আমি তাহার সমুদায় রাজ্য অধিকার করিলাম, এবং তদীয় রাজাসনে বৎস কুশধ্বজকে অভিষেক করিয়া নির্ব্বের ও নিশ্চিন্ত হইলাম। তপোধন! ভ্রাতা কুশধ্বজ তদবধি সেই সাংকাশ্যা নগরীর অধীশ্বর হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজাপালন করিতেছে। এক্ষণে আমি ত্রিসত্য করিতেছি, সুরকন্যার ন্যায় পরম সুন্দরী আমার জানকীরে শ্রীরামের হস্তে এবং সর্ব্বসুলক্ষণা ঊর্ম্মিলারে লক্ষ্মণের হস্তে অর্পণ

করিব। সম্প্রতি আপনি গোদান (১) প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ও বিবাহকালীন পিতৃকার্য্যাদি যাহা যাহা করিতে হয়, অবিলম্বে সম্পাদন করুন। অদ্য মঘা নক্ষত্র। আগামী তৃতীয় দিবসে সুপ্রশস্ত উত্তরফল্গুণী নক্ষত্রে বিবাহ সংস্কার সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের বিবাহোদ্দেশে দীন দুঃখী লোকদিগকে প্রচুর পরিমাণে গোহিরণ্যাদি বিতরণ করুন।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

মিথিলাধিপতি জনকের বাক্য শেষ হইলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের মতানুসারে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ইক্ষ্বাকুবংশ এবং বিদেহ বংশ এ উভয় বংশই সমান বিখ্যাত ও পরম পবিত্র। অন্য রাজবংশ কোন অংশেই ইহার তুল্য বিখ্যাত বা বিশুদ্ধ নহে। আপনি শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের সহিত জানকী ও ঊর্ম্মিলার যে যৌনসম্বন্ধ ধার্য্য করিলেন, ইহা রূপে গুণে কুলে শীলে সর্ব্বাংশেই সম্যক্ উপযুক্ত হইল। এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সৌসাদৃশ্য সকলের ভাগ্যে ঘটা দুর্ঘট। এক্ষণে আমাদের আর একটি বক্তব্য অবশেষ রহিয়াছে, শ্রবণ করুন!

(১) ক্ষত্রিয়জাতির বিবাহকালীন কেশচ্ছেদনের নাম গোদান সংস্কার।

মহারাজ! আপনার কনিষ্ঠ সহোদর ধর্ম্মশীল কুশ-ধ্বজের অলৌকিক-রূপলাবণ্য-সম্পন্না মাণ্ডবী ও শ্রুত-কীর্ত্তি নামে দুই কন্যা আছে; আমাদের অভিলাষ, আপনি সে দুইটিকেও দশরথের অপর দুই সন্তান ভরত ও সত্রুঘ্নের হস্তে অর্পণ করুণ; তাহা হইলে, সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ও যার পর নাই সুখ সন্তোষের সম্ভাবনা। দেখুন, মহীপাল দশরথের তনযেরা সকলেই প্রিয়দর্শন এবং বনবীর্য্যে দেবতা ও লোকপালের অনুরূপ। বিশেষতঃ সম্প্রতি সকলেই অভিনব যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন। অতএব আপনি এবিষয়ে আর কিছুমাত্র অমত বা সংশয় করিবেন না।

রাজর্ষি জনক ভগবান্ কুশিকাত্মজের মুখে বশিষ্ঠের অভিপ্রায়ানুরূপ বাক্য শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া কৃতা-ঞ্জলিপুটে কহিলেন, ঋষিবর! যখন আপনারা উভয়েএই অশেষ সুখকর অনুরূপ কুল সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিবার অনু রোধ করিতেছেন, তখন আমার কুলদেবতা যে প্রসন্ন এবং বংশ যে ধন্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। যে কুলে বশিষ্ঠ মহা-শয় স্বয়ং ধর্ম্মের উপদেশক; ভগবান্ মরীচিমালী যে বংশের আদি পুরুষ, সেই চিরবিশুদ্ধ প্রশংসনীয় কুল আমার বংশের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবে; ইহার পর আর জনকের সৌভাগ্য কি আছে। আগামী তৃতীয় দিবসে উত্তর ফল্গুণী নক্ষত্র। ঐ নক্ষত্রে ভগদেবতা আছেন, সুতরাং ঐ দিনটি বিবাহের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত।

আমার অভিলাষ, মহীপালের মহাবল চারি তনয় এক দিনেই চারিটী রাজতনয়ার পাণিগ্রহণ করুণ।

জনক এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি করে মহাত্মা বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষিগণ! আপনাদিগের প্রসাদে সৎপাত্রে কন্যাদানরূপ পরম ধর্ম্ম আমার সঞ্চিত হইল। রাজা দশরথ আপনাদিগের যেমন একান্ত বাধ্য ও প্রিয় শিষ্য। আজি হইতে আমি ও আপনাদিগের সেই রূপ নিদেশানুবর্ত্তী শিষ্য হইলাম। এবং আজি হইতে আমার বন্ধুবান্ধব সৈন্য সামন্ত সকলেই আপনাদিগের অধীন হইল। অযোধ্যা নগরীতে আপনারা যে রূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া থাকেন, অদ্যাবধি এ মিথিলা নগরীতেও আপনাদিগের সেই রূপ আধিপত্য জন্মিল। আপনারা আমার সকল বিষয়েই নিয়ন্তা ও অধীশ্বর হইলেন। প্রভুত্ব বিস্তার বিষয়ে কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে ইচ্ছানুরূপ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন। আমি একজন প্রিয় শিষ্য। যখন যাহা আদেশ করিবেন আমি তৎক্ষণাৎ তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইব।

আজা দশরথ রাজর্ষি জনকের এই রূপ সদ্ভাবগর্ভ্ত সুমিষ্ট কথায় যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, বিদেহনাথ! কেবল দেহ মাত্র প্রভেদ। আপনার অধিকার মধ্যে আমার যেরূপ আধিপত্য, আমার রাজ্য মধ্যেও আপনার সেই রূপ প্রভুত্ব জানি-

বেন। আপনারা উভয় ভ্রাতাই অসীমগুণসম্পন্ন। আমার ভাগ্যগুণেই ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের সহিত এরূপ অচিন্তনীয় শুভ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল। আপনাদিগের পবিত্র স্বভাব ও সৌজন্য বলে জনক বংশীয় রাজগণ সকলেই সর্ব্বত্র সমাদরে পূজিত হইতেছেন। এক্ষণে অনুমতি করুণ, আমি স্বীয় শিবিরে গমন করি; তথায় গিয়া আমাকে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমুদায় বিধিবৎ বিধান করিতেছে হইবে।

মহীপাল এই রূপে যশস্বী জনকরাজকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক ভগবান্ বশিষ্ঠ ও তপোধন বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া শিবিরে গমন করিলেন, এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমস্ত বিধানানুসারে সম্পন্ন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে মহীপাল দশরথ প্রণাধিক পুত্রগণের যথাবিধি গোদানসংস্কার নির্ব্বাহ করিয়া বিপ্রবর্গকে বহুসংখ্য পয়স্বিনী গাভী প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই পুত্রবৎসল রাজা এক এক পুত্রের উদ্দেশে এক এক লক্ষ স্থবর্ণশৃঙ্গ-পরিশোভিত সবৎসা দুগ্ধবতী ধেনু এবং তৎসংখ্যক কাংশ্য দোহনপাত্র ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থে তাঁহাদিগের পরিতোষ জন্মাইলেন। ঐ সময়ে, সুর্য্যবংশাবতংশ মহীপাল দশরথ, গোদানসংস্কারে পবিসস্কৃত তনয়গণে পরিবৃত হইয়া লোকপালপরিবেষ্টিত ভগবান্ কমলযোনির ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

মহীপাল দশরথ যে দিন গোদানসংস্কার নির্ব্বাহ করেন, সেই দিন কেকয়রাজের আত্মজ ভরতের মাতুল যুধাজিৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রত্যাশায় মিথিলায় আগমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া অনাময় প্রশ্নপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! কেকয়রাজ স্নেহের সহিত আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিয়াছেন, বৎস! তুমি নিরন্তর যাহাদিগের শুভানুধ্যান করিয়া থাক, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। একবার বৎস ভরতকে দেখিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজ! আমি পিতার আদেশে ভাগিনেয় ভরতকে লইবার জন্যই প্রথমে অযোধ্যায় গিয়াছিলাম, কিন্তু তথায় গিয়া শুনিলাম; আপনি পুত্রচতুষ্টয়ের বিবাহার্থ মিথিলায় আসিয়াছেন, সুতরাং আমিও এই স্থানে আসিয়াছি। দশরথ, মান্যবর প্রিয় যুধাজিৎকে অভ্যাগত দেখিয়া যথোচিত উপচারে তাঁহার পূজা করিলেন।

ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। রজনী উপস্থিত। মহীপাল প্রাণাধিক তনয়গণের সহিত সুখে সর্ব্বরী অতিবাহিত করিয়া প্রভাত সময়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাধান করিলেন, এবং মহাসমারোহে ও পরমাহ্লাদে মহর্ষিগণকে অগ্রে লইয়া যজ্ঞশালার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। লৌকিক মঙ্গলাচার সমস্ত নির্ব্বহ হইলে, রাজকুমার রামচন্দ্রও পরিণয়সূচক বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া শুভলগ্নে বিজয় মুহূর্ত্তে সর্ব্বাভরণ সুশোভিত ভ্রাতৃবর্গের সহিত বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। ক্রমে যজ্ঞভূমির দ্বারদেশে সকলে সমবেত হইলে, বশিষ্ঠ মহাশয় একাকী সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজর্ষি জনককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, জনকরাজ! রাজাধিরাজ মহারাজ কোশলেশ্বর পরিণয়বেশধারী তনয়গণের সহিত দ্বারদেশে সমাগত হইয়া সম্প্রদাতার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনি ত্বরায় লৌকিকাচার শেষ করিয়া তাঁহাকে আসিবার আদেশ করুন।

শ্রবণমাত্র জনক শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার দ্বার দেশে এমন কোন্ দ্বারপাল রহিয়াছে, যে আপনাদিগের প্রবেশে প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে। এই রাজ্যে যেমন আমার, তদ্রূপ আপনাদিগেরও আধিপত্য আছে। সুতরাং নিজগৃহ প্রবেশে আর বিচার কি? এই দেখুন, আমার তনয়াদিগের লৌকিকা-

চার সমুদায় সমাপন হইয়াছে। প্রদীপ্তপাবক-শিখার ন্যায় তাহারা বেদিমূলে অবস্থান করিতেছে। আমিও এই বেদিমূলে বসিয়া এতাবৎকাল আপনাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। অতঃপর আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। সত্বর সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া বৈবাহিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।

অনন্তর, মহীপাল দশরথ রাজর্ষি জনক কর্তৃক সমাদরে প্রত্যুদ্গত হইয়া বন্ধুবান্ধব ও তনয়গণের সহিত সভা প্রবেশ করিলেন। সকলে সেই সুপ্রশস্ত সভা মধ্যে সুখাসীন হইলে, রাজা জনক কৃতাঞ্জলি পুটে মহর্ষি বশিষ্ঠকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! তবে এখন শুভ কার্য্যের আর বিলম্ব কি! আপনি ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া রামচন্দ্রের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করুন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠমহাশয় গৌতম-তনয় শতানন্দ ও বিশ্বামিত্রের সহিত সমবেত হইয়া বিধানানুসারে যজ্ঞশালায় এক বেদি নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ বেদির চতুর্দ্দিকে গন্ধ পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া দিলেন। পঞ্চপল্লব-সুশোভিত যবাঙ্কুরযুক্ত বিচিত্র কুম্ভ, ধূপপূর্ণ ধূপপাত্র, লাজপাত্র, শরাব, শঙ্খাধার, অর্ঘ্যাধার, হরিদ্রালিপ্ত অক্ষত, স্রুক্‌ ও স্রুব সমুদয় ঐ যজ্ঞবেদির চারি দিক্‌ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব ঐ বেদির উপর সমপ্রমাণ দর্ভ মন্ত্রপূত করিয়া বিধিপূর্ব্বক আস্তরণ করিয়া দিলেন। এবং যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক

তথায় বহ্নি স্থাপন করিয়া অহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, রাজর্ষি জনক, সাচ্ছাদনা ও সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা জানকীরে রামের অভিমুখে ও অগ্নির সমক্ষে স্থাপন করিয়া কহিলেন, রাম! এই আমার প্রাণসমা দুহিতা সীতা, আজি হইতে তোমার সহধর্ম্মিণী হইলেন। তুমি পাণি দ্বারা ইহাঁর পাণি গ্রহণ কর। এই মহাভাগা পতিব্রতা হইয়া ছায়ার ন্যায় নিরন্তর তোমার অনুসরণ করুন। মহাত্মা জনক এই বলিয়া শ্রীরামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিঃক্ষেপ করিয়া কন্যা সংপ্রদান করিলেন।

জনকরাজ এই রূপে প্রথমে রামচন্দ্রের হস্তে জানকীরে অর্পণ করিয়া পরম আহ্লাদে ক্রমে লক্ষ্মণকে ঊর্ম্মিলা, ভরতকে মাণ্ডবী, ও শত্রুঘ্নকে শ্রুতকীর্ত্তি নামে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মহীপাল কোশলেশ্বরের চারি পুত্র বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের অনুমতি লইয়া ঐ চারিটী রাজনন্দিনীর পাণি গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা অগ্নি, বেদি, রাজা জনক, পিতা দশরথ ও মহাত্মা ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিধানানুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ঐ সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি, দিব্য দুন্দুভি ধ্বনি, সঙ্গীত ও বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। অপ্সরা সকলে মনের উল্লাসে মহা আমোদে নৃত্য আরম্ভ করিল। গন্ধর্ব্বেরা সুমধুর স্বরে

গান করিতে লাগিল। রাজা জনক এই রূপে প্রাণাধিকা তনয়াদিগের বিবাহসংস্কার নির্ব্বাহ করিয়া কান, খঞ্জ, আতুর ও বধির প্রভৃতি দীন দুঃখী লোকদিগকে অকাতরে প্রচুর ধন দান করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে অনবরত নৃত্য গীত ও বাদ্যধ্বনী হওয়াতে মিথিলা নগরী উৎসবপূর্ণা হইয়া উঠিল। এই সমস্ত অভূত-পূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে সকলেই যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রাজকুমারেরা আপন আপন পত্নীদিগের সহিত তিন বার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া শিবিরে গমন করিলেন। মহারাজ দশরথও নবীনা দম্পতীদিগের উদ্দেশে নানা প্রকার মঙ্গলাচরণ করিয়া বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন।

চতুঃ সপ্ততিতম অধ্যায়।

পর দিন প্রভাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম, লক্ষ্মণ, দশরথ ও জনককে সম্ভাষণ করিয়া অচলরাজ হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। রাজা দশরথও রাজধানী অযোধ্যায় গমনের নিমিত্ত বৈবাহিকের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মিথিলাধিনাথ তদীয় প্রস্তাবে কোন আপত্তি উত্থাপন না করিয়া প্রফুল্ল মনে তাঁহাদিগের তৎকালোচিত গমনের সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি

প্রসন্ন মানসে কন্যাদিগকে কন্যাধন স্বরূপ দুগ্ধবতী সবৎসা এক লক্ষ গাভী, বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট কম্বল, নানাবর্ণচিত্রিত মহামূল্য অসংখ্য বসন, কোমল পট্ট-বস্ত্র, সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, রথ, এবং প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণ, রজত ও প্রবাল প্রদান করিলেন। প্রত্যেক কন্যার সমভিব্যাহারে শত শত সখী এবং তৎসংখ্যক দাস ও দাসীও প্রদান করিলেন। দশরথ গমন কালে বৈবাহিকের নিকট বিদায় লইয়া ঋষিবর্গকে অগ্রবর্ত্তী ও তনয়গণকে সঙ্গে করিয়া চতুরঙ্গবল সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজধানী অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজর্ষি জনকও কন্যা-গণকে এই রূপে অপরিসীম ধন দান করিয়া কোশলে-শ্বরের আদেশে স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন।

রাজা দশরথ এই রূপে তনয়দিগের বিবাহ সংস্কার নির্ব্বাহ করিয়া মনের উল্লাসে ও মহাসমারোহে রাজ ধানীতে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে ভীমদর্শন শকুনিগণ আকাশে ভয়ঙ্কর স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। মৃগেরা দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া মহাবেগে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। দশরথ অকস্মাৎ এই সমুদায় অশুভ দর্শন করিয়া কুল-গুরু বশিষ্ঠকে কহিলেন, ভগবন্ এ কি? আজি অকস্মাৎ এমন অশুভ দেখিতেছি কেন? ঐ দেখুন, আকাশ ধূমময়, ভূমিতল অন্ধকারময় ও সূর্য্যমণ্ডল একে-বারে প্রভাশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আকাশে শকুনিগণ ভীষণ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, মৃগসকল দক্ষিণ

দিক্ দিয়া যাইতেছে। তপোধন! ত্বরায় বলুন, আজি এ আবার কি উপস্থিত? । আমার প্রাণাধিক রামের ত কোন অমঙ্গল ঘটিবে না।

তৎ শ্রবণে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই সকল ঘটনার পরিণামে যে রূপ ঘটিবে, শ্রবণ করুন। আপনার ঘোরতর একটি বিপদ সন্নিহিত হইয়াছে। পক্ষিগণ অন্তরীক্ষে চীৎকার করিয়া ঐ অশুভ ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু মৃগসকল দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া সঞ্চরণ করিয়া আবার উহার শান্তিও সূচনা করিতেছে। অতএব মহারাজ! ইহার পরিণামে মঙ্গল হইবে। আপনি মনস্তাপ পরিত্যাগ করুন।

উভয়ে এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইতি মধ্যে সহসা একটি বলবতী বাতাবলী সমুত্থিত হইল। উহার প্রচণ্ড প্রভাবে বসুন্ধরা দেবী বিকম্পিত ও শত শত মহীরুহ দল ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ ধূলি পটল উড্ডীন হইয়া চতুর্দ্দিক্ তিমিরাবৃত ও সূর্য্যমণ্ডল প্রভাশূন্য করিয়া ফেলিল। গাঢ়তর অন্ধকার। কোন দিক্ আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। পক্ষিগণ চারি দিক্ হইতে অমনি কোলাহল করিয়া উঠিল। শিবাসকল ভৈরব রবে চতুর্দ্দিকে শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। এই সমস্ত ভয়াবহ দুর্নিমিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া সমভিব্যাহারী সেনাগণের অন্তঃকরণে অপরিসীম ভয়ের উদ্রেক হইল।

কেবল বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ এবং সপুত্র রাজা দশরথ তৎ-কালে ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইলেন না।

অনন্তর দেখিতে দেখিতে সেই রজোরাশি হইতে ক্ষত্রিয়কুল-নিধনকারী জটামণ্ডল-ধারী কালান্তক যমোপম জমদগ্নিতনয় রাম, বামকরে কোদণ্ড দক্ষিণ করে সুতীক্ষ্ণ শর ও স্কন্ধে কুঠার ধারণ পূর্ব্বক ত্রিপুরাসুর-সংহারক ভগবান্ ব্যোমকেশের ন্যায় তথায় আবির্ভূত হইলেন। বৃদ্ধ রাজা দশরথ সেই যুগান্তকালীন প্রদীপ্ত পাবক শিখার ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য মহাবীরকে নিরীক্ষণ করিয়া এবং তনয়দিগের বাল্যাবস্থা ও আপনার শেষাবস্থা ভাবিয়া একান্ত বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। জপহোম-পরায়ণ বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ সেই স্বতেজঃ প্রদীপ্ত দুর্দ্ধর্ষ পরশু রামকে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে বিরলে পরস্পর কহিতে লাগিলেন। অহো! যিনি পিতৃবধে জাত ক্রোধ হইয়া এক বিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। রোষপরিনিষ্ঠুর পিতার আজ্ঞা পালনার্থ অকরুণ রূপে বেপমানা জননীর শিরশ্ছেদনেও যাঁহার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র করুণার উদ্রেক হইয়াছিল না। সেই ভীমদর্শন নির্দ্দয় জমদগ্নিতনয় কোন্ ভয়াবহ অভিপ্রায় সম্পাদনার্থ আজি মহারাজের প্রতিকূলবর্ত্তী হইলেন। শুনিয়াছিলাম, এক বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ইহাঁর ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবার কি উহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঋষিগণ বিস্ময়ের সহিত

পরস্পর এই রূপ কহিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর বাক্যে ও সবিনয়ে সেই ভৃগুনন্দনকে পূজা করিলেন। ভার্গব তাঁহাদিগের পূজা প্রতি গ্রহ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন।

পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায়।

রাম! শুনিলাম, তুমি নাকি ভগবান্ শূলপাণির শরাসন দ্বিখণ্ডিত করিয়া জনকনন্দিনী জানকীর পাণি গ্রহণ করিয়াছ, এবং সভামধ্যে স্বীয় অভাবিত বাহুবল প্রদর্শন করিয়া ত্রিলোক মধ্যে তুমিই এক মাত্র বীর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছ। আমি তোমার এই সমস্ত আশ্চর্য্যের কথা অতিবিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করিয়া এই মহাধনু গ্রহণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইলাম। তুমি আমার পূর্ব্বপুরুষগণের এই ভীষণ শরাসনে শর যোজনা করিয়া ইহা আকর্ষণ ও আপনার বাহুবল প্রদর্শন কর। যদি এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পার। তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেও আমি প্রস্তুত আছি।

জমদগ্নিতনয় পরশুরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহীপাল দশরথ বিষণ্ণ বদনে দীন নয়নে ও সম্বদ্ধকরপুটে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি পরম তপস্বী

ও সমগুণাবলম্বী ব্রাহ্মণ এবং স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রতশীল মহাত্মা ভার্গবদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোতে একবিংশতি বার পিতৃলোকের তর্পণক্রিয়া সম্পাদন করিয়া এক্ষণে আপনার ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ত্রিদশনাথ ইন্দ্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক যখন আপনি সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং ভগবান্ কাশ্যপের হস্তে সমগ্র বসুন্ধরা অর্পণ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে অবস্থান পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দমনে, ধর্ম্মসাধনে ও সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনে যখন মনঃ সমাধান করিয়াছেন, তখন আপনার সংগ্রাম বাসনা কি আর উপযুক্ত হয়? ভৃগুনন্দন! আমি কৃতাঞ্জলি করে প্রার্থনা করিতেছি, আপনার চরণে ধরিয়া বিনয় করিয়া কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; এবং সংগ্রাম বাসনায় বিরত হইয়া আমার প্রাণাধিক রামের প্রতি সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপাত করুন; দেখুন, রামের কোন রূপ অমঙ্গল ঘটিলে, বৃদ্ধ দশরথের দেহে কি আর প্রাণ থাকিবে।

মহীপাল বিনয়াবনম্র বদনে এই রূপ কহিলে, পরশুরাম তাঁহার দিগে দৃক্ পাতও না করিয়া রোষকষায়িত লোচনে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এবং দৃঢ়মুষ্টি নিবন্ধন পূর্ব্বক বাম হস্তে ভয়ঙ্কর শরাসন ও দক্ষিণ করে সুতীক্ষ্ণ শর লইয়া প্রগল্‌ভ বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, রাম! পূর্ব্বকালে বিশ্বকর্ম্মা

প্রযত্নাতিশয় স্বীকার পূর্ব্বক দুরানম্য ও সারবৎ ত্রিলোকবিখ্যাত দুই শরাসন নির্ম্মাণ করেন। তন্মধ্যে যে ধনু তোমার হস্তে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। উহা সুরগণ, ত্রিপুরাসুর-সংহার-বাসনায় সংগ্রামার্থী ভগবান্ ত্রিপুরারিকে প্রদান করিয়াছিলেন। অপর কোদণ্ড, এই দেখ, আমার হস্তে বিদ্যমান রহিয়াছে। দেবতারা এই দুর্দ্ধর্ষ শরাসন পূর্ব্বে ভগবান্ নারায়ণকে প্রদান করেন। এই শত্রু-বিজয়ী বৈষ্ণব ধনু সারাংশে শৈব ধনুরই অনুরূপ।

একদা সুরগণ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ কমলাসনকে নীলকণ্ঠ ও বৈকণ্ঠনাথের বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা দেবগণের অভি-সন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগের পরস্পরের বিরোধ উৎ-পাদন করিয়া দেন। বিরোধ উপস্থিত হইলে, শঙ্কর ও বিষ্ণু উভয়ে পরস্পরের জিগীষাপরবশ হইয়া তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। যুদ্ধ করিতে করিতে নারায়ণ এমন এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন, যে ঐ শ্রবণভৈরব হুঙ্কারশব্দ শ্রবণ গোচর করিয়া পিনাক-পাণি অমনি স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, এবং তদীয় ভীষণ শরাসনও তদ্দণ্ডেই শিথিল হইয়া পড়িল।

তখন ত্রিদশগণ ভগবান্ ত্রিবিক্রমের পরাক্রমে ত্রিপুরারির কোদণ্ড শিথিল হইয়া পড়িল, দেখিয়া নারায়ণকেই অধিকবল বোধ করিলেন। পরে ঐ ভীম-রূপী ভগবান্ পিনাকপাণি দেবগণের অনুরোধে প্রসন্ন

ও সময়ে বিরত হইয়া বিদেহ নগরে রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে শরের সহিত ঐ অসার শরাসন অর্পণ করিলেন। অতএব রাম! তুমি যে ঐ জীর্ণ শঙ্কর-শরাসন ভগ্ন করিয়াছ। উহা বড় আশ্চর্য্য নহে। ভগবান্ নারায়ণ সেই শরাসনের সারাকর্ষণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই তুমি তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছ। বায়ু কেবল উপলক্ষ্য মাত্র, নদীবেগে মূল উৎখাত হইলে, তীর-স্থিত তরুসকল সহজেই পতিত হয়। আর আমার ভুজদণ্ডে যে এই প্রকাণ্ড কোদণ্ড দেখিতেছ, ভগবান্ হৃষীকেশ প্রসন্ন হইয়া ইহা ঋষিবর ঋচীককে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাতেজা ঋচীক পরে আমার পিতা জমদগ্নির হস্তে এই ধনু অর্পণ করেন। অনন্তর কোন সময়ে তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা জমদগ্নি সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সমগুণাবলম্বী হইলে, দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্যার্জুন অধর্ম্ম বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া অকরুণ রূপে আমার সেই নির্দ্দোষ পিতার প্রাণ সংহার করেন। রাম! এই হৃদয়বিদারণ পিতৃনিধনবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া আমি এক বিংশতি বার ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বর্দ্ধনশীল ক্ষত্রিয়কুল সমূলে উৎসন্ন করিয়াছি। এই বৈষ্ণব ধনুর সাহায্যে আমি সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিয়া যজ্ঞান্তে উহা মহাত্মা কাশ্যপকে দক্ষিণা দান করিয়াছি। আমি এই সমস্ত অসাধ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া সমুদায় অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতে

অধিবাস করত তপঃসাধন করিতেছিলাম, ইত্যবসরে, শুনিলাম, তুমি জনকালয়ে গমন পূর্ব্বক হরকোদণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া আমার ত্রিভুনবিখ্যাত কীর্ত্তি লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছ। শ্রবণ মাত্র আমি অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। তুমি বালক, তোমাকে আর অধিক কি কহিব। তুমি আমার এই পৈতৃক শরাসনে গুণারোপণ করিয়া শর সম্বলিত আকর্ষণ কর। যদি কৃতকার্য্য হইতে পার, তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত আছি।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

ভীষণাকৃতি ভার্গব এই বলিয়া বিরত হইলে, পুরুষোত্তম রাম, পিতৃসন্নিধি-নিবন্ধন মৃদু মন্দ বচনে কহিতে লাগিলেন, ভার্গব! আপনি বৈরনির্য্যাতনে তৎপর হইয়া বারংবার যে সমুদায় কার্য্য করিয়াছেন, আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক শুনিয়াছি। বীর পুরুষের বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা অবশ্য প্রশংসনীয়। সুতরাং ঐ সমস্ত কার্য্য আপনার উচিতই হইয়াছে, স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়, আমাকে বীর্য্যহীন অশক্ত জ্ঞান

করিয়া বারংবার যে অবজ্ঞা করিতেছেন, ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমি কোন মতেই উহা সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি এখনই বলবিক্রমের সমস্ত পরিচয় দিতেছি,প্রত্যক্ষ করুন।

মহাবীর রাম এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভার্গবের হস্ত হইতে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং অবনীতলে কোটি সংস্থাপন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে শরাসনে শর সংযোগ করিয়া কোপাকুলিত নেত্রে ও পরুষ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, জামদগ্ন্য! তুমি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ মহাত্মা বিশ্বামিত্রের সহিত তোমার যে সম্বন্ধ আছে; তাহাতে তুমি আমার সর্ব্বতো ভাবেই পূজনীয়। কেবল এই কারণেই আমি এ প্রাণহর শর তোমার প্রতি নির্দ্দয় রূপে প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না। অতএব বল, এই সংহিত শর দ্বারা তোমার তপঃসঞ্চিত লোক সমুদায় কিম্বা অপ্রতিহত গতি কোন্‌টি বিনষ্ট করিব। এ শরাসনের সন্ধান কখনই ব্যর্থ হইবার নহে।

ঐ সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহর্ষিগণ, সিদ্ধ, চারণ কিন্নর যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার আশয়ে তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সমক্ষেই জামদগ্ন্যের তেজ পুরুষোত্তম রামের তেজোময় শরীরে সংক্রমিত হইয়া গেল। পরশুরাম অমনি নির্ব্বীর্য্য ও স্তম্ভিত হইয়া বিষণ্ণ বদনে শ্রীরামের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর, জমদগ্নি-তনয় বলহীন হইয়া মহাবল শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পুরুষোত্তম! আমি আপনাকে স্বরূপতঃ জানি না, এমত নহে। বৈষ্ণব শরাসন গ্রহণ করাতেই বুঝিয়াছি, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, রামরূপে মানবদেহ ধারণ করিয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি ত্রিলোকের অধীশ্বর; আপনার কার্য্যসমুদায় অলৌকিক। ত্রিলোক মধ্যে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহই নাই। আমি, শত শত মহাবীর ক্ষত্রিয়কুল সমূলে নির্ম্মূল ও নিজ বাহুবলে সসাগরা বসুন্ধরা অধিকার করিয়া সৎপাত্রে সমর্পণ করিয়াও যে আজি আপনার নিকট পরাজিত হইলাম। ইহা আমার পক্ষে শ্লাঘনীয়ই বলিতে হইবে। রাম! আমি যখন মহাত্মা কাশ্যপের হস্তে সমগ্র পৃথিবী অর্পণ করি, তখন তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন, এই সমস্ত রাজ্য আমার হইল, তুমি আমার অধিকার মধ্যে আর বাস করিতে পারিবে না। তিনি এই রূপ প্রতিষেধ করিলে আমি তাহাতে সম্মত হইয়া তদবধি পৃথিবীতে আর রাত্রি বাস করি না। অতএব আমি কৃতাঞ্জলি পুটে ভিক্ষা করি, আপনি কদাচ আমার গতি রোধ করিবেন না। গমনশক্তি অব্যাহত থাকিলে, আমি অনায়াসে মহেন্দ্র পর্ব্বতে গিয়া তথায় কতপ্রকার পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিব। এখন আমার ভোগতৃষ্ণার লেশ মাত্রও নাই। অতএব আমি তপোনুষ্ঠান দ্বারা যে লোক

সকল সঞ্চয় করিয়াছি, তৎসমুদায় বিনষ্ট করিলে, আমার কিছু মাত্র কষ্ট বোধ হইবে না। প্রার্থনা করি, এ সংহিত শর দ্বারা আমার সেই লোক সমস্তই নষ্ট করুন।

মহাপ্রতাপ ভার্গব বিনয়বচনে এই রূপ প্রার্থনা করিলে, শ্রীমান্ রাম তথাস্তু বলিয়া লক্ষ্যে বাণ নিঃক্ষেপ করিলেন। শর পরিত্যক্ত হইবা মাত্র তাঁহার তপঃসঞ্চিত লোক সকল বিনষ্ট হইয়া গেল। এবং সমস্ত দিক্ তিমির নির্ম্মুক্ত হইয়া অনুপম শোভা ধারণ করিল। দেবগণ ঋষিগণ ও সিদ্ধ চারণ এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া রামচন্দ্রকে অসংখ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। জমদগ্নিতনয় তদবধি মাতৃক রাজোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৈতৃক সত্ত্বগুণ অবলম্বন ও রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায়।

জমদগ্নিতনয় পরশুরাম প্রস্থান করিলে, রাম রোষ পরিহার পূর্ব্বক প্রসন্নান্তঃকরণে বরুণ দেবকে ঐ বৈষ্ণব শরাসন প্রদান করিলেন এবং বশিষ্ঠপ্রভৃতি মহর্ষিগণের পাদপদ্মে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া পিতৃসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। ভার্গব প্রস্থান করিয়াছে। এক্ষণে আদেশ করিলে, আমাদের চতুরঙ্গিণী সেনা সকল অযোধ্যায় গমন করিতে পারে।

দুঃখের পর সুখ অতিশয় রমণীয়। মহীপাল দশরথ এতকাল ভীমদর্শন ভার্গবদর্শনে অতি মাত্র ভয়বিহ্বল হইয়া নিরন্তর কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন ও মনে মনে কতই তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন, অধুনা প্রাণাধিক রামচন্দ্রের মুখে জামদগ্ন্যের নব পরাভবের কথা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদভরে কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিয়ৎকাল কেবল নিস্তব্ধ প্রায় হইয়া

রহিলেন। তৎপরে তিনি দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক সহাস্য বদনে রামচন্দ্রকে বারংবার আলিঙ্গন ও বারংবার তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, এবং বিবেচনা করিলেন যেন তাঁহার আপনার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইল।

অনন্তর মহারাজের আদেশে অসংখ্য সেনাগণ পুনর্ব্বার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উজ্জ্বল বেশে মনের উল্লাসে অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। দশরথ তনয়দিগের সহিত দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া মনের সুখে রাজধানীতে চলিলেন। এদিকে মহীপাল দশরথ নবীনা দম্পতীদিগের সহিত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেছেন, শ্রবণে যাবতীয় নগরবাসীগণ যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া লোকতঃ ও শাস্ত্রতঃ বিধি অনুসারে নানা প্রকার মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। নগরের রাজপথ সকল সুপরিষ্কৃত, নানাবর্ণ-রঞ্জিত জয়পতাকা সমস্ত চতুর্দ্দিকে উড্ডীন, ও চারি দিক্ কুসুমসৌন্দর্য্যে সুশোভিত ও তূর্য্য রবে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বন্দীগণ সুললিত স্বরে মিথিলেশ্বরের গুণগরিমা গান করিতে লাগিল। পুরবাসিরা মহারাজের অভ্যর্থনার্থ মাঙ্গল্য দ্রব্য হস্তে দ্বার দেশে দণ্ডায়মান। দ্বারের উভয় পার্শ্বে বারিপূর্ণ বিচিত্র সুবর্ণকুম্ভ। তাহার উপরিভাগে অভিনব শাখা পল্লব। কল্যাণসূচক সুগন্ধ পুষ্পমালায় ও মধ্যে মধ্যে দোলায়মান বিচিত্র কুসুম স্তবকে তোরণের অপূর্ব্ব শোভার আবির্ভাব হইয়া উঠিল। সর্ব্বত্রই

লোকারণ্য। রাজতনয়েরা নব বধূ পরিগ্রহ করিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছেন, দেখিবার জন্য সকলেই অতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইল।

ক্রমে রথসমূহ ও চতুরঙ্গিণী সেনাগণ বিচিত্র বেশে ও প্রফুল্ল মানসে রাজভবনের দ্বার দেশে উপনীত হইল। মহীপাল প্রাণাধিক পুত্রগণ ও পুত্রবধূদিগের সহিত পুরবাসী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক যথানিয়মে প্রত্যুদ্গত হইয়া হিমাচলের ন্যায় ধবল নিজ আবাসে প্রবেশ করিলেন। তিনি পুরী প্রবেশ করিলে, রাজমহিষী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও স্থমিত্রা পুরবাসী পুরন্ধ্রীবর্গের সহিত লাজবর্ষণ প্রভৃতি তৎকালোচিত মঙ্গল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পরমাহ্লাদে বরবধূদিগকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন। নবীনা দম্পতিদিগের লোকাতীত রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা স্নেহবিকসিত সস্পৃহ লোচনে বারংবার বরবধূদিগের মুখচুম্বন ও যতবার চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, দর্শনপিপাসা ততই যেন বলবতী হইতে লাগিল। অনন্তর, রাজমহিষীরা পুত্রবধূদিগকে লইয়া গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম ও নমস্যদিগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন।

এই রূপে প্রবেশোপযোগী আচার পরম্পরা সমস্ত সমারোহের সহিত সমাপ্ত হইলে, বধূগণ অভিলাষানুরূপ পতিলাভে পরম আহ্লাদিত ও তাঁহাদিগের সহিত দিন দিন অকৃত্রিম প্রণয়ে অনুরক্তা হইয়া মনের

সুখে অন্তঃপুর মধ্যে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও অনুরূপ পত্নী লাভে একান্ত প্রীত হইয়া ভক্তিভাবে বৃদ্ধ পিতার সেবা শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন।

এই রূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, রাজা দশরথ একদিন কৈকেয়ীতনয় মহাত্মা ভরতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার মাতুল কেকয়রাজতনয় যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে আগমন করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব তুমি ইহাঁর সমভিব্যাহারে গিয়া মাতামহের পাদপদ্ম দর্শন কর। মহাত্মা ভরত পিতৃনিদেশ শ্রবণ করিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তৎক্ষণাৎ অনুজ শত্রুঘ্নের সহিত মাতামহের আবাসে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। ভরত মাতামহ ভবনে গমনে উদ্যত হইলে, মহীপাল বহুসংখ্য সেনা ও পদাতিদিগকে তাঁহার অনুগমন করিতে আদেশ করিলেন, এবং বারংবার প্রিয় পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, বৎস! শত্রুঘ্ন তোমার একান্ত অনুরক্ত, তুমিও ইহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাক; দেখিও আমার শত্রুঘ্ন যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার নয়নপথের অতীত না হয়। সতত সাবধানে রাখিবে। সদা সর্ব্বদা বৎসের তত্ত্বাবধান করিবে। আর দেখ, ভরত! তুমি তথায় গমন করিয়া মাতুলের যথোচিত সেবা এবং সদাচার ও শীলবৃত্তি দ্বারা

সর্ব্বদা গুরুজনের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিও। তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া তোমাকে যে সকল হিতোপদেশ প্রদান করিবেন, তুমি অনন্যমনা হইয়া ভক্তিভাবে তৎসমুদায় শ্রবণ ও তদনুসারে ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করিবে। ব্রহ্ম-বাদী ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে বেদ, অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবে। প্রত্যহ অশ্বারোহণ ও ব্যায়াম করিও। আর শিল্পশাস্ত্র কি অন্যান্য আনন্দ জনক শাস্ত্র মধ্যে মধ্যে তাহাও শিক্ষা করিবে। দেখিও, সময় অমূল্য, সেই অমূল্য নিধি যেন অনর্থক অতিবাহিত না হয়। এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া মহাত্মা দশরথ অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ গদ বচনে কহিলেন, বৎস! তবে আর বিলম্ব করিও না। এক্ষণে ত্বরা কর।

অনন্তর ভরত, পিতৃমাতৃ-চরণে প্রণিপাত করিয়া শত্রুঘ্ন ও মাতুলের সহিত মাতামহ ভবনে যাত্রা করিলেন, গমন কালে, রাম ও লক্ষ্মণ অপরিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। ভরত, প্রণয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক মহাত্মা রামকে নিবৃত্ত ও রথারোহণ পূর্ব্বক সুহৃদ ও সেনাগণে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এবং নানা প্রকার রমণীয় বন, উপ-বন, নদ ও নদীপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কতিপয় দিবসের মধ্যেই মাতামহ নগরের সন্নিহিত হইলেন।

এদিকে দূতমুখে সুশীল ভরতের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে কেকয়রাজের অন্তঃকরণে অপার আনন্দরস উথলিয়া

উঠিল। ক্ষণকাল মধ্যেই ভরত ও শত্রুঘ্ন বৃদ্ধ মাতামহের নিকট উপস্থিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। বৃদ্ধ রাজা তাঁহাদিগের মুখারবিন্দ অবলোকন করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে অনাময় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়ে তাঁহার নিকট আপনাদিগের কুশল জানাইয়া পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এবং মাতামহী ও অন্তঃপুরবাসিনী পূজ্য মহিলাগণের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া পরম সমাদরে তথায় কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভরত শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলালয়ে গমন করিলে, পুরুষোত্তম রাম ও লক্ষ্মণ যথোচিত ভক্তিসহকারে পরম দেবতা পিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পৌরকার্য্য সমুদায় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা রামের প্রযত্নে পুরবাসীদিগের প্রিয় ও হিতকর কার্য্য সকলও নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে লাগিল। মাতৃগণের প্রতি ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি যাহা যাহা কর্ত্তব্য, পুরুষোত্তম শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া অভিনিবেশ সহকারে তৎসমুদায় সম্পাদন করিতে লাগিলেন। মহীপাল দশরথ, পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই শ্রীরামের এই রূপ বিশুদ্ধ চরিত্রে অতিমাত্র প্রীতি লাভ করিলেন।

মহীপালের তনয়দিগের মধ্যে সত্যপরাক্রম রামই অতিশয় যশস্বী ও গুণগরিমায় ভূতগণের মধ্যে সাক্ষাৎ

স্বয়ম্ভূর ন্যায় হইয়া উঠিলেন। সেই মনস্বী জন সমাজে নিরতিশয় মান্য ও অগ্রগণ্য হইয়া প্রভূতগুণসম্পন্না প্রণয়িনী জানকীর সহিত দ্বাদশ বৎসর কাল নানা প্রকার সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি সীতাগতপ্রাণ ছিলেন, আপন জীবন অপেক্ষাও শত গুণে তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। জানকীর রূপে গুণে চরিত্রে ও অকৃত্রিম প্রণয়ে তাঁহার মন একান্ত অভিভূত হইয়া ছিল। জানকীও এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিতেন না। তাঁহার রমণীয় রূপে, কমনীয় গুণে ও বিশুদ্ধ প্রণয়ে একান্ত বাধ্য হইয়া পুরুষোত্তম রাম তাঁহার প্রতি সবিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পতিদেবতা মৈথিলীর মনেও রামের প্রতি দ্বিগুণতর প্রীতির আবেশ প্রকাশিত হইয়া উঠিল। রাম জানকীর অন্তঃকরণের ভাব সকল স্পষ্টই জানিতে পারিতেন। জানকীও তাঁহার মনোগত ভাব বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন। তিনি রাম ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। আপনার প্রাণ অপেক্ষাও তাঁহাকে প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন।

যেমন কমলাপতি কমলা দেবীকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়া ছিলেন, দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্রও সেই রূপ মনোমোহিনী মৈথিলীকে লাভ করিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন ও সুশোভিত হইলেন।

আদিকাণ্ড সম্পূর্ণ।